পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 223 Monday, 14 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২২৩ সংখ্যা ❋ ২৯ আষাঢ়, ১৪৩২ সোমবার, ১৪ জুলাই, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কপিরাইট দাবি জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষের

'আমাদের রীতিতে অন্যত্র পুজো নয়!'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ পুজোর রীতিনীতিরও কপিরাইট! দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে আরাধনা শুরু হওয়ার পর এবার নতুন পদক্ষেপের পথে পুরীর জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে একটি সাক্ষাকারে এমনটাই জানিয়েছেন পুরীর সাম্মানিক রাজা তথা জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান গজপতি মহারাজ দিব্যসিংহ দেব। তিনি জানিয়েছেন,পূজাচারের কপিরাইট নেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পুরীর মন্দির কর্তৃপক্ষের অভিযোগ মূলত ইসকনের দিকে। তাঁদের দাবি, ইসকন পুজোর রীতিনীতি না মেনে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সময় জগন্নাথ দেবের আরাধনা করছে, রথযাত্রা করছে। পুরীতে যে দিনক্ষণ মেনে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা পালন করা হয়, বিদেশে ইসকন সে সব মানছে না। ইচ্ছামতো দিনে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন করছে। এ তে জগন্নাথদেবের ভক্তদের ভাবাবেগে আঘাত লাগছে। গজপতি মহারাজ দিব্যসিংহ দেবের দাবি, এ নিয়ে ইসকনের সদর দপ্তর মায়াপুরের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে ওড়িশা সরকার যে পুরীর মন্দিরের রীতিনীতি আচার-আচরণের কপিরাইট নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে সেটা তিনি নিশ্চিত করছেন। সরকারি সূত্রেও খবর, বিষয়টির আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল, ইসকন যদি ভুল রীতি মেনে পুজো করেই থাকে, সেক্ষেত্রে ইসকনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়াই যেত। তাতে পুজোর রীতিনীতির 'কপিরাইট নেওয়া কি জরুরি ছিল? তাছা।। পুজোর রীতিনীতির কপিরাইট কি আদৌ নেওয়া যায়? এই কপিরাইট নেওয়ার অর্থ তো এটাই দাঁড়ায়, যে বিশ্বের আর কেউ ওই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পুজোই করতে পারবেন না! এটা তো ধর্মাচরণে বাধা দেওয়ার শামিল। এ রাজ্যের শাসকদলের একাংশের ধারণা, এটার নেপথ্যে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের জনপ্রিয়তাও থাকতে পারে। অতীতে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের নাম জগন্নাথ ধাম রাখা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। ওড়িশা সরকার তাতে আপত্তি জানিয়েছিল। পুরী গোবর্ধনপীঠের শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতীও বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানান। যদিও সেই আপত্তি ধোপে টেকেনি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, দিঘায় জগন্নাথদেবের আরাধনা শুরুর পরই কি পুজোর রীতিনীতির ' নেওয়ার কথা ভাবল মন্দির কর্তৃপক্ষ।

ভারতের পূর্ব সীমান্তে অশান্তি ছড়াতে চিনের মদতে জঙ্গি সংগঠন

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ চিন-সমর্থিত ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসম-ইন্ডিপেন্ডেন্ট -এর ৪টি ক্যাম্পের উপর রবিবার ভোরে ড্রোন হামলা চালায় ভারতীয় সেনা। এই অভিযানে একাধিক শীর্ষ কমান্ডার নির্মূল হয়েছেন। অসমর্থিত রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে যে, উলফার মিলিটারি উইংয়ের সিনিয়র কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল নয়ন অসমে এই হামলায় নিহতদের মধ্যে থাকতে পারেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী মায়ানমারের সাগাইং অঞ্চলে চিন-সমর্থিত ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসম-ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড-খাপলাং এর জঙ্গি ক্যাম্পগুলির উপর বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালিয়েছে। রবিবার ভোরে পরিচালিত এই অভিযানে ULFA-I-এর পূর্ব কমান্ড সদর দফতর ধ্বংস করা হয়েছে। এই অভিযান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে, যা চিনের মদদপুষ্ট জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়। মায়ানমারের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত শিবিরগুলিতে ভারতীয় সেনা একটি শক্তিশালী আন্ত ঃসীমান্ত আক্রমণ চালায়, যেখানে প্রায় ১০০টি ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। এই ড্রোনগুলি জঙ্গি ক্যাম্পগুলিকে নির্ভুলতার সঙ্গে টার্গেট করে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সেনা অভিযানে নয়ন আসোম ছা।।, উলফা-১-এর স্বঘোষিত কর্নেল গণেশ লাহন ওরফে গণেশ অ্যাক্সমও ড্রোন হামলায় নিহত হন। এই ঘটনার পর, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন যে তাদের কাছে এই ধরণের অভিযানের বিষয়ে কোনও তথ্য নেই। সীমান্তের ওপার থেকে পরিচালিত, অর্থাৎ চিনের মদদপুষ্ট জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হামলাগুলির মধ্যে একটি হিসেবে এই এয়ার স্ট্রাইককে দেখা হচ্ছে। তবে, ভারত সরকার বা সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

ভোটমুখী বিহারে আইনজীবীকে খুন!

পাটনা, ১৩ জুলাই ঃ এই বছরের শেষদিকেই বিধানসভা নির্বাচন বিহারে। তার আগেই ২৪ ঘণ্টায় তিনটি রুদ্ধশ্বাস খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য বিজেপিশাসিত রাজ্যে। তিন নিহতের একজন নামী ব্যবসায়ী, একজন বর্ষীয়ান চিকিৎসক ও অন্যজন মুদি দোকানের মালিক। একদিনের মধ্যে এতগুলি হত্যাকাণ্ডে প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। শনিবার ব্যবসায়ী পুটু খানকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা। বিহারের সীতামারি জেলার অন্যতম জনবহুল বাজার এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে কীভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে বহু মানুষের মাঝখানে আচমকাই খুন হন পুটু। তবে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়নি তাঁর। হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেখপুরা গ্রামে বর্ষীয়ান চিকিৎসক সুরেন্দ্র কুমারকে বাইকে করে আসা আততায়ীরা গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয়। অচেতন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ স্থানীয় মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। দেহটি পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। এর আগে শুক্রবার মুদি দোকানের মালিক বিক্রম ঝাকে গুলি করে খুন করে আততায়ীরা। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও কোনও মোটিভ এখনও পর্যন্ত খুঁজে পায়নি। কিন্তু এই তিনটি ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। পরপর এভাবে হাড়হিম হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে বিরোধীরা। এবং সমালোচনা করছে সরকারপক্ষের জোটসঙ্গীরাও।

রেকর্ড পরিমাণ তেল আমদানি ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ, গাজায় ইজরায়েলি সেনার অভিযান-সবমিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। তার জেরে গোটা বিশ্বে তেল আমদানি-রপ্তানি ব্যাপক সংকটের মধ্যে পড়তে পারে, এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ফের 'পুরানো বন্ধু' রাশিয়ার উপরেই আস্থা রেখেছে ভারত। জুন মাসে প্রতিদিন ২.০৮ মিলিয়ন ব্যারেল রুশ তেল আমদানি করেছে ভারত, গত এক বছরের নিরিখে যা সর্বোচ্চ।

কেপলার নামে এক বিশ্বব্যাপী সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই মাসের পর এই প্রথমবার রাশিয়া থেকে এত বেশি পরিমাণ অশোধিত তেল আমদানি করল ভারত। গড়ে প্রত্যেকদিন ২০ লক্ষ ৮ হাজার ব্যারেল অশোধিত তেল রাশিয়া থেকে আমদানি হয়েছে। দ্য সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার নামে আরেকটি সংস্থার মতে, জুন মাসে ভারতের অশোধিত তেল আমদানির পরিমাণ ৬ শতাংশ কমেছে। কিন্তু একমাসে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির পরিমাণ বেড়েছে ৮ শতাংশ। রাশিয়া থেকে আমদানিকৃত তেলের অর্ধেকেরও বেশি গিয়েছে ভারতের নির্দিষ্ট তিনটি শোধনাগারে।

ভিনরাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা!

প্রতিবাদে ১৬ জুলাই পথে নামবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তার অভিযোগ উঠছে। বাংলা বললেই নাকি অত্যাচারিত হতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে অপরাধমূলক কাজে মদত দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। মানুষ আতঙ্কিত। বাঙালি হলেই বিদ্যুৎ, জলের

উঠছে লাগাতার। প্রতিবাদে আগামী ১৬ জুলাই পথে নামবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা ১ টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়েছে মিছিলটি শেষ হবে ডোরিনা ক্রসিংয়ে। এই মিছিলে হাওড়া, ভাঙড়, দমদম ও সল্টলেকের তৃণমূলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা শামিল হবেন বলেই জানালেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। একইদিনে দুপুর দুটো থেকে জেলায় জেলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ওড়িশা, দিল্লির জয়হিন্দ কলোনি থেকে শুরু করে একাধিক রাজ্যে লাগাতার বাঙালিদের হেনস্তার অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে। দিন কয়েক আগে এক্স হ্যান্ডেলে এবিষয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে পথে নামছেন তিনি। রবিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেখানেই বিষয়টি জানান তিনি।এদিন ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে চন্দ্রিমা বলেন, আমরা অবাক, এ কোন দেশ! বিজেপি শাসিত যে কোনও রাজ্যে গেলেই, সে বাঙালি হলে নাকি দেশবাসী নয়! বাংলার অস্মিতাকে অপমান করা হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে! আর এই লাইন কেটে দিচ্ছে। পরিচয়পত্র থাকলেও কোনও লাভ হচ্ছে না। সেই সঙ্গে এনআরসি আতঙ্ক। আমরা এই অত্যাচারকে ধিক্কার জানাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেও প্রতিবাদ করেছেন। এবারও প্রতিবাদ করবেন। সেখানেই ১৬ জুলাই মিছিলের কথা ঘোষণা করেন চন্দ্রিমা। জানিয়েছেন, আগামী ১৬ জুলাই ১ টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মিছিল হবে। একইদিনে দুপুর ২ টো থেকে ৪ টে পর্যন্ত জেলায় জেলায় মিছিল হবে। দিল্লিতেও প্রতিবাদ কর্মসূচি হবে বলে জানিয়েছেন চন্দ্রিমা।

জোকা কাণ্ডে ৯ সদস্যের সিট গঠন করল রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ জোকা কাণ্ডে ৯ সদস্যের সিট গঠন করল রাজ্য সরকার। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দলটি বলে বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, তারাই কথা বলবে নির্যাতিতার সঙ্গে। ঘটনাস্থলেও যেতে পারেন তদন্তকারীরা।

তদন্তকারী দলের সামনে এখন অনেকগুলি প্রশ্ন রয়েছে। শুক্রবারে রাতে ওই তরুণী হস্টেলে ঢুকলেন কী ভাবে? বলা হচ্ছে রেজিস্টারে সই করানো হয়নি! সেক্ষেত্রে কার নির্দেশে সই করেননি নির্যাতিতা? অভিযুক্ত দ্বিতীয় বর্ষের ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়া কতটা প্রভাবশালী, সব কিছুই খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা। সূত্র মারফত খবর, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে যাবেন অফিসাররা। কথা বলবেন নির্যাতিতার সঙ্গেও। পাশাপাশি নির্যাতিতার বাবার বয়ানও তদন্তকারীদের কাছে তদন্তের বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ তিনি অভিযোগের থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে অন্য কথা বলেছেন। দাবি, তাঁর মেয়েই তাঁকে জানিয়েছেন যে ধর্ষণের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। তাঁর দাবি, তাঁর মেয়ের উপর কোনও অত্যাচার হয়নি অথবা কেউ মেয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করেনি। তিনি জানান, শুক্রবার রাত ৯টা ৩৪ মিনিটে তাঁর মেয়ে ফোন করে জানান যে, তিনি গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ। পরে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। লোকেশনও বুঝতে পারেননি। ধর্ষণের অভিযোগ, নাকি বাবার বয়ান, কোনটা সত্যি, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। সেটাই খতিয়ে দেখবে বিশেষ তদন্তকারী দল।

নির্যাতিতার বাবার দাবি, মেয়েকে খুঁজতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের হাসপাতালে যাই। জানতে পারি যে, হরিদেবপুর থানার পুলিশ মেয়েকে উদ্ধার করেছে। মেয়ের কাছ থেকে জানলাম, এরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি। পুলিশ জানাল, একটা ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাড়ি ফেরার পর মেয়ে আবারও বলে, ওর উপর কেউ অত্যাচার করেনি। খারাপ ব্যবহারও করেনি। মেয়ে একেবারে স্বাভাবিক। তাই প্রশ্ন উঠছে তাহলে অভিযোগ দায়ের করা হল কেন? ওই ব্যক্তি জানান, তাঁর মেয়েকে তা লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে লিখিয়েছে, তা পরে জানা যাবে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বিশেষ তদন্তকারী দল। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা আইআইএম অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান। সেই কলেজের হস্টেলের এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে তোলপাড় গোটা রাজ্য।

ওড়িশা কাণ্ডে বিজেপিকে তুলোধোনা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ ওড়িশায় অধ্যাপকের যৌন হেনস্তায় বিচার চেয়ে ভরা ক্যাম্পাসে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা ছাত্রীর। ন্যাক্কারজনক এই ঘটনা সামনে আসতেই ওড়িশার বিজেপি সরকারকে তুলোধোনা করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, ভিন্ন দিন, ভিন্ন শিকার। কিন্তু বিজেপির শাসনে সর্বত্র একই পচন ছড়িয়ে পড়েছে।

দিনকয়েক আগে কলেজের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী। তবে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী তদন্তের কথা বলা হলেও কোনওরকম তৎপরতা দেখায়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে শনিবার বিকেলে নির্যাতিতা কলেজের অপর এক অধ্যাপকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে যান। দ্রুত বিচারের দাবিও জানান তিনি। অভিযোগ, তারপরই তিনি কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতর নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন। এমনকী তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন তাঁর এক সহপাঠীও। কিন্তু ব্যর্থ হয় সেই প্রচেষ্টা। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পাস চত্বরে। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দেহের ৯০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় তরুণীর অবস্থা সংকটজনক।

এই ইস্যুতেই রবিবার ওড়িশা তথা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া সুরে আক্রমণ শানাতে দেখা গেল তৃণমূলকে। বাংলার শাসকদলের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'ভিন্ন দিন, ভিন্ন শিকার। বিজেপি সরকারের তত্ত্বাবধানে সর্বত্র একই পচন ছড়িয়ে পড়েছে। ওড়িশার বালাসোরে এক ছাত্রীকে তাঁর বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কুপ্রস্তাব দেয়, তাঁর প্রস্তাব না মানলে ছাত্রীর ভবিষ্য নষ্ট করার হুমকি দেয়। এর জেরে গায়ে পেট্রোল ঢেলে নিজেকে শেষ করে দিতে বাধ্য হন ওই যাত্রী। তাঁর শরীরের ৯৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। ছাত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর সহপাঠীর শরীরের ৭০ শতাংশ পুড়েছে।'

এরপরই বিজেপিকে তুলোধোনা করা তৃণমূলের তরফে লেখা হয়েছে, 'এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির নীরবতা অত্যন্ত লজ্জাজনক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি শব্দও খরচ করেননি। এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে যে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।' এদিকে বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হতেই তপর হয়েছে পুলিশ। অভিযুক্ত অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে ওড়িশার বিরোধী দল বিজু জনতা দল। এই ঘটনাকে বর্বোরচিত বলে উল্লেখ করে বিজেডি মুখপাত্র লেনিন মোহান্তি বলেন, এই ঘটনা প্রথম নয়, এর আগে গোপালপুর সমুদ্র সৈকতে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। এবার ক্যাম্পাসে ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা। এ আমাদের চেনা ওড়িশা নয়। অন্যদিকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে কংগ্রেস।

পাক নাগরিকের মৃত্যু নিয়ে নতুন পরিসংখ্যান দিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতি না থামলে, মরিয়া হয়ে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা ভাবতে পারে ইসলামাবাদ। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন এ আশঙ্কা মাথাচাড়া দিয়েছিল অনেকের মধ্যেই। কিন্তু সংঘর্ষবিরতি চুক্তির প্রায় দুমাস বাদে সেই আশঙ্কাকে স্রেফ অমূলক বলে দাবি করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তাঁর দাবি, পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র শান্তির জন্য, দেশের রক্ষার জন্য। আগ্রাসনের জন্য নয়। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাক সেনার যখন নাস্তানাবুদ অবস্থা তখন মরিয়া হয়ে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা ভাবছিল ইসলামাবাদ। একাধিক সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, ১০ মে পাকিস্তানের পরমাণু বোমার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ন্যাশনাল কমান্ড অথরিটির বৈঠকও ডাকেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। পাকিস্তানের সামরিক ও অসামরিক শীর্ষকর্তাদের নিয়ে গঠিত এই কমিটির হাতেই রয়েছে পরমাণু অস্ত্র এবং দূরপাল্লার ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা। পরে পাকিস্তান সে খবর অস্বীকার করে। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরের মধ্যে চাপে পড়ে পাকিস্তান যে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল, পরে সে ইঙ্গিত মিলেছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতির কথাতেও। দুই দেশই পরমাণু শক্তিধর হওয়ায় এই সংঘাত নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। যদিও শাহবাজ শরিফ এসব মানতে নারাজ। শনিবার ইসলামাবাদে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতায় শাহবাজ শরিফ দাবি করেন, পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচি শুধুই শান্তির জন্য। দেশরক্ষার স্বার্থে। কোনওরকম আগ্রাসনের জন্য নয়। লাগাতার সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দাবি, আমরা ক্ষেত্রীয় শান্তির পক্ষে। তাই কোনওভাবেই পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে না। শাহবাজ এদিন মেনে নিয়েছেন ভারতের অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের ৫৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শাহবাজ মুখে যে শান্তির বাণী শোনাচ্ছেন সেটা নেহাত কথার কথা। নিজেদের দেশের ভাবমূর্তি বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা। কোনও দেশই পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে না। পাকিস্তান তো নয়ই।

কাশ্মীর থেকে কাসভ-আইনি যুদ্ধের নায়ক এবার স্থান পেলেন রাজ্যসভায়!

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ লোকসভার লড়াইয়ে সাফল্য আসেনি। এবার মুম্বই হামলার চক্রী আজমল কাসভকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কারিগর আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমকে রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছেন মোদি-শাহরা। ঘুরপথে রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য হিসাবে রাজ্যসভায় মনোনীত হলেন নিকম। তিনি একা নন, প্রাক্তন বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, সমাজসেবী সি সদানন্দন মাস্টার এবং ইতিহাসবিদ মীনাক্ষী জৈনকেও মনোনয়ন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। রবিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্যদের শূন্যস্থানে এই চারজনের নাম সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, মোট ১২ জন সদস্যকে রাজ্যসভায় মনোনীত করতে পারেন রাষ্ট্রপতি। প্রত্যাশিতভাবেই এবার যে চারজনকে মনোনীত করা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই হয় সরাসরি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত, নয়তো গেরুয়া শিবির ঘনিষ্ঠ। স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটর উজ্জ্বল নিকম আইনজীবী হিসাবে একাধিক

গুরুত্বপূর্ণ মামলা লড়েছেন। যার মধ্যে অন্যতম মধ্যে অন্যতম হল মুম্বইয়ে ২৬১১ জঙ্গি হামলার মামলা। গোটা দেশের নজর ছিল সেই মামলায়। মুম্বই হামলার পর একমাত্র জীবিত জঙ্গি আজমল কাসভকে ফাঁসিতে ঝোলানোর নেপথ্যে অন্যতম কারিগর তিনি। শুধু তাই নয়, ১৯৯৩ সালের মুম্বই বিস্ফোরণ মামলাতেও আইনজীবী হিসাবে জঙ্গিদের বিপক্ষে ল।ছেন উজ্জ্বল। অস্ত্র আইনে অভিনেতা সঞ্জয় দত্তকে জেলের ঘানি টানানোর নেপথ্যেও রয়েছে এই উজ্জ্বল নিকমেরই হাত। বর্ষীয়ান এই আইনজীবী গত লোকসভায় বিজেপির টিকিটে ল।নে উত্তর-মধ্য মুম্বই লোকসভা কেন্দ্র থেকে। কিন্তু সেখানে তিনি পরাজিত হন। দীর্ঘ চার দশক ধরে ভারতের বিদেশনীতির গুরুদায়িত্ব সামলেছেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব প্রাক্তন বিদেশ সচিব তথা দেশের অন্যতম সফল কূটনীতিককে গত বছর দার্জিলিং থেকে লোকসভায় দাঁ। করানোর চিন্তাভাবনা করেন। যদিও শেষপর্যন্ত শ্রিংলা টিকিট পাননি। এবার রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য হিসাবে রাজ্যসভায় যাবেন তিনিও। এর বাইরে সমাজসেবী, প্রবীণ সংঘকর্মী সি সদানন্দ মাস্টারকেও রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছে সরকার। অভিযোগ কয়েক দশক আগে সিপিএম কর্মীদের হামলায় পা হারিয়েছিলেন তিনি। ২০১৬ সালে কেরলের বিধানসভা নির্বাচনে লড়ে তৃতীয় হন তিনি। রাজ্যসভায় যাচ্ছেন ইতিহাসবিদ মীনাক্ষী জৈনও। তিনিও পরিচিত গেরুয়া শিবির ঘনিষ্ঠ হিসাবে। এর আগে ২০২০ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়।

আহমেদাবাদ দুর্ঘটনায় প্রশ্নের মুখে তদন্তপ্রক্রিয়া

পাইলটদের ভুলের তত্ত্ব খারিজ প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্তার

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ শনিবার আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু তারপরই তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে বিতর্ক। রিপোর্টটি নিয়ে শনিবার সংেদহ প্রকাশ করেছিল পাইলটদের সংগঠন এয়ারলাইন পাইলট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (আলপা)। এবার একই পথে হেঁটে দুর্ঘটনার তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। বায়ু সেনার প্রাক্তন পরিচালক সঞ্জীব কাপুর রিপোর্টটির কড়া সমালোচনা করে বলেন, কোনও পাইলট এমনি এমনি ' ডে কল' করেন না। ' ডে'-এর অর্থ গুরুতর কিছু ঘটেছে। এতে কোনও সংেদহ নেই যে বিমানের দুটি ইঞ্জিনই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কী কারণে বন্ধ হয়ে গেল, তা ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি। একজন সুস্থ পাইলট কেন ইচ্ছাকৃতভাবে বিমানের ' কংট্রোল সুইচ' বন্ধ করে দেবেন? গোটা রিপোর্টটিকে তিনি ' এবং ' বলেও অভিহিত করেছেন। সঞ্জীব আরও বলেন, রিপোর্টটি ২০ প্রকাশ করতে তদন্তকারীদের ২০ দিন সময় লেগে গেল। এটা কীভাবে সম্ভব? শুধু তাই নয়, তদন্তকারীদের

হাতে যে পরিমাণ তথ্য ছিল, তাতে রিপোর্টটি আরও বিশদ হওয়া উচি ছিল। কিন্তু তা হয়নি। বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট বলছে, দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে দুই ইঞ্জিনের জ্বালানিই ' (চালু) থেকে কাটঅফ (বন্ধ) মুডে চলে যায়। ইঞ্জিন বন্ধের ঠিক আগের মুহূর্তে একজন পাইলট অপরজনকে বলেন, ' বন্ধ করলে কেন?' অপর পাইলট জবাব দেন, 'আমি কিছু বন্ধ করিনি।' ইঞ্জিন বন্ধের পর জরুরি ভিত্তিতে RAT (র্যাম এয়ার টার্বাইন) চালু করা হয়। এই RAT ইঞ্জিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যু পৌঁছে দেয়। বিমান ওড়ার সময়ে জ্বালানি ঠিকঠাক ছিল। বিমান ওড়ার সময়ে ফ্ল্যাপ সেটিং এবং গিয়ারের অবস্থাও স্বাভাবিক ছিল। সেগুলি সঠিকভাবে পরীক্ষাও করা হয়। সব মিলিয়ে যা যা প্রাথমিক রিপোর্টে এসেছে তাতে বিমানের যান্ত্রিক গোলযোগের থেকে পাইলটদের ভুলের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, শনিবার পাইলটদের সংগঠন এয়ারলাইন পাইলট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (আলপা) প্রেসিডেন্ট স্যাম থমাস একটি বিবৃতি জারি করে বলেন, তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে পাইলটের ভুলের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমরা এই অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করি। তাছাড়া তদন্তের গোপনীয়তা দেখেও আমি অবাক। একটি সুষ্ঠ এবং তথ্য-ভিত্তিক তদন্তের দাবি জানিয়ে স্যাম বলেন, গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। তদন্তের প্রতিটি ক্ষেত্রে এত গোপনীয়তা থাকার ফলে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও আমাদের প্রশ্ন রয়েছে। অভিজ্ঞ বিমানকর্মী এবং পাইলটদের এই তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নেপালি কবি ভানুভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ নেপালি কবি ভানুভক্ত আচার্যের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়েছে। কিংবদন্তী ওই কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, নেপালি সাহিত্য এবং সমাজের প্রতি অসামান্য অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, নেপালি ভাষাভাষীর মানুষের কাছে বিশ্ব জুড়েই সমাদৃত ছিলেন তিনি। নেপালি ওই কবি যে শুধু মাত্র নেপালি মানুষের জন্যে সুবক্তা ছিলেন তিনি তাই নয় সর্বস্তরের কাছেই খ্যাতির শীর্ষে এবং আমাদের কাছেও সমান জনপ্রিয় ছিলেন।

আপাতত রেহাই নেই

শিমলা, ১৩ জুলাই ঃ আগামী ১৮ জুলাইয়ের পর থেকে বর্ষার বৃষ্টি কিছুটা হ্রাস পাবে হিমাচল প্রদেশে। তবে, আপাতত বৃষ্টি থেকে রেহাই নেই। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, হিমাচল প্রদেশের বেশিরভাগ অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে, সমতল, নিচু পাহাড় এবং সংলগ্ন মধ্য পাহাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। এরপর ১৮ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টিপাত

নীতীশের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ আরজেডি-র

পাটনা, ১৩ জুলাই ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ঘোষণা করেছেন, আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি সরকারি চাকরি এবং যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে। নীতীশের এই প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করলো রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। আরজেডি মুখপাত্র মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি রবিবার বলেছেন, নীতীশ কুমার সরকার একটি নকল সরকার, তারা কেবল তেজস্বী যাদবকে অনুকরণ করছে। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, তেজস্বী যাদব যা ঘোষণা করেছেন, এই সরকার এখন সেই একই ঘোষণাগুলি পুনরাবৃত্তি করছে। এগুলি সবই তেজস্বী যাদবের অবদান। সকলের মনে আছে যে ২০২০ সালে, তেজস্বী যাদবই প্রথম ১০ লক্ষ সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তিনি সেই ইস্যুতে নির্বাচন লড়েছিলেন।আরজেডি মুখপাত্র মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি আরও বলেন, বিহারে এমন একটি দিনও অথবা এক ঘণ্টাও কাটে না যেখানে খুন না হয়। প্রতিদিন শত শত খুনের ঘটনা ঘটছে। নীতিশ কুমার সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। তেজস্বী যাদব ক্রমাগত সরকারকে প্রশ্ন করছেন, অপরাধ বুলেটিন প্রকাশ করছেন, কিন্তু সরকার কোনও সাড়া দিচ্ছে না। আসলে কী হচ্ছে? এই সরকারের আর এক মিনিটের জন্যও ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই।

১৫০০ মিটারে ভারতের তৃতীয় দ্রুততম সময় নির্ধারণ করলেন গুলবীর সিং

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ জুলাইঃ রবিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুরের সিলভার লেভেল প্রতিযোগিতা, সানসেট ট্যুরে, পুরুষদের ১৫০০ মিটার ইভেন্টে এশিয়ান লিড দাবি করেছেন ভারতীয় দূরপাল্লার দৌড়বিদ গুলবীর সিং।গুলবীর ৩ঃ৩৬.৫৮ সময় করেছেন, যা ১৫০০ মিটারে একজন ভারতীয়ের তৃতীয় দ্রুততম সময়,

বিগত ১১ বছরে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি করেছে দেশঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ বিগত ১১ বছরে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি করেছে দেশ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আমাদের দেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ১১ বছরে দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই অগ্রগতি করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে, রোজগার মেলার অধীনে বিভিন্ন সরকারি দফতর ও সংস্থায় ৫১,০০০-এরও বেশি নবনিযুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের হাতে নিযোগপত্র বিতরণ করেন। সারা দেশে রোজগার মেলার মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ১০ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে। ১৬-তম রোজগার মেলা সারা দেশের ৪৭টি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, অপারেশন সিন্দুরের পর প্রতিরক্ষা উৎপাদন নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। আমাদের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই ধরনের রোজগার মেলার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ যুবক কর্মসংস্থান পেয়েছে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। কেউ কেউ দেশকে রক্ষা করবে, কেউ 'সকলের জন্য সাহায্য'-এর যোদ্ধা, কেউ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মিশনকে শক্তিশালী করবে, এবং আরও অনেকে দেশের শিল্প উন্নয়নকে বাড়িয়ে তুলবে। আপনাদের বিভাগগুলি আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য দেশের সেবা।প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, ভারত সরকারের লক্ষ্য বেসরকারি ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। সম্প্রতি, সরকার একটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করেছে - কর্মসংস্থান লিঙ্কড ইনসেনটিভ প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায়, সরকার বেসরকারি সেক্টরে তাদের প্রথম চাকরি নিশ্চিতকারী যুবকদের ১৫,০০০ টাকা প্রদান করবে, যার অর্থ সরকার তাদের প্রথম চাকরির প্রথম বেতনে অবদান রাখবে। এর জন্য, সরকার প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে এবং এই প্রকল্পটি প্রায় ৩.৫ কোটি কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করবে। এখন ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তিগুলির মধ্যে একটি হল আমাদের উৎপাদন ক্ষেত্র। উপাদন ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যক নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আমরা মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযানকে শক্তিশালী করেছি।

পবিত্রতার পথে এগিয়ে চলাঃএকাদশতম দল রওনা দিল অমরনাথের উদ্দেশ্যে, নিরাপত্তায় নিশ্ছিদ্র বলয়

শ্রীনগর, ১৩ জুলাই - চারপাশে অনুরণিত বোল বাম ধ্বনি, সঙ্গে পূর্ণ বিশ্বাস আর ভক্তির আবেশ-এই আবহেই রবিবার ভোরবেলায় পবিত্র অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে রওনা দিল তীর্থযাত্রীদের একাদশতম দল। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের নুনওয়ান বেস ক্যাম্প থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে যাত্রা শুরু করেন পুণ্যার্থীরা। প্রত্যেকটি মুখে ঈশ্বরের নামে আহ্বান, প্রত্যেকটি চোখে অদম্য আশা-এই যাত্রা শুধু পাহাড় ডিঙোনো নয়, এক আত্মিক চেতনার উসার। ধর্মীয় আবেগে উদ্বেল এই যাত্রাপথে এবার পর্যন্ত ১.৬৫ লক্ষেরও বেশি ভক্ত সফলভাবে পৌঁছে গিয়েছেন অমরনাথের গুহা মন্দিরে। সেখানকার তুষারলিঙ্গ দর্শন ও পূজার্চনা সেরে ফিরে এসেছেন তারা, নিয়েছেন পবিত্রতার স্পর্শ।এদিন সকাল থেকেই পহেলগাম ছিল ভক্তদের সরব পদচারণায় মুখর। পাহাড়ি হাওয়া, তার মাঝে সাদা কুয়াশা আর শিব নামের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল উপত্যকার বাতাস। যাত্রীদের মধ্যে যেমন ছিলেন প্রবীণ নাগরিক, তেমনই ছিলেন অল্পবয়সী তরুণ-তরুণী, এমনকি শিশুরাও। অনেকের কাছেই এ ছিল জীবনের প্রথম অমরনাথ যাত্রা। কাঠুয়া থেকে আসা এক তীর্থযাত্রী জানান, এটা আমাদের জীবনের প্রথম যাত্রা। বহুদিন ধরেই এই পবিত্র গুহা দর্শনের আশা পুষে রেখেছিলাম মনে। আজ সেই দিন এল। এখানকার আয়োজন, নিরাপত্তা সবই অত্যন্ত ভালোভাবে করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা-সবাই যেন সুরক্ষিতভাবে যাত্রা সম্পন্ন করতে পারেন।অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী থেকে আগত এক ভক্ত বললেন, এই যাত্রা আমাদের কাছে শুধু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং ভগবানের প্রতি এক অন্তরঙ্গ সংযোগ। এই পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলার মাঝেও যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। ব্যবস্থাপনার দিক থেকে দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। সর্বত্র স্বেচ্ছাসেবক, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তারক্ষীদের সক্রিয় উপস্থিতি আমাদের নিশ্চিন্ত করেছে।এই বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে জুনের শেষে। দুই প্রধান রুট- পহেলগাম ও বালটাল পথ ধরে প্রতিদিন হাজার হাজার তীর্থযাত্রী উঠে যাচ্ছেন হিমালয়ের কোলে অবস্থিত সেই রহস্যময় গুহার দিকে, যেখানে প্রতি বছর বরফে তৈরি হয় প্রাকৃতিক শিবলিঙ্গ। এই অলৌকিক দৃশ্য একবার চোখে দেখার জন্যই তো অপেক্ষা করে লাখ লাখ শিবভক্ত। যদিও এই যাত্রা সহজ নয়। দুর্গম, পাথুরে ও বরফাচ্ছন্ন পথ পেরিয়ে পৌঁছতে হয় গুহা পর্যন্ত। তবে প্রশাসনের তৎপরতায় এবছর যাত্রা অনেকটাই নির্বিঘ্নে এবং সুসংগঠিতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।এইবার রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়েছে আরও জোরদার। জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের তরফে প্রতিদিন চলছে পর্যাপ্ত নজরদারি। পথে পথে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা, নজরদারি ড্রোন। সেনা, আধাসেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনীও কড়া নজরদারিতে রয়েছে যাত্রাপথ জুড়ে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা এড়াতে প্রতিটি গাড়ি, ব্যাগ, এমনকি তীর্থযাত্রীদের পরিচয়পত্রও বারবার যাচাই করা হচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, এবং সেনার একাধিক ইউনিট মোতায়েন রয়েছে বেস ক্যাম্প থেকে শুরু করে পুরো যাত্রাপথে।স্বাস্থ্য পরিষেবার দিক থেকেও এইবারের আয়োজন নজরকাড়া। প্রতিটি বড় ক্যাম্পেই স্থাপন করা হয়েছে মেডিকেল ইউনিট। জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত অ্যাম্বুল্যান্স ও এয়ারলিফট ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। শীতজনিত অসুস্থতা বা উচ্চতা জনিত শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যার কথা মাথায় রেখে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ মেডিকেল টিম। পাশাপাশি রয়েছে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ ও বিশ্রামের জন্য ত্রিপল শিবির ও তাঁবুর ব্যবস্থা। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে এই কাজে-তীর্থযাত্রীদের জল, ওষুধ, খাবার ও গাইডলাইন দিচ্ছে নিয়মিতভাবে।তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে এবছর প্রযুক্তির ব্যবহারে বাড়তি জোর দেওয়া হয়েছে। 'টাইম ট্র্যাকিং' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যাচের অবস্থান ও গতিপথ প্রশাসনের কাছে পরিষ্কার থাকে। তাছাড়া তুষারপাত বা খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসও তীর্থযাত্রীদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে মোবাইল মেসেজ বা হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে। সবমিলিয়ে আধুনিক কৌশল ও ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসের এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যাচ্ছে এবারের অমরনাথ যাত্রায়।সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানা ধরনের সন্ত্রাসবাদী হুমকি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও অমরনাথ যাত্রা থেমে থাকেনি। বরং প্রতিবছরই বাড়ছে ভক্তদের সংখ্যা, বাড়ছে প্রশাসনের অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতির পরিসর। ২০১৭ সালের সেই ভয়াবহ হামলার কথা এখনও অনেকের মনে তাজা, যখন তীর্থযাত্রীদের একটি বাসে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ৮ জন। সেই ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়েছে বহুগুণ কড়া, এবং এবারের যাত্রায় সেই প্রস্তুতির প্রতিফলন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।এই যাত্রা শুধু ধর্মীয় ভক্তির প্রতীক নয়, বরং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর এক উজ্জ্বল উদাহরণ। একদিকে যেমন শিবভক্তরা দুর্গম পথ অতিক্রম করে পৌঁছে যাচ্ছেন গুহায়, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এই যাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে কাজ করছেন অক্লান্তভাবে-স্বেচ্ছাসেবক হোন বা প্রশাসনিক কর্মী, সবাই একে অপরের সাথী।শেষ পর্যন্ত অমরনাথ যাত্রা প্রতিটি ভক্তের কাছে এক আত্মিক যাত্রা-এক বিশ্বাস, এক আরাধনার অবিচল পথচলা। রবিবার রওনা দেওয়া একাদশতম দলের মতই আরও অনেক দল প্রতিদিন এই পথে যাত্রা শুরু করছে, প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, আর মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টা। ধর্মীয় সমর্পণ ও মানবিক সহমর্মিতার

সিঙ্গাপুর হয়ে চিন সফরে ডঃ এস জয়শঙ্কর, লাদাখ সংঘর্ষ পরবর্তী প্রথম দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই - দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতের কূটনৈতিক কৌশল আরও জোরদার করতে আজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফরে বেরোলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সফরের প্রথম গন্তব্য সিঙ্গাপুর। সেখানে পৌঁছেই রবিবার সকালে দেশটির বিদেশমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণণের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন জয়শঙ্কর। এরপর সফরের দ্বিতীয় পর্বে তিনি পাড়ি দেবেন চিনের তিয়ানজিন শহরে, যেখানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-র বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলন। এই সফর শুধু একটি বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্মেলনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং তাৎপর্যপূর্ণভাবে এতে থাকছে চিনা নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনাও। ২০২০ সালে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিন সেনার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর এই প্রথম ভারতের কোনও বিদেশমন্ত্রী চিন সফরে যাচ্ছেন, যার জেরে এই সফর ঘিরে কূটনৈতিক মহলে প্রবল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।জয়শঙ্করের এই সফর শুরু হয়েছে ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতিকে সামনে রেখেই। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ নিজের সফরের খবর জানিয়ে জয়শঙ্কর লিখেছেন, সিঙ্গাপুর আমাদের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। এখানে মতামত বিনিময় সর্বদা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ। বিদেশমন্ত্রীর এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই সফরের মধ্যে দিয়ে ভারতের 'ইস্ট' থেকে 'ইস্ট'-এর পথে এগনোর প্রক্রিয়াও আরও গতি পাবে।সিঙ্গাপুরে ডঃ জয়শঙ্করের বৈঠক শুধুই ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণণের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি সিঙ্গাপুরের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন। দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে বলেই কূটনৈতিক সূত্রে খবর। গত এক দশকে ভারতের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য রুখতে সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দৃঢ় করা যে কতটা জরুরি, তা জয়শঙ্করের সফর থেকেই পরিষ্কার।তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হবে সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, যখন বিদেশমন্ত্রী পৌঁছবেন চিনের তিয়ানজিনে। ১৫ জুলাই সেখানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক। এই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সদস্য দেশগুলি হল ভারত, চিন, রাশিয়া, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান। মূলত নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সংহতি এবং আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য ২০০১ সালে গঠিত হয়েছিল এই সংস্থা। বিগত কয়েক বছরে ভারতের পক্ষ থেকে এই সংগঠনে ক্রমশ সক্রিয়তা বাড়ানো হয়েছে, যার অংশ হিসেবেই তিয়ানজিনে জয়শঙ্করের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।তবে এই সফরের কেন্দ্রে যে চিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের একটি প্রচেষ্টা রয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০২০ সালে পূর্ব লাদাখে গালওয়ান উপত্যকায় ভারত-চিন সেনা সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা শহিদ হন। যদিও চিনও তাদের বেশ কয়েকজন সেনার মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছিল, তবে তারপর থেকেই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক কার্যত জমাট বেঁধে রয়েছে। একাধিক স্তরে সামরিক আলোচনা হলেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার (LAC) একাধিক স্থানে এখনও উত্তেজনা বিদ্যমান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জয়শঙ্করের এই সফর অনেকাংশে ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।সূত্রের খবর, এসসিও বৈঠকের ফাঁকে জয়শঙ্করের চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সরকারি ভাবে এখনও সেই বৈঠক নিশ্চিত হয়নি, তবে ভারতীয় কূটনৈতিক মহল মনে করছে, সীমান্ত সমস্যা ছাড়াও, দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূ-কৌশলগত পরিস্থিতি, ব্রিকস ও জি২০-এর ভবিষ্য ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। এর পাশাপাশি, বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতাও যে চিনের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়েও পারস্পরিক বার্তা বিনিময় হতে পারে।এছাড়াও আফগানিস্তান ইস্যু, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি, এবং মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা - সব মিলিয়ে এই বৈঠকগুলিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারত ও চিন, দুই দেশের মধ্যেই এখন ক্ষমতার ভারসাম্য, প্রযুক্তি, বাণিজ্য এবং নিরাপত্তা নিয়ে বড় রকমের প্রতিযোগিতা চলছে। এই অবস্থায় দুই বৃহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে একটি কার্যকর কূটনৈতিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশেই বো৷ে গিয়েছে।এছাড়াও এই সফরের একটি বৃহত্তর বার্তা রয়েছে। সেটি হল ভারতের পক্ষ থেকে 'টকস অনলি ফটোস' কূটনীতিকে অগ্রাহ্য করে বাস্তব আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া। ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর একাধিক বার সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বার্তালাপ হলেও কার্যত তা অচলাবস্থা থেকে বেরোতে পারেনি। কিন্তু এবার বিদেশমন্ত্রী নিজে চিন সফরে গিয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছেন যে, ভারত দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলিকে আড়াল করে রাখার বদলে সেগুলির সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।শেষ পর্যন্ত জয়শঙ্করের এই সফরের ফলাফল কী দাঁড়ায় তা সময়ই বলবে, তবে এতটুকু নিশ্চিত যে, এই সফর শুধু দুটি দেশের মধ্যে কূটনৈতিক বৈঠক নয় - এটি ভবিষ্যতের ভারত-চিন সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতের অবস্থান জোরদার করার ক্ষেত্রেও এই সফর এক নতুন মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে।জয়শঙ্কর নিজেও একাধিকবার বলেছেন, কূটনীতি হল ধৈর্য, বোঝাপড়া এবং স্পষ্ট বার্তার সমন্বয়। তাঁর এই সফর তার জীবন্ত উদাহরণ হতে পারে - একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জটিল ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় কীভাবে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়, তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার একদৃঢ়পদক্ষেপ।

শ্রিংলা-সহ ৪ জনকে রাজ্যসভার জন্য মনোনীত করলেন রাষ্ট্রপতি, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ প্রাক্তন বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, মীনাক্ষী জৈন, উজ্জ্বল নিকম এবং সি সদানন্দন মাস্টারকে রাজ্যসভার জন্য মনোনীত করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। উজ্জ্বল নিকম নাম করা আইনজীবী। মুম্বই বিস্ফোরণ ও ২৬১১ হামলায় স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসেকিউটর ছিলেন তিনি। একাধিক হাইপ্রোফাইল মার্ডার কেস নিয়ে আদালতে সওয়াল করেছেন উজ্জ্বল। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত শ্রিংলা ছিলেন বিদেশ সচিব। সি সদানন্দন মাস্টার শিক্ষাবিদ, কেরলের অ্যাক্টিভিস্ট। মীনাক্ষী জৈন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট ও ঐতিহাসিক। এই চারজনকে মনোনীত করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার এক্স মাধ্যমে উজ্জ্বল নিকমকে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, আইন ক্ষেত্র এবং আমাদের সংবিধানের প্রতি উজ্জ্বল নিকমের নিষ্ঠা অনুকরণীয়। তিনি কেবল একজন সফল আইনজীবীই ছিলেন না, গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সমগ্র আইনি জীবনে, তিনি সর্বদা সাংবিধানিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার জন্য এবং সাধারণ নাগরিকদের সর্বদা মর্যাদার সঙ্গে আচরণ করা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি তাকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেছেন, এটি আনন্দের। অপর এক শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, সি সদানন্দন মাস্টারের জীবন সাহস এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার প্রতীক। হিংসা এবং ভয়ভীতি জাতীয় উন্নয়নের প্রতি তাঁর মনোবলকে দমন করতে পারেনি। একজন শিক্ষক এবং সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। এছাড়াও হর্ষবর্ধন ও মীনাক্ষী জৈনকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

হিমাচলের দুর্যোগে ব্যথিত অনুরাগ ঠাকুর, নিহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানালেন বিজেপি নেতা

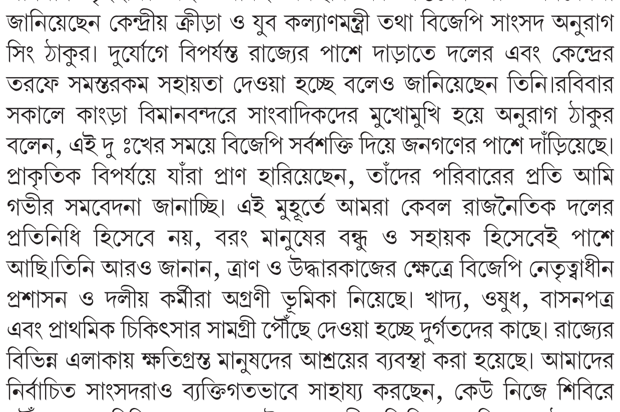

কাংড়া, ১৩ জুলাই ঃহিমাচল প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের করাল ছায়া নেমে এসেছে। টানা ভারী বৃষ্টি, ধস এবং বন্যায় বিধ্বস্ত একাধিক জেলা। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, অনেকে নিখোঁজ এবং বহু পরিবার গৃহহীন। এই ভয়াবহ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর। দুর্যোগে বিপর্যস্ত রাজ্যের পাশে দাড়াতে দলের এবং কেন্দ্রের তরফে সমস্তরকম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।রবিবার সকালে কাংড়া বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, এই দু ঃখের সময়ে বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমরা কেবল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, বরং মানুষের বন্ধু ও সহায়ক হিসেবেই পাশে আছি।তিনি আরও জানান, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের ক্ষেত্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন প্রশাসন ও দলীয় কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। খাদ্য, ওষুধ, বাসনপত্র এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দুর্গতদের কাছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের নির্বাচিত সাংসদরাও ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করছেন, কেউ নিজে শিবিরে পৌঁছে খাদ্য বিলি করছেন, কেউ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে পাঠাচ্ছেন। এটা শুধুমাত্র দায়িত্ব নয়, এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য।কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন অনুরাগ ঠাকুর। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সজাগ ও সক্রিয়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF)-এর একাধিক টিম ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে তারা। কোথাও সেতু ভেঙে পড়েছে, কোথাও রাস্তা ধস নেমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন-এই পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকাজ, পথ সংস্কার এবং ত্রাণ বিলি চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও কেন্দ্র থেকে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে যতদিন না পর্যন্ত পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়।উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরে হিমাচল প্রদেশের কুল্লু, মান্ডি, কাংড়া, শিমলা ও সোলান জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বিপজ্জনক মাত্রা ছাড়িয়েছে। একাধিক জায়গায় ভূমিধস হয়েছে, নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে, ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে। বহু গ্রাম বিদ্যুহীন, জলের উৎস সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। পরিবহণ ব্যবস্থা প্রায় অচল। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কার্যত অসহায়।এই অবস্থায় বিজেপি সাংসদের বক্তব্য নিছক রাজনীতির পরিধি ছাড়িয়ে মানবিক বার্তা হয়ে উঠেছে। অনুরাগ ঠাকুর বলেন, আমি নিজেও নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছি, প্রশাসন এবং দলীয় সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলছি। যাঁদের পরিবার বিপর্যয়ে ভেঙে পড়েছে, তাঁদের জন্য সরকার যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মানুষকে সাহস দেওয়া। আমরা সবাই মিলে এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করব।তিনি আরও বলেন, বিপর্যয়ের সময়ে রাজনীতি করার কোনও মানে হয় না। মানুষ কষ্টে আছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোই এখন একমাত্র কর্তব্য। রাজ্য সরকারও তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই কেন্দ্র ও রাজ্য মিলেই দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করুক।এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুক্‌খু ইতিমধ্যেই হিমাচলের একাধিক দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সমন্বয় রেখে কাজ করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। তবে বিজেপি নেতা হিসেবে অনুরাগ ঠাকুরের এই মনোভাব ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষের মনেও স্বস্তির বার্তা দিয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অনুরাগজী আমাদের এলাকার সন্তান। তিনি প্রতি বছর যেমন আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠানে পাশে থাকেন, তেমনই বিপদের সময়েও আমাদের ভুলে যাননি। আজকের মত দুর্যোগে ওঁর মুখ থেকে এমন মানবিক বার্তা আমরা আশা করছিলাম।ত্রাণকাজ চালানোর পাশাপাশি, প্রশাসন এখন নজর দিচ্ছে পরবর্তী ধাপে-পুনর্গঠন এবং পুনর্বাসনের পরিকল্পনায়। বহু এলাকা থেকে এখনও মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসা বাকি। এমন পরিস্থিতিতে অনুরাগ ঠাকুরের মতো জনপ্রিয় নেতার মাঠপর্যায়ে সক্রিয়তা এবং মানসিক সহানুভূতির প্রকাশ কেবল রাজনৈতিক বার্তা নয়, এক মানবিক সহমর্মিতার পরিচয়ও বটে।অতএব হিমাচল প্রদেশের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবার প্রমাণ করল, প্রকৃতি যখন রুদ্ররূপ ধারণ করে, তখন রাজনীতি নয়-মানবিকতা ও সহমর্মিতার ভাষাই সবচেয়ে জরুরি হয়ে ওঠে। আর এই মানবিক অবস্থানে দাঁড়িয়েই অনুরাগ ঠাকুর হয়ে উঠলেন রাজ্যের মানুষের কাছে ভরসার প্রতীক।

রাশিফল

মেষঃ আজ ভালো ভালো খাবার ও নতুন পোশাক পেতে পারেন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা দূর হবে। ভ্রমণের সময় নতুন বন্ধু তৈরি হবে। রাজনৈতিক সম্পর্কের সুফল পাবেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সফল হবে।

বৃষঃআপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। সাময়িক ঋণের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। মোটের উপর এক লাভজনক দিন, কিন্তু এমন কেউ যাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন বলে ভাবেন সে আপনাকে নীচু দেখাবে। প্রেমের সুযোগগুলি (সম্ভাবনাগুলি) স্পষ্ট- কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হবে। নতুন মক্কেলদের সাথে আপস আলোচনা করার জন্য এই দিনটি চমকার।

মিথুনঃ আজকের দিনে আপনার মনে নতুন নতুন ধারণা আসতে পারে। নতুন ধারণা এবং সৃজনশীলতা আপনার আপনার কাজে নতুন উচ্চতা অর্জন করতে সাহায্য করবে।

কর্কটঃ প্রেমকে আবার জাগিয়ে তুলুন। প্রেমের যাদু ফিরে পেতে কিছু মজাদার বাড়ির ভিতরে খেলা যায় এমন খেলার আশ্রয় নিন।

সিংহঃঅহংকারকে আলাদা করে রাখলে সফল জীবনে প্রেমে সাফল্য পাবেন। আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা দিয়ে আপনার প্রিয়জনের সমর্থন জিতে নেবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আপনার বড় বিনিয়োগগুলিতে সতর্ক থাকুন।। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা দেখানোর দিন আজ।

কন্যাঃ আজ আপনার সঙ্গীকে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের থেকে বরং এটি শিখে নিন।।

তুলাঃকিছু আকর্ষণীয় ভাবের আদানপ্রদান আপনার প্রেমের সম্পর্ককে মধুর করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু উৎপাদনশীল সময় কাটানোর মেজাজ থাকতে পারে আজ।

বৃশ্চিকঃ এই সপ্তাহটি আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নতির জন্য আশাব্যঞ্জক হতে পারে।

ধনুঃ আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। ।।

মকরঃ কর্মক্ষেত্রে একটি ক্লান্তিকর দিন পরে, আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে মালিশ পাওয়া আপনাকে সজীব করে তুলবে। আপনার সঙ্গী আপনার যত্ন নেবেন এবং তার উপস্থিতিতে আপনি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠবেন। আর্থিকভাবে সন্দেহ এড়াতে আপনার যৌথ অ্যাকাউন্ট করা উচি নয়। প্রযুক্তিগত সমস্যা কাজের জায়গায় আপনার দিনটি নষ্ট করবে। সময় এবং দক্ষতার ব্যবস্থাপনা করা বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।

কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন আজ। তাদের উপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার থেকে বরং একসঙ্গে উপভোগ করুন। ভালো সংগীত এবং বইগুলি আপনার সন্ধ্যাকে আলোকিত করে তুলবে। অনুমানমূলক বিনিয়োগের জন্য এটি ভালো দিন না। ভাগ্য অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে শিখুন। কাজের জায়গায় সিনিয়রদের দায়িত্ব নিতে দিন।

। **মীনঃ**আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত। আগে থেকে করা ভ্রমণের পরিকল্পনা পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার জন্য স্থগিত হয়ে যেতে পারে। আপনার বিষণ্ণ জীবন আপনার পত্নীর উত্তেজনা কারণ হতে পারে।

আবহাওয়া

বর্ষা সক্রিয়। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র সারা সপ্তাহ ধরেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের উপরে সক্রিয় হয়েছে অক্ষরেখা। নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের উপরে। ফলে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে। উত্তাল থাকবে সমুদ্রও। শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দুই বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।সর্বোচ্চ তাপমাত্রা-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্ব নিম্ন-২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রদা ৯৫ শতাংশ এবং ৭৯ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে-০১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত আজকের দিনে জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। ভাটা-সকাল ১০টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হবেই।

ড্রপ আউট স্টুডেন্টদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে এনে নজির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ আমাদের রাজ্যে কোভিড-১৯-এর সময় ও তার পরবর্তী সময়েও ড্রপ আউট স্টুডেন্টের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মদনমোহনপুর গ্রাম সংসদের ড্রপ আউট স্টুডেন্টদের খুঁজে বের করে তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন মাননীয় শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ২০২১ সালে কোভিড-এর সময় গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে খোঁজ পেয়েছিলেন ওন্দা ব্লকের মদনমোহনপুর গ্রাম সংসদের পূর্ণিমা ধাড়া নামে একজন ছাত্রী এবং অর্জুন লোহার নামে একজন ছাত্র আর্থিক অনটনের কারণে চতুর্থ শ্রেণী পাশ করে বিদ্যালয় ভর্তি হতে পারেনি। মাননীয় শিক্ষক মহাশয় দুই জন ড্রপ আউট স্টুডেন্টকে কালিসেন উচ্চ বিদ্যালয়ে নিজে উপস্থিত থেকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। বর্তমান ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক মহাশয় পাড়ায় পাড়ায় টহল দেওয়ার সময় জানতে পারেন কোতুলপুর চক্রের মুড়াকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী রুম্পা মল্ল রায় ড্রপ আউট অবস্থায় মায়ের সাথে মদনমোহনপুর গ্রাম সংসদ এলাকায় মামা বাড়িতে রয়েছে। মাননীয় শিক্ষক মহাশয় ড্রপ আউট স্টুডেন্ট লক্ষী মল্ল রায়-কে বিদ্যালয়ে আঙিনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কোতুলপুর চক্রের মুড়াকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। অবশেষে ড্রপ আউট স্টুডেন্টকে ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় ড্রপ আউট স্টুডেন্টদের বিদ্যালয় ফিরিয়ে এনে পেয়েছেন- ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষক মহাশয়ের কণ্ঠে শোনা যায়-

'তোমাদের হাসি মুখ,
আমার চিরকালের সুখ'।

বাঁশের সাঁকো সরিয়ে পাকা ব্রিজের দাবি গ্রামবাসীদের

দুরন্তবার্তা, বসিরহাট ঃ বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর ব্লকের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ইছামতি নদীর উপরে একটি কংক্রিটের ব্রিজ করা হোক। নদীর এক পাড়ে রয়েছে টিপি গ্রাম অপরপাড়ে রয়েছে কাটাবাগান। দুই পাড়ের মানুষের নিত্যদিনের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হয় এই বাঁশের সাঁকো দিয়ে, বিশেষ করে বর্ষাকালে চরম দুর্ভোগকে পড়তে হয়। গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও চাষীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয় বৃষ্টি হলেই বাসের সাঁকোর উপরে জল পড়ে স্লিপিং তৈরি হয় আর তাতেই ঘটে দুর্ঘটনা। নদীর দুই পাড়ে রয়েছে কয়েক হাজার হেক্টর চাষের জমি সেই জমিতে ফসল তুলে শহরের বিভিন্ন বাজারে আনতে গেলে এই বাঁশের সাঁকো ব্যবহার করতে হয় আর সেখানেই ঘটে দুর্ঘটনা। এই সাঁকোটি প্রায় ৫০ মিটার লম্বা ৮ ফুট চওড়া, বাঁশের উপরে পুরোটাই নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই সাঁকো, যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার পরেও প্রশাসনের কোন নজর নেই, দীর্ঘ বাম আমলের সময় থেকে বর্তমান শাসকদলের নেই কোনো হেলদোল। স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বাঁশের সাঁকোটি একজন ব্যক্তিকে লিজ দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি লিজের টাকা পূরণ করতে যাত্রীদের পারাপার করিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকাও নেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় কি করে পঞ্চায়েত সমিতির দখলে গেল? এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তা ভেবে পাচ্ছে না। গ্রামবাসীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে একটি কংক্রিটের সেতু তৈরি না করে গ্রামবাসীদের অথৈ জলে ফেলে দিয়েছে বর্তমান শাসক দল। তাই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, ওই নদীর উপরে একটি পাকাপোক্ত সেতু বানানো হোক। তাহলে উপকৃত হবে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ। স্বরূপ নগরের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুসূয়া মন্ডল বলেন, মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে। আমরা জেলা নেতৃত্বকে লিখিত ভাবে জানিয়েছি একটি পাকা কংক্রিটের সেতু করার জন্য। পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা এত টাকার একটি ব্রিজ করা সম্ভব নয়, তাই দ্রুত প্রশাসনকে বলব ব্রিজটা হওয়ার জন্য। স্বরুপ নগর এর সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক বিনয় কৃষ্ণ রায় বলেন তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হয়। ওইখানে একটি কংক্রিটের সেতু হলে ভালো হয় কিন্তু ওই এলাকাটা আমাদের দপ্তরের মধ্যে পড়ে না। ওটা কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে একটি প্রপোজাল দেন তাহলে হয়তো কংক্রিটের ব্রিজ পেতে পারে গ্রামবাসী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্রপোজালটা কে দেবে? বিডিও সাহেবের উচিত ছিল তিনি গ্রামবাসীদের জীবনের কথা ভেবে তারই উদ্যোগ নেওয়া। যেহেতু তিনি এই পঞ্চাশ হাজার মানুষের একরকম অভিভাবক, তিনি কি এই গ্রামের মানুষের কথা ভেবে কখনো জেলার আধিকারিকদের জানিয়েছেন? এখন দেখার ওই সেতু কি কংক্রিটে হবে না দুর্ভোগের শিকার হতে হবে এই পঞ্চাশ হাজার গ্রামবাসীদের।

সরকারি প্রকল্পের নামে পুকুর চুরির অভিযোগ, অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, মধ্যমগ্রাম ঃ মধ্যমগ্রাম বিধানসভা অন্তর্গত পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নেতাজিপল্লী এলাকায় সরকারি প্রকল্পের নামে ৩০ বিঘা পুকুর চুরির অভিযোগ। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে তিলে তিলে পুকুর ভরাট করে চলেছে এলাকায়। এ বিষয়ে ২০২৩ সালে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে থানায় মামলাও রুজু হয়। কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও চলতি বছরে ফের নতুন করে শুরু হয়েছে পুকুর চুরির কাজ। সরকারি প্রকল্পের আওতাধীন ৫স্তে কাটা পুকুর প্রকল্প অংশ দেখিয়ে তিলে তিলে অধিকাংশ পুকুর ভরাটের কারণে এলাকায় জলযন্ত্রণা সম্মুখীন হচ্ছেন স্থানীয়রা। এ নিয়ে পুনরায় প্রশাসনিক একাধিক দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করলেও,সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা কিছু অসাধু ব্যক্তিত্ব এই পুকুর ভরাটের সঙ্গে জড়িত। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে পুকুরে জল ছিল পাশাপাশি মাছ চাষ করা হতো। তবে সেই জল তুলে ফেলে পুকুরে মাটি বোঝানো হচ্ছে। অবিলম্বে পুকুর পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে এমনই দাবি করছেন এলাকাবাসী। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা। তারা দাবি করেন এলাকার, সৌন্দর্যায়নে এবং পুকুরটিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার স্বার্থে সরকারি প্রকল্পের কাজ চলছে। কোন পুকুর ভরাট হচ্ছে না এলাকায়। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। যারা এ ধরনের অভিযোগ করছেন তাদের কিছু কাজে বাধা দেওয়ার কারণে, এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ রটাচ্ছেন। পুকুরটির পাড় বাঁধানোর কাজ চলছে। কারণ এলাকার একাধিক অংশের মানুষের অভিযোগ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তাদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পুকুরের জন্য। অন্যদিকে পুকুর চুরিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে কবি ভানুভক্ত আচার্যর জন্মজয়ন্তী পালন

দুরন্তবার্ত, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে আদি কবি ভানুভক্ত আচার্য'র ২১১ তম জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন শিলিগুড়ি পুরোনিগম এর পক্ষ থেকে। আজকে শিলিগুড়ি তেনজিং নরগে বাস টার্মিনাসে মেয়র গৌতম দেব জানান নেপালিদের কাছে কবি ভানু ভক্তর অবদান অপরিহার্য। তিনি শুধুমাত্র কবি ছিলেন না, তিনি নেপালিদের জন্য নানাভাবে চিন্তা করে রেখেছিলেন। কিছুটা হলে তার জন্যই মানুষ চেনেন নেপালিদের। আজকে তাঁর ২১১ তম জন্মজয়ন্তী, তার জন্য থাকলো অশেষ শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। তিনি শুধুমাত্র নেপালিদের কবি ছিলেন না, তিনি বাংলার জন্য অনেক অবদান রেখে গেছেন। আজ মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরোসভার কাউন্সিলর ও এম এম আই সি-রা।

৫ দিন হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে পড়ে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ নদিয়ার কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে গত ৫ দিন ধরে পড়ে রয়েছেন এইচ.আই.ভি. পজিটিভ এক রোগী। অভিযোগ, তাঁকে হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে ফেলে রেখে চলে গিয়েছেন রোগীর ছেলে। জানা গিয়েছে, রোগীর নাম নিশীথ মৃধা। বয়স ৭০ বছর। বাড়ি নদিয়ার চাকদার চাঁদুরিয়া এলাকায়। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন নিশীথ। এইচ.আই.ভি. পজিটিভ শুনেই নিশীথের ছেলে নীলেষ মৃধা হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন। তারপর থেকে এইভাবে হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে বিনা চিকিৎসায় পড়ে রয়েছেন নিশীথ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, নিশীথকে অন্যত্র ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর ছেলে নিশীথকে বহির্বিভাগের সামনে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন। ছেলেকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়াঃ রবিবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। মৃতার নাম রেখা মাঝি (৪৫)। বাড়ি হুগলির সিঙ্গুরে। পরিচারিকার কাজের সূত্রে তিনি হাওড়ায় থাকতেন। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, মোটর ঘরের পাম্প চালাতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। প্রতিবেশিরাই হাওড়া থানায় খবর দেন। হাওড়া থানার পুলিশ এসে তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রতিবেশীরা জানান, ওই মধ্যবয়স্কা মহিলা এখানে এক বৃদ্ধের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করতেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়াঃ ডোমজুড়ের লালবাড়ির সামনে সার্ভিস রোডের ধারে গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। এলাকায় চাঞ্চল্য। হাওড়ার ডোমজুড়ের লালবাড়ির সামনে সার্ভিস রোডের ধারে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। একটি গাছে ঝুলন্ত দেহটি দেখা যায়। রবিবার সকালে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে ডোমজুড় থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পোদ্দার বলেন, রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখি এক ব্যক্তি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। ওই ব্যক্তি এই এলাকায় থাকে না। তিনি অপরিচিত। ওকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে নাকি উনি আত্মহত্যা করেছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তদন্ত করছে। এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। হত্যা নাকি আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সমাজমাধ্যমে অস্ত্র বিক্রির বিজ্ঞাপনে হতবাক পুলিশ

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ সমাজ মাধ্যমের পাতায় দেশি বন্দুক হাতে 'স্ট্যাটাস' দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির অভিনব কৌশলে হতবাক পুলিশকর্তারা। দুঃসাহসিক এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন ডোমকল থানার অন্তর্গত মুরারিপুর তালতলা পাড়া গ্রামের রাজিবুল শেখ নামে এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'বাহাদুরি' দেখানোর জন্য সমাজ মাধ্যমের পাতায় সে 'স্ট্যাটাস' হিসেবে দেশি বন্দুক ধরে নিজের ফটো আপলোড করে। গোপন সূত্রে বিষয়টি জানতে পেরে তার বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ ও সেখান থেকে ওই দেশি আগ্নেয়াস্ত্রটি সহ দুটি পয়েন্ট থ্রি নট থ্রি কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যুবকের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে রবিবার তাকে আদালতে পেশ করা হয়। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সম্প্রতি সাইবার সেল ও ডোমকল থানার কয়েকজন আধিকারিকের নজরে আসে রাজিবুল শেখ নামে এক যুবক প্রতিদিনই তার সমাজমাধ্যমের পাতায় দেশি বন্দুক হাতে বিভিন্ন রকমের ছবি দিচ্ছেন। এরপরই শনিবার রাতে এসআই সুরজ সরকারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল রাজিবুলের বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র ও দু রাউন্ড গুলি। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত রাজিবুলের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এমনকি কয়েক মাস আগে একটি ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। তবে শুধু রাজিবুলই নয়, তার স্ত্রীও নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় বন্দুক হাতে নিয়ে বিভিন্ন রকমের পোস্ট করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে গ্রামবাসীদের সমালোচনার মুখে পড়ে তিনি তার সমাজমাধ্যমের পাতা থেকে সেই পোস্ট মুছে দিতে বাধ্য হন। ডোমকল থানার এক তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ধৃত ওই যুবক জানিয়েছেন, অস্ত্র কারবারিদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রটি বিক্রি করার জন্যই সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্দুক হাতে সে 'স্ট্যাটাস' দিয়েছিল। তবে প্রকাশ্যে সমাজমাধ্যমের পাতায় আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির এই অভিনব কৌশলে রীতিমত হতবাক তদন্তকারী অফিসাররা।

পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌ নৃত্যের মঞ্চ কাপাচ্ছেন এক ঝাঁক সিভিক ভলান্টিয়ার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া ঃ এভাবেই মানুষের সঙ্গে মিশে, মানুষের বন্ধু হয়ে উঠেছে পুরুলিয়ার একদল সিভিক ভলান্টিয়ার। তারা মানুষের পাশে থাকতে চাইছে। রোদ, জল, ঝড়, বৃষ্টি মাথায় করে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানষকে পরিষেবা দিয়ে থাকেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। উৎসবের দিনগুলোতে যখন পরিবারকে নিয়ে সবাই আনন্দে মেতে থাকেন তখনও তাদের দেখা যায় কোথাও যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে, কোথাও আবার জরুরি পরিষেবায় ব্যস্ত থাকতে। এবার সেই সিভিক ভলান্টিয়ারদেরই দেখা গেল এক অভিনব রূপে। পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌ নৃত্যের মঞ্চ কাপাচ্ছেন এক ঝাঁক সিভিক ভলান্টিয়াররা। মহিষাসুরমর্দিনী পালায় কেউ সাজেন কার্তিক, কেউ শিব-দুর্গা, কেউ আবার অশুর। এরা সকলেই পুরুলিয়ার বরাবাজার থানায় কর্মরত। সারাদিন এরা বিভিন্ন জায়গায় ডিউটি করেন। পাশাপাশি তালিম নেন ছৌ নৃত্যের। নিজেদের শিল্পকলাকে কোনওভাবেই নষ্ট হতে দেননি এই সিভিক ভলান্টিয়াররা। শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রেখে প্রতিনিয়ত নিজেদের কর্মযজ্ঞে মগ্ন থাকেন তারা। এই সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়াররা যাতে নিজেদের শিল্পকলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করেন বরাবাজার থানার আইসি পার্থসারথি চক্রবর্তী। তিনি সম্পূর্ণভাবে এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের সহযোগিতা করে চলেন।

পুলিশ অফিসারের বাড়ি ভাড়া নিয়েই চলছিল প্রতারনা চক্র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া ঃ 'বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা' - অনেকটা এমন ঘটনাই ঘটেছে নিউ ব্যারাকপুরে। মথুরাপুর থানার ওসির নিউ ব্যারাকপুরের বাড়িতেই চলছিল এমন চক্র! প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে নেমে সন্ধান পেতেই পুলিশের জালে গ্রেফতার পাঁচ অভিযুক্ত। ধৃতরা হলেন রাজা পাল, বিকাশ সমাদ্দার, রাজদীপ দে, রাজ পল ও সুমন্ত মণ্ডল। ধৃতদের বাড়ি নিউ ব্যারাকপুর ও মধ্যমগ্রাম এলাকায়। তাদের থেকে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম শাখার পুলিশ মোট ১১টি মোবাইল ফোন, ১৫ টি ডেবিট কার্ড, ৪টি সিম কার্ড ফোনের, একটি রাবার স্টাম্প ও তিনটি ব্যাংকের চেক বইও বাজেয়াপ্ত করেছে। এক ব্যক্তির কড়া প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে নামে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম বিভাগ। এরপরই জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে নিউ ব্যারাকপুরের লিচু বাগানের লেলিন সরণীতে মথুরাপুর থানার ওসির বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে মোটা অংকের টাকার ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা চক্র খুলেছিল অভিযুক্তরা। মথুরাপুর থানার ওসির ওই বাড়িটি বর্তমানে দেখাশোনা করতেন তাঁর ভাইপো। সেখানেই বহিরাগত ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে এই প্রতারণার চক্র চালানো হচ্ছিল। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম বিভাগের একটি দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই অভিযান চালায়। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, এইভাবে কাদের প্রতারণা করা হয়েছে সে বিষয়ে আরও তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে তদন্তকারীরা।

কাকাশ্বশুর আর বউমার সম্পর্ক বদলে গেল স্বামী-স্ত্রীতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, উঃ ২৪ পরগনা ঃ প্রেম বহুমাতৃক। বিচিত্র পথে তার গমন। তাই বলে শ্বশুরের সঙ্গে পুত্রবধূর প্রেম কিন্তু শোনা যায় নি। উঃ ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় তাই ঘটেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর একাকী হয়ে পড়েছিলেন আর্জিনা বিবি (নাম পরিবর্তিত)। ওদিকে ভরা সংসার থাকলেও স্ত্রীর মৃত্যুর পর সঙ্গীর অভাবে জীবনটা একেবারে বিষাদময় হয়ে উঠেছিল বছর পঞ্চাশের কাকাশ্বশুর জামাল খাঁ-র (নাম পরিবর্তিত)। শেষে শ্বশুর-বউমার চার হাত এক হয়ে একাকীত্ব ঘুচল দু'জনের। এই পথ খুব একটা মসৃণ ছিল না। পারিবারিক বাধা এসেছিল। তবু বৃহস্পতিবার দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা এলাকার দুই মানব-মানবী সেসব উপেক্ষা করে যেভাবে নিজেদের দ্বিতীয় বসন্তে ভাসলেন, তা তারিফযোগ্য! তাঁদের বিয়ের কথা চাউর হতেই চর্চা শুরু হয়েছে পাড়ার মোড় থেকে চায়ের দোকান সর্বত্র। এমনও হয়? কারও কারও মুখে বিস্ময়। আবার কেউ ছিছিক্কার করতেও পিছপা হচ্ছেন না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্পর্কে কাকা-শ্বশুর বছর পঞ্চাশের জামাল খাঁ'র (নাম পরিবর্তিত) ভরা সংসার। ছেলে, বউমা, নাতি সকলেই রয়েছে। তবুও বছর তিন আগে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই একাকী সে। এরপরই মধ্যে বছর দুই আগে মৃত্যু হয় ভাইপোর। তার পরেই তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ঝুলনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

দুরন্তবার্তা, কৌশিক দাস ঃ শ্রাবণ মাসে অমাবস্যার পর একাদশী। সেখানে থেকে রাখিপূর্ণিমা। এই পাঁচ দিন ধরে ঝুলনযাত্রা পালন করা হয়। হোলি এবং জন্মাষ্টমীর পাশাপাশি বৈষ্ণবদের অন্যতম পবিত্র অনুষ্ঠান এই ঝুলন। এর পূর্ণিমাকে শ্রাবণী পূর্ণিমাও বলে। বৃন্দাবনে রাধা-শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ঘিরে দ্বাপরযুগে এই ঝুলন উৎসবের সূচনা হয়েছিল। হিন্দু শাস্ত্রমতে, তারপর থেকে যুগ যুগ ধরে ঝুলন উৎসব চলে আসছে। হিন্দু শাস্ত্রমতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। নন্দের বাড়িতে থাকাকালীন এবং বৃন্দাবনে তিনি নানা লীলা করেন। কিশোর কৃষ্ণ ও রাধারানির প্রেমের পরিপূর্ণ প্রকাশ বৃন্দাবনে ঘটেছিল। তারই অংশ ঝুলনযাত্রা। বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে একবার ব্রজের গোপীরা সেজেগুজে রাধাকুঞ্জের পাশে কুঞ্জবনে এসেছিলেন। সেখানে তাঁরা রাধাকৃষ্ণকে দোল খাওয়াবেন বলে জড় হয়েছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর মনের মাধুরী দিয়ে রাধাকে সাজিয়েছিলেন একেবারে নিজের বেশে। রাধার হাতেও দিয়েছিলেন বাঁশি। গোপীরা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা একের বদলে সেখানে দু'জন কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁরা রাধাকে না-পেয়ে নানা পরীক্ষার পর কৃষ্ণকেই রাধা মনে করেন। তাঁকে নিয়েই দোলনার কাছে যান। কৃষ্ণের মত পুরুষালি চেহারা কী করে তাঁর তৈরি হল, রাধা ভেবে কৃষ্ণকেই সে প্রশ্ন করেন। কথিত আছে কৃষ্ণ রাধার কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, তাঁর ওপর মন্ত্রপূত জল ফেলে কৃষ্ণ এরকম পুরুষালি চেহারা করে দিয়েছেন। তিনি আসলে রাধা। গোপীদের ছলনা করে কৃষ্ণ আরও জানিয়েছিলেন, তাঁর ওপর যখন মন্ত্রপূত জল দেওয়া হচ্ছিল, সেই সময় তিনি মুখ বন্ধ করে ছিলেন, তাই গলার স্বর বদলায়নি। এরপর গোপীদের একে একে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি রাধা নন। আবার যোগমায়াবলে গোপীদের সেসব কথা ভুলিয়েও দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। এতে সব ভুলে গোপীরা কৃষ্ণরূপী রাধার কাছে অনুনয় করেছিলেন, তিনি যেন রাধারূপী কৃষ্ণকে রাধার চেহারা ফিরিয়ে দেন। রাধাই এরপর গোপীদের কৃষ্ণের ছলনা ধরিয়ে দেন। গোপীদের ভুল ভাঙে। দোলা তৈরিই ছিল। এরপর সখীরা রাধাকৃষ্ণকে সেই দোলায় বসিয়ে দোল খাইয়েছিলেন। ঝুলনে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ঝুলনায় রেখে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে দোল খাওয়ানো রীতি। বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে, শ্রীকৃষ্ণ হলেন পুরুষ। আর, রাধা প্রকৃতি এবং পুরুষের পরম ভক্তস্বরূপিণী। সূর্য যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস, তাঁর পূর্ব দিকে উদয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত হয়। তাই ঝুলনে রাধাকৃষ্ণকে দোলানোও হয় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। বৈষ্ণবমতে, কৃষ্ণকে পেতে গেলে রাধার উপাসনা অবশ্য কর্তব্য। রাধার কৃপা থাকলে অতি সহজেই কৃষ্ণকে লাভ করা যায়। আবার রাধার শক্তিতে কৃষ্ণ বলবান। তাই তাঁরা এক ও অভিন্ন। পাঁচ দিন এই ঝুলনযাত্রা চলে। বাংলার সংস্কৃতি ও লোকাচারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঝুলনযাত্রা উৎসব। ঝুলন পূর্ণিমাকে শ্রাবণী পূর্ণিমাও বলা হয়। এই পার্বণে মন্দিরের পাশাপাশি সেজে ওঠে গৃহস্থের বাড়ির অঙ্গন ও প্রাঙ্গণও। শাস্ত্র মতে, বৃন্দাবনে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে দ্বাপরযুগে সূচনা হয়েছিল ঝুলন উৎসবের। বৈষ্ণব ধর্মের এই শ্রেষ্ঠ উৎসব চলে শ্রাবণ মাসের একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত। এদিন নবদ্বীপ, মায়াপুর, মথুরা, বৃন্দাবন সহ গোটা দেশের বিভিন্ন স্থানে মহাসমারোহে পালিত হয় এই উৎসব। প্রাচীন এই উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বহু সামাজিক ও পৌরাণিক তাৎপর্য। শুধু মন্দির বা বনেদিবাড়িতে নয়, বহু হিন্দু বাড়িতেই আয়োজন করা হয় ঝুলন উৎসবের। দোলনার ওপর দেব-দেবীকে বসিয়ে, নানা রকমের মাটির পুতুল, গাছপালা, ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয় ঝুলনে। 'ঝুলন' শব্দটি মূলত এসেছে 'দোলনা' শব্দটি থেকে। ভক্তেরা আজ দোলনা সাজিয়ে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পুজো করেন। বিগ্রহযুগলকে পূর্ব -পশ্চিম দিকে দোলানো হয়। জানা যায়, সূর্যের উদয় ও অস্ত এবং উত্তরায়ন, দক্ষিণায়নের ওপর নির্ভর করেই এই অবস্থানের দিকটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ঝুলনযাত্রাকে ঘিরে প্রচলিত আছে নানা নিয়ম কানুন। এদিন রাধা-কৃষ্ণকে হলুদ বস্ত্র দ্বারা সাজিয়ে, হলুদ ফুল উৎসর্গ করতে হয়। কৃষ্ণকে ময়ূরের পালক দিয়ে সাজিয়ে, ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানোর রীতিও প্রচলিত। এছাড়া পুজোর আগে রাধা-কৃষ্ণের পায়ে তুলসি পাতা অর্পণ করা নিয়ম। ঝুলনের সময় প্রতিদিন পঁচিশ থেকে ত্রিশ রকমের ফলের নৈবেদ্য, লুচি -সুজি প্রভৃতি নিবেদন করা হয়।ভারতের সমস্ত স্থানের মধ্যে মথুরা, বৃন্দাবন, পুরী, মায়াপুর ঝুলন যাত্রা উদ্যাপনের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। ঝুলন যাত্রা শ্রাবণ (আগস্ট) মাসে পালিত হয়, শুক্লা পক্ষের একাদশী (একাদশী) থেকে পূর্ণিমা দিন (পূর্ণিমা) পর্যন্ত, যাকে শ্রাবণ পূর্ণিমা বলা হয়, যা রাখী বন্ধন উৎসব নামেও পরিচিত। সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার কৃষ্ণ ভক্ত পবিত্র শহর মথুরা, বৃন্দাবন, উড়িষ্যার পুরী এবং পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে যান। রাধা এবং কৃষ্ণের মূর্তিগুলিকে বেদী থেকে সরানো হয় এবং ভারী অলঙ্কৃত দোলনায় স্থাপন করা হয়। সকল ভক্তরা প্রভুর প্রেমে মগ্ন হন। ঝুলনযাত্রা বা লীলা বর্ষার লীলা। ঝুলন পূর্ণিমাকে শ্রাবণী পূর্ণিমাও বলা হয়। বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণর শৈশব-স্মৃতি, বিশেষতঃ সখা-সখীদের সাথে দোলনায় দোলার প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে দ্বাপরযুগে এই ঝুলন উৎসবের সূচনা হয়েছিল। এর পর থেকে এখনো গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এটা প্রিয় অনুষ্ঠান। বর্তমানে ভারতের সমস্ত স্থানের মধ্যে মথুরা , বৃন্দাবন এবং মায়াপুর ও উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর ও কাঁচরাপাড়া ঝুলন যাত্রা উদযাপনের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। বৃন্দাবনের শ্রী রূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ, বাঁকে বিহারী মন্দির এবং রাধা-রমণ মন্দির, মথুরার দ্বারকাধীশ মন্দির, জগন্নাথ পুরীর গৌড়ীয় মঠ, ইসকন মন্দির, গোবর্ধন পীঠ, শ্রী রাধা কান্ত মঠ, শ্রী জগন্নাথ বল্লভ মঠ এবং ইসকন প্রভৃতি জায়গা যেখানে এই উৎসব তাদের সবচেয়ে বড় জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, ঝুলন উৎসবে রাধা-কৃষ্ণের পুজো করলে সংসারে সুখ -সমৃদ্ধি বাড়ে এবং পুজো শেষে, গীতা পাঠ ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ করলে সংসারে শান্তি বজায় থাকে।

ভারতীয়দের আবার নতুন ভিসার আর্থিক চাপ বসিয়ে দিলো ট্রাম্প

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ট্রাম্প যখন যা খুশি তাই করে চলেছেন। বার বার করে নীতি নির্ধারন করে তিনি সরেও আসছেন সেই নীতি থেকে। এবার ভারতীয়দের উপর নতুন কোপ। মার্কিন ভিসা পেতে গেলে এবার থেকে দ্বিগুণের বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে ভারতীয়দের। নয়া আইনের মাধ্যমে মার্কিন ভিসায় এবার 'ইন্টিগি এটি ফি' যুক্ত করল মার্কিন প্রশাসন। যার মাধ্যমে ভিসার আবেদন করলে এই ফি বাবদ দিতে হবে বাড়তি ২৫০ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২১ হাজার টাকা। ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর হয়ে যাবে নয়া এই নীতি। বলার অপেক্ষা রাখে না এই নিয়মের জেরে আমেরিকা যেতে গেলে বিপাকে পড়বেন ভারতীয়রা। বিদেশিদের আমেরিকায় আসা একেবারেই 'নাপসন্দ' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। হোয়াইট হাউসের অধীশ্বর হওয়ার পর বিদেশি আটকাতে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রাম্প সরকার। শুরুতেই অবৈধ অভিবাসীদের দেশছাড়া করার পাশাপাশি বিদেশি পড়ুয়াদের ভিসা বাতিল, গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের উপর চাপ বাড়িয়ে তা আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। সেই ডামাডোলের মাঝেই সম্প্রতি মার্কিন পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে 'বিগ বিউটিফুল বিল'। এই বিলের মাধ্যমেই মার্কিন ভিসায় যুক্ত করা হচ্ছে 'ইন্টিগ্রিটি ফি'।

ভাঙড়ের পড়ে সাঁইথিয়া - সেই ট্রেডিশন সমানে চলেছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ আবার সাঁইথিয়া। বাংলা কি দুর্বৃত্তদের মুক্তাঞ্চলে পরিনত হলো - এই প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। ফের খুন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়ায়। ঘটনায় দুই মহিলা সহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। মৃত তৃণমূল নেতার নাম পীযূষ ঘোষ (৪২)। শ্রীনিধিপুর অঞ্চলের কোমরপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একাধারে সাঁইথিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষের পাশাপাশি শ্রীনিধিপুর অঞ্চলের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ঢোকেন পীযূষ। তারপর রাত এগারোটা নাগাদ ওই তৃণমূল নেতাকে কেউ বা কারা ফোন করে কোমরপুর গ্রামের মোড়ে ডাকে। অভিযোগ, বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মাথায় গুলি করে খুন করা হয়েছে। খুব কাছ থেকে পীযূষকে গুলি করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। বিষয়টি জানাজানি হতেই তৃণমূলের স্থানীয় নেতা কর্মীরা-সহ আত্মীয় পরিজনরা দেহ উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সাঁইথিয়া থানা ও আমোদপুর ফাঁড়ির পুলিশকে। এখন পীযূষ ঘোষ দেহ রয়েছে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে।

প্রায় প্রতিদিনই খড়গপুর-হাটিয়া প্যাসেঞ্জারে যাতায়াত হনুমানের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হনুমানের ট্রেনজার্নি। মানুষকে মোটেও বিরক্ত করছে না। মানুষও বিশেষ পিছনে লাগছে না। এভাবেই চলেছে কয়েকদিন ধরে। সিল্লি থেকে রাঁচি যাওয়ার পথে প্রায় ৫৩ কিলোমিটার রোজ যাতায়াত করে পবনপুত্র! ৫০ কিলোমিটারের বেশি এই দীর্ঘ পথে একাধিক স্টেশন পড়ে। তার মধ্যে টাটি সিলওয়ে, নামকুম স্টেশনে প্রায় সব ট্রেন স্টপেজ দেয়। কিন্তু ওই প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে নামে না হনুমান। রাঁচি ঢোকার সময় সুবর্ণরেখা নদী পেরলে তবেই সিট ছাড়ে সে। চলে আসে ওই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দরজায়। যে দরজায় সে থাকে, তার উল্টোদিকে প্ল্যাটফর্ম পড়লে ঠিক সেখানেই নামে ওই হনুমান। আবার ওই ট্রেনে ফিরে আসে। এটাই যেন ওই হনুমানের রুটিন হয়ে গিয়েছে। তার এই ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারির এই ভিডিও এখন রীতিমতো ভাইরাল। ঝাড়খণ্ডের তরুণ কবি শিবরাম কুমার নিজের মোবাইলে ভিডিওটি তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করতেই ভাইরাল হয়ে যায়। কিন্তু পবনপুত্রের এই আচরণ কি সত্যিই বিস্ময়কর? নাকি কোন বৈজ্ঞানিক বা জৈবিক ব্যাখ্যা রয়েছে? এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল পুরুলিয়া বনবিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহর সঙ্গে। তাঁর কথায়, তএই ঘটনা শুধুই বিস্ময়কর নয়। এর পিছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। বেশ কয়েকটি কারণে হনুমান এই আচরণ করতে পারে।দ তিনি বলেন, হনুমান মানুষের সান্নিধ্য ভালোবাসে। কেউ ঝামেলা না করলে ও হয়তো আরো কিছুদিন এভাবের জার্নি করে যাবে।

সুন্দরবনের লোকালয়ে বাঘের আগমন আটকাতে নাইলনের বদলে স্টীলের নেট

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি ঃ সুন্দরবনের লোকালয়ে বারবার বাঘ ঢুকে পড়ছে। ভয়ে আতঙ্কিত সুন্দরবনে মানুষ। বাঘ ঢোকার পরে নাইলনের জাল দিয়ে জঙ্গল ঘিরে ফেলে বনকর্মীরা। তার পরে ও জাল ছেঁড়া জায়গা দিয়ে বাঘ ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। আর তাই এবার পাকাপোক্ত ভাবে স্টীলের নেট লাগানোর পরিকল্পনা করলো বন দফতর। সাম্প্রতিক কালে সুন্দরবনের মৈপীঠের নগেনাবাদ ও কুলতলির দেউলবাড়ি গ্রামে বেশ কয়েকবার বাঘ চলে আসায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। তাই এবার ওই জালকে পাকাপোক্ত করতে নাইলনের বদলে স্টিলের নেট বসানোর উদ্যোগ নিলো বন দফতর। লাগানোর কথাবার্তা হয়েছে। বিশেষ করে রায়দিঘি রেঞ্জের চিতুরি বিট এলাকায় যেহেতু মাঝে মধ্যেই বাঘের আনাগোনা টের পাওয়া যায়, তাই সেখানে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের এক আধিকারিক বলেন, এখানে ৪১ কিলোমিটার জঙ্গল এলাকায় স্টিলের নেট লাগালে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অন্যদিকে, এসটিআরের সজনেখালি, বসিরহাট রেঞ্জ সহ আরও কিছু এলাকায় জাল বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিনের বলেন, সেপ্টেম্বর মাস থেকে জাল লাগানোর কাজ শুরু হবে। এই কাজ শেষ করতে

ঠিক হয়েছে, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগ একযোগে প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকায় বসাবে এই বিশেষ স্টিলের নেট। পুরো কাজটাই হবে ব্যাঘ্র প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে। নাইলনের জালের ক্ষেত্রে সমস্যা হল, সেটি প্রতি বছর বদলাতে হয়। কারণ ঝড় জলে ওই জাল ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া যে কেউ ওই জাল কাটতে পারে। ঘন ঘন নতুন জাল বসাতে বাড়তি খরচ বহন করতে হয় সরকারকে। স্টিলের জাল লাগালে তা অনেক বছর পর্যন্ত চলবে। এটি তাড়াতাড়ি যেমন নষ্ট হবে না, তেমনই কেউ জাল কাটার সুযোগও পাবেন না। এর আগে কুলতলির অল্প কিছু এলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে স্টিলের ফেন্সিং বসানো হয়েছিল। এখনও তা দিব্যি টিকে আছে। সুন্দরবনের দুই বিভাগের মধ্যে কোথায় কত কিলোমিটার জাল লাগানো হবে, তা অবশ্য এখনও স্থির হয়নি। সূত্রের খবর, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এলাকায় তুলনামূলক বেশি জাল লাগানো হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনবিভাগের অধীনে রামগঙ্গা, মাতলা এবং রায়দিঘি রেঞ্জে বাছাই করা বেশ কিছু অংশে নতুন স্টিলের জাল কয়েক মাস লাগবে। তবে শীতকালের আগে বেশিরভাগ জায়গায় এই ফেন্সিংয়ের কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হবে। বর্তমানে ঘন ঘন লোকালয়ে চলে আসছে বাঘ। আর তার জেরে আতঙ্ক বাড়ছে সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে। যাতে বাঘ লোকালয়ে আসতে না পারে, সেই কারণে নাইলনের জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছিল জঙ্গল এলাকা। নাইলনের জাল তেমন টেকসই না হওয়ায় অনেক জায়গাতেই তা কেটে নদী ও খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে যান স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। এই ফাঁককেই কাজে লাগিয়ে গ্রামের মধ্যে চলে আসছে বাঘ। আর তাই এই ব্যবস্থা গ্রহন করছে বন দফতর। তবে এর জন্য স্থানীয় মৎস্যজীবিদের কোনো অসুবিধা হবে না বলে বন দফতর সূত্রে জানা গেল। আর এই ব্যাপারে মিঠুন মন্ডল, ইলিয়াস সেখ, লক্ষীবালা দাস সহ একাধিক মৎস্যজীবি বলেন, বন দফতরের এই উদ্যোগ খুব ভালো উদ্যোগ, তবে এর জন্য আমাদের মাছ কাঁকড়া ধরার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে দিকটা বন দফতর দেখলে ভালো হয়। কারন আমাদের এর ওপর সংসার চলে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২১৬ সংখ্যা, সোমবার ২২ আষাঢ় ১৪৩২

মেয়েদের জন্ম মানেই সমাজের একঘেয়ে নিয়ম মেনে নেওয়ার শিক্ষা

একটি মেয়ে যখন জন্মায়, তখন কেবল একজন মানবশিশু পৃথিবীতে আসে না, বরং শুরু হয় হাজার বছরের সমাজব্যবস্থার চাপ, নিয়ম, চোখরাঙানি আর নিষেধের এক অনন্ত চক্র। এমন নয় যে প্রতিটি সমাজে মেয়েদের অবস্থান একরকম, কিংবা সব পরিবারেই মেয়েরা বঞ্চনার শিকার;তবুও কিছু চিরাচরিত কাঠামো আছে যা এক মেয়ে শিশুর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গিলে নিতে চায়। তমেয়েরা জানে, মেয়ে হয়ে জন্মানো মানেই অনেক কিছু মেনে নেওয়া।দ; এই কথাটির গভীরতা যেন আঘাত করে একেবারে আত্মার গভীরে। কারণ, এ কোনও নিছক বাক্য নয়, বরং হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার নিষ্কাশিত সত্য। যে সমাজে জন্মের সময়ই 'মেয়ে হয়েছে' বলে কেউ মাথা নিচু করে নেয়, যেখানে পিতার চোখে ছেলে না হওয়ার আক্ষেপ ঝরে পড়ে;সেই সমাজে জন্ম নিয়েই এক মেয়ে বুঝে যায়, তার জীবনে অধিকারের চেয়ে দায়িত্বের ভার বেশি। মেয়েরা ছোট থেকেই শুনে, তএটা মেয়ে মানুষ, এটা করতে নেইদ, ততুমি তো মেয়ে, একটু শান্ত থেকোদ, তবেশি কথা বলা মানায় নাদ, তছেলেদের সামনে মাথা নিচু করে চলতে হয়দ। এইসব বাক্য যেন তাদের জন্য ছাঁচ তৈরি করে দেয়;যার বাইরে যাওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে;কেন এমনটি হবে? কেন একজন শিশুকে তার লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে এত কিছু মানিয়ে নিতে হবে? উত্তরটা সমাজের অন্তরে লুকিয়ে থাকা এক ধরনের গভীর শৃঙ্খলিত মনোভাব;যা নারীর স্বাধীনতাকে ভয় পায়, নারীর চিন্তাকে অবজ্ঞা করে এবং নারীর সাফল্যকে হিংসে করে। মেয়েদের জীবনের প্রতিটি ধাপে ছড়ানো থাকে এই অদৃশ্য অথচ গাঢ় রঙের শৃঙ্খল। স্কুলে তার পোশাক নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কিশোরী বয়সে তার দেহ নিয়ে 'কৌতূহলী' চোখ তাকে শিখিয়ে দেয় ভয় কী জিনিস। বাড়িতে পড়াশোনার চেয়ে বিয়ে নিয়ে বেশি আলোচনা হয়। কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে তাকে 'সুন্দরী' বলেই বিবেচিত হতে হয়;যোগ্যতা নয়, মুখই যেন সব। রাতে বাড়ি ফিরলে দেরি করায় কটাক্ষ, নিজের মত প্রকাশ করলে 'জেদি' তকমা;এই হচ্ছে আমাদের সমাজের নারীচিত্র। তবে মেয়ে হয়ে জন্মানো মানেই কি কেবল সব মেনে নেওয়া? মেনে নেওয়া যে সে কম পাবে, মেনে নেওয়া যে সে কখনও নেতৃত্বে থাকবে না, মেনে নেওয়া যে তাকে সবার আগে 'সামলাতে' হবে? নাকি সময় এসেছে এই চক্রটা ভাঙার? বর্তমানে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে;রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রযুক্তি, ব্যবসা সবক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা প্রমাণিত। নারীরা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আজ নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে সেই সাফল্যের পথ সহজ নয়। প্রতিটি পা ফেলার আগেই তাকে ভাবতে হয়, কে কী বলবে? কে কেমন করে দেখবে? সে কি 'অত্যন্ত সাহসী' হয়ে উঠছে না?;এই প্রশ্নগুলো পুরুষদের জীবনে থাকে না। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নারী-পুরুষ সমতার কথা যতই বলা হোক না কেন, বাস্তবে কিন্তু আজও একজন মেয়ে নিজের শরীর, পোশাক, কণ্ঠস্বর, এমনকি হাসির আওয়াজ নিয়েও বিচারভোগ করেন। তাঁর প্রেমের জীবন, তাঁর পছন্দের খাবার, এমনকি সন্তান নেওয়ার ইচ্ছাও যেন সমাজ ঠিক করে দিতে চায়। এই অসাম্য শুধু শহর বা গ্রাম নয়, সর্বত্র। উচ্চশিক্ষিত পরিবারেও নারীর সিদ্ধান্তকে 'পরিবারের সম্মান' দিয়ে মাপা হয়। মেয়েরা কতটা 'সহনশীল', কতটা 'নমনীয়', কতটা 'ত্যাগী';এই প্রশ্নেই তার মান নির্ধারিত হয়। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠেই না। তবে পরিস্থিতি কি একেবারেই বদলাচ্ছে না? কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই হচ্ছে। মেয়েরা প্রতিবাদ করছে, প্রশ্ন তুলছে, নিজেদের জন্য স্বর খুঁজে নিচ্ছে। মেয়েরা বলছে;আমি কি মেনে নেব না, কীভাবে বাঁচব তা বলে দেবে দেন এই মেয়েরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে নারীবাদী আন্দোলনে, গড়ে তুলছে নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের দাবি, প্রতিষ্ঠা করছে নিজের পরিচয়। শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং সামাজিক সচেতনতা মেয়েদের এই পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও যে চেতনাগত কাঠামো সমাজে বসে আছে;তাকে না ভাঙা পর্যন্ত মেয়েদের অবস্থার মূল পরিবর্তন আসবে না। এখানে আসছে আরও বড় প্রশ্ন;পুরুষ সমাজ কি তৈরি এই বদলের সঙ্গে হাঁটতে? এক জন মেয়ে যদি 'না' বলতে শেখে, নিজে সিদ্ধান্ত নিতে চায়, নিজের মত প্রকাশ করে;তাহলে তাকে সম্মান করতে সমাজ কতটা প্রস্তুত? মেয়েদের 'না বলার অধিকার' ছাঁদে আটকে রাখা এক দীর্ঘ পরিকল্পিত সামাজিক অভ্যাস। এই অভ্যাস শুধুমাত্র মেয়েদের দ্বারা নয়, বরং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় দীক্ষিত পরিবার, সমাজ এবং বহুক্ষেত্রে মেয়েরাই চালিয়ে যায়। এক মা যদি তার মেয়েকে শেখায়;তছেলে মানুষের মতো কথা বলিস নাদ, কিংবা এক মা যদি বউমার পরিবারিকে গুরুত্ব না দিয়ে সংসার সামলানোতে তার নারী-পরিচয় খোঁজেন;তবে বদল আসবে কীভাবে? এই যে একরাশ মেনে নেওয়ার শিক্ষা;এটা আসলে এক ধরনের নীরব সহিংসতা। যে সহিংসতা মেয়েদের আত্মবিশ্বাস কেড়ে নেয়, স্বপ্নকে ঝাঁপসা করে, আর নিজস্বতাকে ধ্বংস করে। এখন সময় এসেছে এই সহিংসতার বিরুদ্ধে মুখ খুলবার, প্রতিরোধ গড়ার। একটি মেয়ে যেন আর মেনে না নেয়;যে তার কম বেতন স্বাভাবিক, যে বিয়ের পর তারই বাড়ি ছাড়তে হবে, যে মাতৃত্ব তার বাধ্যবাধকতা, যে নিরাপত্তা তার একমাত্র লক্ষ্য;এসব নয়, বরং সে যেন বেছে নিতে পারে নিজের পথ। নারী হিসেবে জন্ম নেওয়া কোনও দুর্বলতা নয়, বরং এটি এক শক্তি, এক প্রাচীন পরম্পরার উত্তরাধিকার;যেখানে সীতা যেমন আছে, তেমনই কালী, দুর্গা ও চণ্ডীও আছে। মেয়েরা যেন ভুলে না যায়, তার ভেতরেও সেই শক্তির ছাপ আছে। তাই মেয়েদের মেনে নেওয়া নয়, বরং প্রশ্ন তোলার, দাবি জানানোর, এবং নিজের জন্য পথ তৈরি করার সময় এখনই। যতক্ষণ না সমাজ এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত নারীর মুক্তির স্বপ্ন শুধু একটি স্লোগান হয়েই থেকে যাবে। তবে আশার কথা এই, মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়া মানেই আজ আর কেবল বোঝা নয়;এখন অনেকেই বুঝতে শুরু করেছেন, এই জন্ম এক সম্ভাবনার নাম। সমাজের দায় এখন এই সম্ভাবনাকে সম্মান জানানো, না যে আরও এক প্রজন্মকে 'সব মেনে নিতে' বাধ্য করা।

জল সংরক্ষণের অভিনব মডেল গড়ে দিশা উলুবেড়িয়া ১ পঞ্চায়েত সমিতি

জল সংকট এখন আর কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকার সমস্যা নয়, বরং গোটা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, কৃষিতে মাত্রাতিরিক্ত জল ব্যবহার এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে জল সম্পদ আজ হুমকির মুখে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে হাওড়ার উলুবেড়িয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি জল সংরক্ষণের এমন একটি মডেল তৈরি করেছে, যা রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের কাছেও হয়ে উঠতে পারে অনুকরণীয় উদাহরণ। এই উদ্যোগ নিছক একটি প্রকল্প নয়, বরং তা একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের নাম। যেখানে জলকে শুধু একটি প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে দেখা হয়নি, বরং ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ রূপে তার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায়, যেখানে স্থানীয় মানুষজনকে যুক্ত করে, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং প্রাকৃতিক উপায়েই জল সংরক্ষণের নানা পথ খোঁজা হয়েছে। উলুবেড়িয়া ১ পঞ্চায়েত সমিতির এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ; গ্রামবাসীদের সচেতন করা, জমিতে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা তৈরি করা, পুকুর সংস্কার, খাল ও জলধারার নাব্যতা বজায় রাখা এবং বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা তৈরি করা। ইতিমধ্যেই এইসব প্রকল্পের একাধিক পর্যায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই উদ্যোগের মূল কেন্দ্রে রয়েছে 'সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ'। শুধু প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়নের চেষ্টায় থেমে থাকেনি পঞ্চায়েত সমিতি। প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি পরিবারকে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মধ্যে এক মালিকানা গড়ে তুলেছে। এইজন্যই অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, গ্রামের মানুষ নিজেরাই নিজেদের পুকুর সংস্কারে হাত লাগিয়েছেন, খালে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার উপায় তৈরি করেছেন। এমনকি, কৃষকদের মধ্যেও বিকল্প চাষপদ্ধতি গ্রহণ করার আগ্রহ দেখা দিয়েছে, যাতে জলের অপচয় কম হয়। এই জল সংরক্ষণের কর্মসূচিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কোথাও ভূগর্ভস্থ জলস্তরের পর্যবেক্ষণ, কোথাও বৃষ্টির পরিমাপ, কোথাও আবার ড্রোনের সাহায্যে কৃষিজমির মানচিত্র তৈরি করে জলবিভাজন অঞ্চল চিহ্নিত করা;এইসব সবই ছিল পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার অন্তর্গত। এবং, সাফল্যের চাবিকাঠিও সেখানেই। এই কর্মসূচির আরেকটি ব্যতিক্রমী দিক হল 'স্কুল ও যুবসম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা'। পঞ্চায়েত সমিতি স্থানীয় স্কুলগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল সংরক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচি করেছে। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে পোস্টার তৈরি, পথনাটিকা, জল বিষয়ক কুইজ এবং প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ শাশ্বতী ঃ—

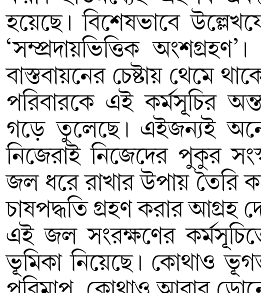

যে প্রথম হ'তে চায় সে সবারই ক্রীতদাস হোক, ভগবান যীশু এমনতরই বলেছেন; মমতামুখর শুভ-সমর্থনী সেবা; আদানে-প্রদানে — শুনেছি। আত্মীয়তার নিবন্ধ। দিয়ে-থুয়ে দিলে খোঁটা ছেঁড়ে আত্মীয়তার বোঁটা; বিশেষতঃ দম্ভোক্তিতে। প্রয়োজন-বিপন্নের অনুরোধ সাধ্যমত সেবানুকম্পায় যখনই বহন করলে না; বুঝে রেখো, নিজেকেই প্রবঞ্চনা করলে; তোমার প্রয়োজনের বেলায় প্রত্যুত্তরে পাবেও তাই-ই; সাধারণতঃ। যা'রা কথায়-কথায় বিপন্ন হয়, কিন্তু বিপন্নের জন্য করে না; সাধ্যানুপাতিক, সহানুভূতি ও সেবার অবদান তাদের প্রতি কৃপণই হ'য়ে ওঠে স্বভাবতঃ। হামবড়াই সেবা-অপরাধের পূর্ব্বরাগ, আর, অসহযোগিতা ও কোঁদলই তা'র পরিণতি।

৭৫-এর ছায়ায় নেতৃত্বের প্রশ্ন মোদির পর নীতীন গড়করি?

ভারতের রাজনীতিতে বয়স যে এখন কেবল সংখ্যামাত্র নয়, বরং ক্ষমতার মানচিত্র আঁকার এক নতুন পরিমাপক হয়ে উঠছে; সাম্প্রতিক সময়ে তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল। কংগ্রেসের এক বিধায়কের মন্তব্য কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মহল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, নরেন্দ্র মোদি এখন বয়সের নিরিখে '৭৫-এর গেরো'-য় পড়েছেন, আর সেই জায়গা থেকেই তাঁকে সরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীপদ ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর সেই শূন্যস্থান পূরণে কংগ্রেস বিধায়কের প্রস্তাব; নীতীন গড়িকেই করা হোক দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী। এই মন্তব্য যেমন রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তুলেছে, তেমনই উস্কে দিয়েছে এক পুরনো বিতর্ক;বিজেপির '৭৫-এর গেরো' নীতি, যার প্রয়োগ বহু সিনিয়র নেতার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল, সেটি কি আদৌ নীতিগত, না কি ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের একটি কৌশলী হাতিয়ার? ২০১৪ সালে বিজেপির ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এক অঘোষিত অভ্যন্তরীণ নিয়ম সামনে আসে; ৭৫ বছর বয়স পেরিয়ে গেলে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সক্রিয় ভূমিকায় থাকা যাবে না। এই নীতির জেরে কার্যত 'রিটায়ার' করতে হয়েছিল লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলি মনোহর যোশীর মতো দলের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতাদের। দলের তরফে কখনও এ বিষয়ে লিখিত ঘোষণা না এলেও, বাস্তবে এই নীতি কার্যকর হয়েছে বহুবার। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির ক্ষেত্রেই সেই নীতি আজ প্রশ্নের মুখে। ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরেই তিনি ৭৫ বছরে পা দেবেন। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি ৭৯ বছরের হবেন। তবে কি তাঁকে নিয়েও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে? নাকি মোদির ক্ষেত্রে 'ব্যতিক্রমই নিয়ম' হবে? এই প্রশ্ন আরও তীব্র হয়েছে কংগ্রেস বিধায়কের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। তিনি মোদিকে সরিয়ে নীতীন গড়িকেই প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছেন। অনেকেই এই বক্তব্যকে কংগ্রেসের একটি চতুর রাজনৈতিক চাল বলেই দেখছেন। এতে একদিকে যেমন বিজেপির অভ্যন্তরীণ 'পাওয়ার ডায়নামিক'-এ ফাটল ধরানোর চেষ্টা, অন্যদিকে বিরোধীদের পক্ষ থেকে বিজেপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্ক উসকে দেওয়া। নীতীন গড়ি যে একজন দক্ষ, সুপরিচিত এবং অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ভাবমূর্তির নেতা, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, নির্মাণ ও পরিকাঠামো খাতে তাঁর অবদান তাঁকে একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু এ কথাও সত্য, বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কেন্দ্রীভবনের বর্তমান পরিস্থিতিতে নীতীন গড়ির মতো মুখগুলি কিছুটা আড়ালে চলে গিয়েছে। ফলে কংগ্রেসের এই দাবি নিছক প্রশংসা নয়, বরং এটি একটি সূদ রাজনৈতিক চাল;যার লক্ষ্য মোদিকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলা। অন্যদিকে, বিজেপি এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেনি। দলের তরফে কেউই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এটি সম্ভবত বিজেপির পুরনো কৌশল;বিতর্কে না জড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই নীরবতাই আসলে বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে;মোদির নেতৃত্ব কি সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নাকি ভিতরে ভিতরে চলেছে বিকল্প ভাবনার প্রস্তুতি? এই বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা '৭৫-এর গেরো' আসলে বিজেপির কাছে এখন এক দ্বিমুখী অস্ত্র। অতীতে যাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছিল এই নীতির দোহাই দিয়ে, তাঁদের অনেকেই হয়তো আজ মনে মনে প্রশ্ন করছেন; তবে কি এই নিয়ম শুধুই সাধারণ নেতাদের জন্য? মোদির মতো 'অপরিহার্য' নেতাদের জন্য নয়? যদি তা-ই হয়, তবে বিজেপির সেই নীতিকেই আজ অস্বচ্ছ, পক্ষপাতদুষ্ট বলে দাবি করা যায়। রাজনীতিতে বয়স কোনও বাধা নয়, তা প্রমাণ করেছেন বহু আন্তর্জাতিক নেতা। জো বাইডেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, মাহাথির মোহাম্মদ;সবাই বয়সের সীমা পেরিয়েও শীর্ষ পদে থেকেছেন। তবে একইসঙ্গে এটাও সত্য, একজন রাষ্ট্রনায়কের ক্ষেত্রে প্রবীণতা যেমন অভিজ্ঞতা বয়ে আনে, তেমনই কখনও কখনও জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্লান্তির বার্তাও দেয়। সেই জায়গা থেকেই প্রশ্ন; ভারতের মতো একটি তরুণ জনসংখ্যার দেশে নেতৃত্বের পালাবদল কি শুধুই বয়সের ভিত্তিতে হওয়া উচিত? না কি নেতৃত্বের কর্মক্ষমতা, দূরদর্শিতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতাই হওয়া উচিত মূল বিচার্য বিষয়? কংগ্রেস বিধায়কের দাবি শুধুমাত্র মোদির বয়স নিয়ে নয়, বরং এটি প্রতীকীভাবে সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে অবস্থান, যেখানে ক্ষমতা এক ব্যক্তির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে যায়। মোদি বিজেপির প্রধান মুখ, এবং তাঁর ভাবমূর্তি ঘিরেই দলের রাজনৈতিক কৌশল। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তবে সেই দলের ভবিষ্যৎ কি একজনের উপর নির্ভরশীল থাকবে? নীতীন গড়ির নাম উঠে আসা, মোদিকে ৭৫-এর নিয়মে বাঁধা; এসব এখনই বাস্তবের কাছাকাছি নয়। তবে এই কথোপকথনই রাজনৈতিক স্পেস তৈরি করছে। সেখানে প্রশ্ন উঠছে নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিয়ে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ;'অসীম' ক্ষমতার ধারক এক নেতার চারপাশে প্রশ্ন তোলা আদৌ সম্ভব কি না। এই বিতর্ক কেবল বিজেপি নয়, গোটা ভারতের রাজনীতির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নেতৃত্বের প্রশ্নটি ব্যক্তি নয়, আদর্শ ও নীতির প্রশ্ন। যদি এক দল বা জোট শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির দ্বারা চালিত হয়, তবে সেটি রাজনৈতিক সুস্থতার জন্য বিপজ্জনক। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এখনো দূরে। তবে আজকের এই বিতর্ক দেখিয়ে দিল; বয়স কখনও কখনও সংখ্যার চেয়ে বড়, যখন তা রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে ওঠে। '৭৫'-এর গেরো তাই এখন শুধু একটি মাপকাঠি নয়, বরং এক রাজনৈতিক ফাঁদও; যেখানে ক্ষমতার স্থায়িত্ব, উত্তরাধিকার এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র; সব কিছুই প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়ায়। ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ ঠিক করবে এই প্রশ্নের উত্তর; বয়স কি কেবল শরীরের, না নেতৃত্বেরও? আর সেই উত্তর খোঁজার লড়াই এখনই শুরু হয়ে গেছে, সংসদের গণ্ডি পেরিয়ে জনমতেও।

তিব্বতি ধর্মগুরু নির্বাচনে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ভারতের কৌশলী অবস্থান

তিব্বত, এক অস্থির অধ্যায়। দার্শনিক ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ এই হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলটি ইতিহাসের পাতায় বহুবার স্থান পেয়েছে চিনের আগ্রাসন, ধর্মীয় নিপীড়ন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে। তবে বর্তমানে তিব্বতের রাজনীতি ঘিরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে ; ১৪তম দলাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচনের প্রক্রিয়া এবং তাতে চিন ও ভারতের ভূমিকাটি ঠিক কী হতে চলেছে? বর্তমানে ৮৯ বছর বয়সী দলাই লামা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের ধর্মশালায় নির্বাসনে বসবাস করছেন। বৌদ্ধ ধর্মের মহাজ্ঞানী এই গুরুজির প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ এবং ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু বয়সজনিত কারণে ভবিষ্যতের কথা এখন থেকেই ভাবতে হচ্ছে। আর এই পরবর্তী দলাই লামা কে হবেন, কীভাবে তাঁকে নির্বাচন করা হবে;তা ঘিরেই তৈরি হয়েছে এক বিস্তৃত কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট। চিন সরকার আগেই জানিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতের দলাই লামা নির্বাচনের উপর তাদের 'সার্বভৌম' অধিকার থাকবে। বেজিংয়ের দাবি, ধর্মীয় পদাধিকারীর নির্বাচন একটি রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং তিব্বতের অংশ হিসেবে এই প্রক্রিয়ায় তারা হস্তক্ষেপ করতেই পারে। এর অর্থ খুব স্পষ্ট ; চিন তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ হিসেবেই পরবর্তী দলাই লামাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। অন্যদিকে, বর্তমান দলাই লামা এই চাপকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে এসেছেন যে, ধর্মীয় গুরু নির্বাচন কোনওভাবেই রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে হতে পারে না। তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মে দলাই লামার পুনর্জন্ম একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া, যার নির্ধারণ হয় ধর্মীয় চর্চা ও তিব্বতী লামাদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। তাঁর স্পষ্ট বার্তা ; চিনা সরকার যদি দলাই লামার পুনর্জন্ম ঘোষণা করে, তা সম্পূর্ণভাবে ভুয়ো বলে বিবেচিত হবে। এই অবস্থানকে ঘিরেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে শুরু হয়েছে জটিলতা। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই বলেছে, তারা এমন কোনও দলাই লামাকে স্বীকৃতি দেবে না, যিনি চিনা সরকারের ইচ্ছাপূরণ হিসেবে নির্বাচিত হন। ওয়াশিংটন একাধিকবার দলাই লামার নির্বাচনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা বজায় রাখার দাবি তুলেছে। তবে এই পুরো ঘটনায় ভারতের অবস্থান একদম আলাদা মাত্রায়। ভারতের কাছে তিব্বত শুধু একটি প্রতিবেশী অঞ্চল নয়, বরং এটি একটি সংবেদনশীল কূটনৈতিক ফাইল। ১৯৫৯ সাল থেকে দলাই লামা ভারতে বাস করছেন। তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য ভারতকে বহুবার চিনা অসন্তোষের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে আজকের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় দিল্লি বুঝে চলতে বাধ্য। তিব্বতি ধর্মগুরু নির্বাচন নিয়ে ভারত এখন পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক অবস্থান নেয়নি। না প্রকাশ্যে চিনের দাবিকে সমর্থন করেছে, না-ই দলাই লামার ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কেন এই নিরবতা? বিশ্লেষকরা মনে করছেন, চিন-ভারত সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনা, বিশেষ করে গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে ভারত অত্যন্ত কৌশলীভাবে চিনের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ সামলাচ্ছে। তিব্বত ইস্যুতে একটি দৃঢ় অবস্থান নেওয়া মানেই চিনের আরও কড়া প্রতিক্রিয়া আমন্ত্রণ জানানো, যা সীমান্ত সুরক্ষার দিক থেকে বিপজ্জনক হতে পারে। অন্যদিকে, তিব্বতি জনগণ এবং নির্বাসিত তিব্বত সরকার ভারতের ভূমিকায় খানিক হতাশ। তাঁদের প্রশ্ন, ধর্মশালার মাটিতে বসে থাকা দলাই লামার ধর্মীয় উত্তরাধিকারের বিষয়ে ভারত কোনও প্রতিক্রিয়া জানাবে না? তা হলে কি দিল্লি চিনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে? এই দ্বন্দ্বের মাঝেই ভারত একটি নীরব কূটনৈতিক পথ অনুসরণ করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দলাই লামার জন্য ভারত হয়তো একটি পরোক্ষ মঞ্চ প্রস্তুত রাখছে, তবে এখনও পর্যন্ত সেই কৌশল শুধুই গোপন স্তরে রয়েছে। চিনের পরিকল্পনা ও ধর্মীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সরব দেশ আমেরিকা। হোয়াইট হাউস স্পষ্টভাবে বলেছে, দলাই লামার পুনর্জন্ম কেবল তিব্বতী ধর্মীয় নেতার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হতে পারে এবং কোনও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সেখানে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, কোনও রাষ্ট্র যদি জোর করে দলাই লামা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে, তবে সেটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে। এই অবস্থানে ভারত এখন কোথায় দাঁড়ায়, তা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কোয়াড গোষ্ঠীর মতো আন্তর্জাতিক জোটে ভারতের সক্রিয়তা বাড়ছে এবং আমেরিকার সঙ্গে কৌশলগত ঘনিষ্ঠতাও বেড়েছে, এমন পরিস্থিতিতে ভারত যদি দলাই লামা ইস্যুতে নীরব থাকে, তবে তা আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে নেতিবাচক বার্তা দিতে পারে। তিব্বত এবং দলাই লামা ইস্যু আসলে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় প্রশ্ন নয়, এটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি বড় সূচক। চিন দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেছে তিব্বতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মকে তাদের জাতীয় একীকরণের অংশ বানাতে। কিন্তু দলাই লামার উপস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন এখনও সেই পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের ভূমিকাও এক ধরনের পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারত কি ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষ নেবে, না কি কূটনৈতিক হিসেব-নিকেশে চাপা পড়ে যাবে সেই ঐতিহ্য? তিব্বত প্রশ্নে ভারত এখন এক দ্বিধান্বিত অথচ অত্যন্ত কৌশলী অবস্থানে রয়েছে। দলাই লামার ভবিষ্যৎ এবং তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচন কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় ইস্যু নয়, বরং এটি ভারত-চিন সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং আঞ্চলিক রাজনীতির এক বড় মোড় তৈরি করতে চলেছে। ভারতের উচিত এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া; ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। নীরবতা যে সর্বদা কূটনৈতিক কৌশল হিসেবে কাজ করে না, তা ইতিহাস বহুবার প্রমাণ করেছে। এখন দেখার, ভারত সেই শিক্ষা কবে কার্যত রূপ দেবে।

বল নিয়ে এত কথা হবে কেন?

রানা সেনগুপ্ত, লর্ডস টেস্টে পরপর বিতর্কের আবহাওয়ায় সব চেয়ে বড় বিতর্ক দেখা দিয়েছে ম্যাচে ব্যবহৃত ডিউক বল নিয়ে। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের মাঝামাঝি ভারতীয় দলের অধিনায়ক শুভমান গিল আম্পায়ারের কাছে ব্যবহৃত নতুন বল বদলের দাবি জানান। তখন সবে ভারত নতুন বল নিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে। উইকেটও নিচ্ছে, তখনই বদলের দাবি উঠলো মাত্র ১০ ওভার শেষে। অথচ ম্যাচের ৮০ ওভার পর্যন্ত বল ঠিক থাকার কথা। বাংলাদেশী আম্পায়ার পরীক্ষা করে দেখলেন, সত্যিই বলের আকার পাল্টে গিয়েছে। তিনি বল বদলালেন। কিন্তু যে বলটি তিনি বোলার মহম্মদ সিরাজের হাতে তুলে দিলেন, সেটা সম্পর্কে গিল ও সিরাজ মিলে বললেন, বল মোটেই ১০ ওভার পুরনো দেখাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, ২০ ওভার পুরনো। ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কার বললেন, আমরা যেখান বসে আছি, সেখান থেকেই মনে হচ্ছে বল প্রায় ২০ ওভার পুরনো।' আম্পায়ার ভারতীয় দাবি মেনে আর বল পাল্টে দিতে রাজি হননি। কিন্তু মাত্র সাড়ে আট ওভার পরেই ফের বল নিয়ে অভিযোগ উঠলো। আম্পায়ারের পরীক্ষায় ফেল প্রমাণ হল, বলের আকার বদলেছে। ফের পাল্টে দেওয়া হল বল। ভারতের অভিযোগ, বল দ্রুত নরম হয়ে যাচ্ছে। ফলে বোলারেরা স্বচ্ছন্দে বোলিং করতে পারছে না। ইংল্যান্ডের সেঞ্চুরি করা ব্যাপার জো রুট, বারবার বল বদলের আবেদন করা ভারতের বিরুদ্ধে সময় নষ্টের অভিযোগ তুললেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেলেন, সময় নষ্টের ধীর গতির ব্যাটিং করছে তার দলই। যে ইংল্যান্ড ধ্বংসাত্মক 'বাজ বল' ব্যাটিং করতে পছন্দ করে, তারা খেলছে সনাতনী টেস্ট ক্রিকেট বা 'ব্লক বল'। অনেক বিশেষজ্ঞ ধারাভাষ্যকার, এই স্লো ক্রিকেট খেলার জন্য ইংল্যান্ড পরাজয়ের ভয় থেকেই সনাতনী ক্রিকেটে 'সুইচ ওভার ' করেছে বলে দাবি করেছেন। কোন এশীয় দেশের কাছে, এই প্রথম এজবাস্টন টেস্টে অপরাজিত ব্রিটিশ দুর্গের পতনই ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ধরণ বাদলের কারণ বলেও মনে করছেন তাঁদের কেউ কেউ। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু রুটের অভিযোগের পরও দেখা গেল রাহুল আর রিষভ জুটি যখন ক্রিজে রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তখন ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার জোফ্রা আর্চারকে আম্পায়ারের কাছে গিয়ে বল নিয়ে অভিযোগ করতে দেখা গেলো। অর্থাৎ রুটের অভিযোগের ভিত্তি নেই। প্রশ্ন উঠেছে, বারবার বল বদলের দরকার পড়ছে কেন? তাহলে কি সরবরাহ করা ডিউক বলের মান খারাপ? ডিউক প্রস্তুতকারী কোম্পানির কর্ণধার দিলীপ জাজোদিয়া অবশ্য এই অভিযোগ মানতে চাননি। তবে বারবার বল বদলের দাবি ও সেই বল পরীক্ষা, অতঃপর এক বাক্স বল এনে উপযুক্ত বল বাছতে ম্যাচের নির্ধারিত সময়ে যে টান পড়ছে, তার দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তাই সুনীল গাভাস্কারের পাশাপাশি, প্রাক্তন ইংলিশ ক্রিকেটার স্টুয়ার্ট ব্রড এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। যে দল সংশ্লিষ্ট টেস্ট জিততে চায়, সারাদিনে নির্ধারিত সংখ্যক ওভার না হলে, তাদেরই সমস্যা। আর ভারতের তরুণ টিম তো ইংল্যান্ডে সিরিজ জিততেই গিয়েছে। এদিকে আবার সমস্যা রয়েছে টেস্টের আম্পায়ার, বাংলাদেশের মানুষ সৈকত শরফুদ্দৌলাকে নিয়েও। ভদ্রলোক ইংল্যান্ডের হয়েই যেন মাঠে আছেন। প্রথম ইনিংসে করুণ নায়ারের শরীরে বল লাগার পর উইকেট রক্ষক স্টিভ সেটা লুফে আউটের আবেদনে তিনি সাড়া দেন। ডিআরএসে দেখা যায়, বল ব্যাটে লাগেনি। নায়ারের যে ক্যাচটা জো রুট ধরলেন, সেটা নিয়েও সংবাদমাধ্যমের একাংশের সন্দেহ আছে। শরফুদ্দৌলা আঙ্গুল না তুললে টিভি আম্পায়ার হয়তো করুণকে আউট দিতেন না! আকাশ দীপকে তিনি, তিন বলের মধ্যে দুবার লেগবিফোর আউট দিলেন। ডিআরএস দুবারই দেখালো, উইকেটে বল লাগবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। টেস্টে শরফুদ্দৌলা ভারতকে হারিয়ে কিসের প্রতিশোধ নিতে চাইছেন? টেস্টে নিরপেক্ষ আম্পায়ার নিয়োগ দীর্ঘদিনের প্রথা। সাত বা আটের দশকের দেশীয় আম্পায়ারেরা অতি-পক্ষপাতিত্বমূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে জেতাতেন। শরফুদ্দৌলা কি ইংল্যান্ডের আশীর্বাদ চাইছেন? তাই কি তিনি ভারতকে পুরনো বল দিচ্ছেন, ইংল্যান্ডের আবেদন মাত্র আঙ্গুল তুলে দিচ্ছেন?

পছন্দের কল্পকাহিনি ও ইতিহাসের ছদ্মবেশ বস্তুনিষ্ঠতার প্রশ্নে বিপন্ন বাস্তবতা

ইতিহাস ও কল্পকাহিনির সম্পর্ক বহু পুরনো, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই সম্পর্ক যে ভাবে একে অপরের সীমানা লঙ্ঘন করছে, তাতে প্রশ্ন উঠছে;আমরা কি ইতিহাসকে বুঝতে চাই, নাকি ইতিহাসের ছদ্মবেশে কল্পনার হাত ধরে নতুন কোনো বাস্তবতার গল্প রচনা করতে চাই? সমাজের নানা স্তরে এমন এক প্রবণতা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, যেখানে ইতিহাসকে চেহারা দেওয়া হচ্ছে কল্পকাহিনির ছাঁচে, আবার অনেক সময় কল্পকাহিনির আবরণে বাস্তব ইতিহাসকেই সাজিয়ে তোলা হচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে। জনপ্রিয় ধারার সিনেমা, সিরিজ, সাহিত্য এমনকি পাঠ্যবইয়েও এই জোড়া খেলার ছাপ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। আর তাতেই জন্ম নিচ্ছে এক নতুন ধোঁয়াশা;বাস্তবতা কোথায়? ইতিহাসের নিরপেক্ষতা কোথায়? যা ঘটেনি, তা 'ঘটেছে' বলে বিশ্বাস করানো হচ্ছে; আবার যা ঘটেছে, তা অপ্রাসঙ্গিক বলে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিহাসকে বলা হচ্ছে তদুর্বলদের কল্পনাদ, বা তবিজয়ীদের লেখা গল্পদ। তবে ইতিহাস যদি শুধুই 'দৃষ্টিভঙ্গির' বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কীভাবে সত্যের বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি পাবে? এই প্রশ্নটিই এখন সময়ের এক জ্বলন্ত উদ্বেগ। আজকের প্রযুক্তিনির্ভর দুনিয়ায় সামাজিক মাধ্যম, চটুল ভিডিও এবং দ্রুতগামী তথ্যবিনিময়ের কারণে কোনও গল্পকেই আর নিছক গল্প বলা যাচ্ছে না। যে-কোনও কল্পিত তথ্য বা রোমাঞ্চকর কাহিনি এক মুহূর্তে 'ইতিহাস' হয়ে উঠছে। আরও বিপজ্জনক হল, যখন এই বিকৃত ইতিহাস বা অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহারের চেষ্টা হয়। যেমন;একটি প্রাচীন যুদ্ধকে 'ধর্মের লড়াই' হিসেবে ব্যাখ্যা করে সমকালীন সামাজিক বিভাজনকে আরও উসকে দেওয়া, বা কোনও অতীত চরিত্রকে বর্তমান রাজনীতির প্রতীক বানিয়ে জনমত প্রভাবিত করার প্রয়াস। এখন ইতিহাস যেন আর গবেষণার বিষয় নয়, বরং সে হয়ে উঠেছে বিনোদনের এক নতুন প্ল্যাটফর্ম। সিনেমার পর্দায়, ওয়েব সিরিজের পরতে, ইউটিউব ভিডিওর পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি;'সত্যি' আর 'সত্যের কল্পনা'র মধ্যে পার্থক্য দ্রুত ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এক সময় ইতিহাস মানেই ছিল প্রামাণ্য দলিল, তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ বিবরণ। অথচ এখন ইতিহাসকে নির্মাণ করা হচ্ছে রূপকথার গাঁথার মতো। তাকে সাজানো হচ্ছে নায়ক-খলনায়ক, প্রেম-প্রতারণা, রক্ত-প্রতিশোধের নাটকীয়তায়। এ যেন এক দৃষ্টিনন্দন 'হিস্টোরিক থ্রিলার', যেখানে আবেগই তথ্যকে হার মানায়। তবে এই প্রবণতার দায় শুধু শিল্পীদের নয়। দর্শক বা পাঠকের চাহিদাও অনেকাংশে এই ঝোঁককে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সমাজের একটা বড় অংশ এখন বাস্তবতা নয়, 'রোমাঞ্চকর' কাহিনি খুঁজে নেয় ইতিহাসে। ফলে নির্মাতা বা লেখকরাও বেছে নিচ্ছেন সেই পথ, যেখানে ইতিহাসের দৃশ্যপট রেখে মূলত কল্পনার কাহিনি বলা যায়। এইসব কাহিনি দেখে বা পড়ে অনেকেই বিশ্বাস করছেন;দএটাই তো ইতিহাস!দ এই সময় দাঁড়িয়ে ইতিহাস চর্চার দায়িত্বশীলতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। যারা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন;লেখক, অধ্যাপক, গবেষক; তাদের কাঁধে এখন একটা বড় দায়িত্ব। সত্যকে তুলে ধরা এবং কল্পনার আড়ালে চাপা পড়া ঘটনাগুলিকে পুনরুদ্ধার করাই এখন সবচেয়ে জরুরি। অথচ যাদের হাতে এই কাজ থাকার কথা, অনেক সময় তারাও ইতিহাসকে নিজের আদর্শের মোড়কে উপস্থাপন করছেন। পাঠ্যবইয়ে ইতিহাসের পুনর্লিখন, নির্দিষ্ট শাসক বা রাজবংশকে গৌরবময় করে তোলা, অন্যদের ইচ্ছাকৃতভাবে খলনায়ক করে দেখানো;এসবই এই প্রবণতার অংশ। 'পছন্দের ইতিহাস' তৈরি করার প্রবণতা যখন সরকারি মদতে ঘটে, তখন তার ফল হয় ভয়াবহ। সমাজের মৌলিক প্রশ্ন, পরিচয়ের গঠন, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভাজন;সবই হয়ে পড়ে রাজনৈতিক প্রয়োগযোগ্য অস্ত্র। কিন্তু ইতিহাস কি আদৌ পছন্দের হতে পারে? ইতিহাস মানেই তো সেসব ঘটনা, যা ঘটেছে, যাকে পরিবর্তন করা যায় না, কেবল ব্যাখ্যার পরিসরে পুনর্বিবেচনা করা যায়। তাহলে সে ব্যাখ্যার মধ্যেই যদি প্রবেশ করে পক্ষপাত, মতাদর্শের জেদ, তবে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে না;সে হয়ে ওঠে কল্পকাহিনির ছায়াপথে ভ্রমণ। এমনকি ইতিহাস ও সাহিত্য;দু'টিকেই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল ভাবার চল রয়েছে। সাহিত্যে ইতিহাসের ব্যবহার যেমন সমৃদ্ধি আনে, তেমনই ইতিহাসে সাহিত্যের আবেগও মানবিকতা এনে দিতে পারে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্র যখন একে অপরকে বিকৃত করে, তখন সত্য হারিয়ে যায়, থেকে যায় শুধু অনুভবের বিভ্রান্তি। ইতিহাস শেখানোর ক্ষেত্রেও এই প্রশ্ন এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে; ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে ইতিহাসকে দেখবে? সত্য জানতে চাইবে, না কি মুগ্ধ হতে চাইবে? ইতিহাস কি অনুসন্ধানের বিষয়, না কি আরামদায়ক জাতীয়তাবাদের কাহিনি? ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আসলে একটি আয়নার সম্পর্ক। যে সমাজ তার ইতিহাসকে স্বচ্ছ রাখে, ভুল-ত্রুটি মেনে নেয়, সে সমাজই ভবিষ্যতের দিকে সোজা হয়ে এগিয়ে যায়। আর যে সমাজ ইতিহাসকে নিজের ইচ্ছেমাফিক সাজিয়ে তোলে, সে নিজের প্রতিচ্ছবির ভ্রমে হারিয়ে যায়। আজকের এই তথ্যবিপ্লবের যুগে ইতিহাসকে তার নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ এবং মানবিক রূপে ফেরানোই আমাদের সবচেয়ে জরুরি কাজ। ইতিহাসকে কল্পকাহিনির ছাঁদে না সাজিয়ে, বরং কল্পনাকে ব্যবহার করে ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করলেই সেই চর্চা হয়ে উঠবে যথার্থ। আর তাই, এখন সময় এসেছে নতুনভাবে প্রশ্ন তোলার;আমরা কি ইতিহাস জানতে চাই, না কেবল বিশ্বাস করতে চাই একটা বানানো গল্প? ইতিহাসের ছদ্মবেশে কল্পকাহিনির এই প্রবণতা যদি এভাবেই চলতে থাকে, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক গৌরবময় অথচ কাল্পনিক অতীতকে সত্যি ভেবে ভুল পথে হাঁটবে;যার দায় কিন্তু আমাদের সকলের।

রন্ধনশিল্প না কি অতিসংবেদী চিত্রকলা? দালির 'ভয় ধরানো রান্না' ও শিল্পের এক নতুন সংজ্ঞা

ভোজন রসিকতা ও শিল্প;এই দুইয়ের মাঝে সম্পর্ক বহু পুরনো, তবে তা যেন নতুন মাত্রা পেল সালভাদোর দালির রান্নার বই নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনায়। 'জ্রত্রন্ম ঙ্গব—ত্রন্ম ত্মত্র ঝঋস্তু';১৯৭৩ সালে প্রকাশিত এই বইটি কোনও সাধারণ রন্ধনপুস্তিকা নয়। বরং এটি এক বিস্ময়কর শিল্পপ্রকল্প, যেখানে রন্ধনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আতঙ্ক, কল্পনা ও চমক। দালির নিজস্ব চিত্রভঙ্গি, বিভ্রান্তিকর শৈলী ও ফ্যান্টাসির সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠে এসেছে এমন এক রান্নার জগৎ, যা দেখতে যতটা আকর্ষণীয়, খেতে তার থেকে কয়েক গুণ বেশি ভাবনার উদ্রেককারী। এই বই আসলে রন্ধনপ্রেমীদের জন্য তৈরি হয়নি। বরং এটি একরকম শিল্পপ্রেমীদের জন্য উপহার, যারা খাদ্যকে শুধুমাত্র জীবনের প্রয়োজন নয়, শিল্প ও মানসিক অভিজ্ঞতার অংশ বলে মনে করেন। পাতার পর পাতা জুড়ে বিশালাকার চিংড়ি, গলে যাওয়া পনিরের স্তূপ, উল্টো ঝুলন্ত মাংসপিণ্ড, অথবা মানুষের চোখের মতো দেখতে ফল;এসব কেবল রন্ধন নয়, এক রকম শক-থেরাপি। যাঁরা এই বই খুলে দেখেন, তাঁদের অধিকাংশই বলেন, তখিদে পায় না, বরং গা ছমছম করে!দ ঠিক এই জায়গাটিই দালির কারসাজি। খাদ্য এখানে উদরপূর্তির মাধ্যম নয়, বরং মনোজগতের গোপন ভয়, কামনা, বিকার ও স্মৃতির দরজা খোলার চাবিকাঠি। তবে দালির এই শিল্পভঙ্গি বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে তাঁর চিত্রকলার ঘরানায়। সাররিয়ালিজম বা পরাবাস্তবতাবাদ ছিল তাঁর রচনার মূলে;যেখানে বাস্তবতার গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হত কল্পনার ছোঁয়া, এবং গড়পড়তা অভিজ্ঞতাকে টেনে আনা হত অবচেতনের অন্ধকার থেকে। সেই ভাবনারই প্রতিফলন দেখা যায় 'জ্রত্রন্ম ঙ্গব—ত্রন্মত্মত্র ঝঋস্তু' নামক বইটিতে। রান্না এখানে কোনও প্রথাগত পদ্ধতির অনুসরণ নয়, বরং একধরনের বিক্ষিপ্ত মানসিক অভিজ্ঞান, যেখানে খাদ্যের রূপ, রঙ, গন্ধ ও রন্ধনপদ্ধতি সবই যেন এক দুর্বোধ্য কল্পচিত্রে পরিণত হয়েছে। এই বইয়ের প্রতিটি রেসিপি একেকটি চিত্র। তাতে আছে কাব্য, আছে কাম, আছে মৃত্যুবোধ। কখনও তা বিদ্রূপে মোড়া, কখনও বিভীষিকায়। তার চিত্রনির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে ধর্ম, যৌনতা, পুরাণ এবং রোগবিকারের প্রতীক। উদাহরণস্বরূপ, এক পাতায় রয়েছে থালায় রাখা মৃত মাছ, যার মুখ বিকৃত হয়ে আছে; দেখলে মনে হয় চিৎকার করছে। আর এক পাতায় দেখা যায় শুয়োরের মাংসের উপর ঝুলছে খোলস ছাড়া চিংড়ির দল;মুখে যেন ভয় ও বিস্ময়ের ছাপ। তবে এই বইটিকে কি আমরা শুধুই 'ভয় ধরিয়ে দেওয়া রান্না' বলে চিহ্নিত করব? না কি এটি এক প্রকার খাদ্য-নন্দনতত্ত্বের উলটো ব্যাখ্যা, যেখানে খাবারকে ভোগের বিষয় থেকে টেনে আনা হয়েছে অভিজ্ঞতার স্তরে? এমন এক স্তর, যা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য নয়, বরং চেতন ও অবচেতনের মধ্যে যাতায়াতের এক যন্ত্র। সমাজের প্রচলিত রন্ধনসংস্কৃতির দৃষ্টিতে এই বই একটি অস্বস্তিকর ব্যতিক্রম। যেখানে সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন, সৌন্দর্যমণ্ডিত খাদ্য পরিবেশন এক সামাজিক রীতির প্রতীক, সেখানে দালির এই বই যেন সেই শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। তিনি চেয়েছেন খাবার দিয়ে ভয় দেখাতে, না ঘৃণা করতে, বরং এক মুহূর্তের জন্য ভাবাতে; আমরা কী খাই? কেন খাই? কে খাওয়ায় আমাদের? খাবার কি কেবল শরীরকে তৃপ্ত করে, না তারও গভীরে অন্য কোনও চেতনার দরজা খুলে দেয়? এই ভাবনা উঠে আসে আজকের সময়েও। রন্ধন আজ আর শুধুই গৃহিণীদের কাজ নয়;এটি এখন টেলিভিশনের রিয়্যালিটি শো, ইউটিউব চ্যানেল, ইনস্টাগ্রামের 'ফুডগ্রাফি'। খাবার যতটা খাওয়া হয়, তার থেকেও বেশি হয় প্রদর্শন। তাই প্রশ্ন ওঠে;এই দালির বই কি পূর্বাভাস ছিল বর্তমানের 'খাবার-শিল্পের'? তবে পার্থক্য আছে। দালির বই যেখানে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, আজকের 'ইনস্টাগ্রামযোগ্য' খাবার মূলত বাহ্যিকতায় সীমাবদ্ধ। সেখানে না আছে গভীরতা, না আছে চেতনার টানাপোড়েন। দালির খাদ্য-চিত্র আমাদের শুধু চমকে দেয় না, আমাদের মনে করিয়ে দেয়;খাদ্যও এক রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোর অন্তর্গত। দালির বইয়ের প্রতিটি পাতাই যেন এক 'গ্যালারি ইনস্টলেশন'।

‘কেন্দ্রের গাফিলতিতে রাজ্য যেন স্যান্ডউইচ’

বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতেই ফের ডিভিসির দিকে আঙুল মানসের

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১৩ জুলাইঃ ডুবেছে ঘাটাল, ভাসছে খানাকুল। বাঁকুড়া, থেকে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর, সর্বত্রই বিপর্যস্ত জনজীবন। ফের রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতেই কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুললেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। মুখ খুললেন কেন্দ্র সরকারের ‘উদাসীনতা’ নিয়ে। এদিন সোনারপুরে একটি রক্তদান শিবিরে গিয়েছিলেন মানস। সেখানেই তোপের পর তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে। ডিভিসির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মানস বলেন, ‘‘একদিকে প্রকৃতির তাণ্ডব, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের

ভুল নীতির জেরে রাজ্য কার্যত স্যান্ডউইচে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার কেন্দ্রকে জানিয়েছেন যেন আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে জল ছাড়া হয়। মুখ্যসচিবও বারবার কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছেন। এমনকি সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফেও অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র কোনওরকম দায়িত্ব নেয়নি।’’ বিগত কয়েকদিন ধরে চলা নিম্নচাপে প্রবল বর্ষণ হয়েছে জেলায় জেলায়। দুর্যোগের মেঘ কাটতে না কাটতেই বুধবার থেকে ফের ঘূর্ণাবর্তের পূর্বাভাস রয়েছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। যদি বৃষ্টি পারে তাহলে পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই গহত ২৪ ঘণ্টায় ঘাটালে বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। এই মানসের উদ্বেগ যে রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মন্ত্রীর দাবি, বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে। উদ্ধারকাজ, ত্রাণ বিলি, আশ্রয় শিবির খোলা সবই হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজনীতি নয়, এই সঙ্কটকালে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই কর্তব্য, যা কেন্দ্র সরকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বাঁকুড়ায় আবার হাজির ওরা, হইহই কাণ্ড

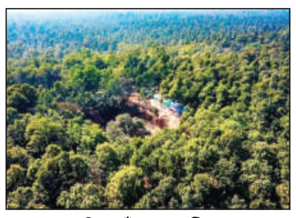

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ জুলাইঃ মাস দেড়েক আগের ঘটনা। হাতির দল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর বনবিভাগ ছেড়ে পশ্চিম মেদিনীপুর হয়ে দলমার পথ ধরেছিল। কিন্তু দেড় মাস যেতে না যেতেই ফের দলমার হাতি ফিরতে শুরু করল বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে। গতকাল রাতে জোড়া হাতি বাঁকুড়ার সীমানায় থাকা কলবাগান এলাকা দিয়ে প্রবেশ করে বিষ্ণুপুর বন বিভাগের অন্তর্গত আধকাটা জঙ্গলে। আমনের ভরা মরসুমে হাতি ফের বাঁকুড়ায় ফিরে আসায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় হাতিগুলির উপর কড়া নজরদারি শুরু করেছে বন দফতর। প্রতি বছরই খাবারের খোঁজে নিয়ম করে হাতির দল দলমা পাহাড় থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর হয়ে বাঁকুড়ায় প্রবেশ করে। সংখ্যায় কখনো ৮০ আবার, কখনো একশোর বেশি হাতি বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করে। তারপর কয়েকমাস ধরে বাঁকুড়ার বিভিন্ন জঙ্গল ঘুরে ফের হাতির দল ফিরে যায় ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড়ে। এতদিন প্রতি বছর আমন পাকার মরসুমে হাতির দল বাঁকুড়া এলেও এবছর আমন রোপণের মরসুমেই হাতি আসতে শুরু করল বাঁকুড়ায়। গতকাল দু'টি হাতি কলাবাগান এলাকায় বাঁকুড়ায় প্রবেশ করতেই সক্রিয় হয় বন দফতর। স্থানীয় বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তড়িঘড়ি হাতিগুলির গতিবিধির উপর কড়া নজরদারি শুরু করেন বন কর্মী ও আধিকারিকরা।

প্লাবনের আশঙ্কায় উদ্বেগ বাড়ছে খানাকুলে

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১৩ জুলাইঃ ডুবেছে ঘাটালের বিস্তৃর্ণ এলাকা। গত ২৪ ঘণ্টায় জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। তবে ভাল নেই খানকুলও। শিলাবতী ও দ্বারকেশ্বর নদের জলে ফুঁসছে রূপনারায়ণ। হু হু করে বাড়ছে নদীক জলস্তর। প্লাবিত হয়েছে নদী তীরবর্তী বেশ কয়েকটি এলাকা। সব থেকে বেশি খারাপ অবস্থা পানশিউলি, রাধাকৃষ্ণপুর, বাসাবাটি, গড়েরঘাটের। প্রচুর চাষের জমি ইতিমধ্যেই জলের তলায় চলে গিয়েছে। আরামবাগ গড়েরঘাট প্রধান সড়কের গড়েরঘাট এলাকায় রাস্তার উপরে উঠে গিয়েছে জল। দামোদরের শাখা মুণ্ডেশ্বরী দিয়ে ডিভিসি-র জল খানাকুলের পানশিউলিতে রূপনারায়ণে পড়ছে। শনিবার থেকেই জল ছাড়া শুরু করে দিয়েছে ডিভিসি। এরইমধ্যে জল ছাড়ার পরিমাণ যদি আরও বাড়ায় ডিভিস তাহলে পরিস্থিতি যে আরও ঘোরাল হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন খানাকুলবাসী। এলাকার এক বাসিন্দা বলছেন, এরকম করে জল বাড়তে থাকলে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়ব। নৌকাও ঠিকমতো নেই। কোনও গাড়িও যাচ্ছে না, হেঁটেও যাওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি খুবই খারাপ। আগেও তো অনেক বড় বন্যা হয়েছে। এবার এইভাবে জল বাড়তে থাকলে এরপর কী হবে জানি না।

‘সাগরদিঘিকে দ্বিতীয় ভাঙড় বানানোর চেষ্টা করছেন’

বিধায়ক বাইরনকে নিয়ে বিস্ফোরক তৃণমূলেরই ব্লক সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, সাগরদিঘি, ১৩ জুলাইঃ কংগ্রেসের টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগ দেওয়া সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ শাসকদলের ব্লক সভাপতির। একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা থেকে বাইরনকে তোপ দাগলেন সাগরদিঘি ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নুরে মেহেবুব আলম। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিকে দ্বিতীয় ভাঙড় বানানোর চেষ্টা করছেন বিধায়ক বাইরন। ভাঙড়ের মতো সাগরদিঘিতে কোনও মায়ের কোল খালি হতে দেবেন না বলে তিনি মন্তব্য করেন। ২ দিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে খুন হয়েছেন এক তৃণমূল নেতা। এই নিয়ে রাজ্যের শাসকদল আইএসএফের দিকে আঙুল তুলেছে। কিন্তু, বিরোধীদের দাবি, শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই এই খুন। এমনকি, ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা খুনে পুলিশ শাসকদলেরই এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে। এবার মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে দাঁড়িয়ে সেই ভাঙড়েরই প্রসঙ্গ টেনে আনলেন শাসকদলের

ব্লক সভাপতি। সাগরদিঘির দিয়ার বালাগাছি এলাকায় একুশ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভার মঞ্চ থেকে বিধায়ক বাইরনকে আক্রমণ করেন নুরে মেহেবুব আলম। তিনি বলেন, ‘‘বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস বলেছিলেন, তৃণমূলকে কিনে নেব। আর দেখলাম কী, নিজের স্বার্থের জন্য, ব্যবসা বাঁচাতে পায়ে ধরে তৃণমূলে এলেন।’’ বাইরনকে তোপ দেগে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি বলেন, ‘‘আমি জানি না কতদিন দলে থাকব। কারণ, যাঁরা আসল তৃণমূল, যাঁরা বুথ সভাপতি, যাঁরা তৃণমূলের জন্য পরিশ্রম করছেন, তাঁদের বিধায়ক বিভিন্নভাবে প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা করছেন।’’ এরপরই তিনি বলেন, ‘‘শান্তিপ্রিয় সাগরদিঘিতে যাতে মানুষে মানুষে বিভেদ হয়, তার চেষ্টা করছেন বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস।’’ এরপরই তিনি বলেন, ‘‘আমরা কোনও অশান্তি চাই না। চাই না কোনও মায়ের কোল খালি হোক। আমাদের কোনও মায়ের যদি কোল খালি হয়, তার জন্য দায়ী থাকবেন বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। কারণ, প্রত্যেক জায়গায় তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন বিধায়ক।’’ তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল ব্লক সভাপতির অভিযোগ নিয়ে বাইরন বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে সাগরদিঘিতে উপনির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে জেতেন বাইরন। কিন্তু, মাস তিনেকের মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে তৃণমূলের একটি সভায় শাসকদলের পতাকা হাতে তুলে নেন বাইরন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন তিনি।

‘নেতা না বদলালে ছাব্বিশে জেতা অসম্ভব!’ বেজায় চটেছেন উত্তরের কেষ্টদা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুলাইঃ বেজায় চটেছেন উত্তরের কেষ্টদা। একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা থেকে দলের জেলা নেতৃত্বের স্বচ্ছতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দিলেন তৃণমূলের এসসি এসটি ওবিসি সেলের জলপাইগুড়ির সভাপতি কৃষ্ণ দাস। যিনি উত্তরের কেষ্ট মণ্ডল বলে বিরোধী রাজনৈতিক মহলে পরিচিত। তাঁর সাফ কথা, স্বচ্ছ নেতা ছাড়া ছাব্বিশের ভোটে জিততে পারবে না তৃণমূল কংগ্রেস। আর এখানেই বিরোধীরা গোষ্ঠী কোন্দলের গন্ধ পেতে শুরু করেছেন। শনিবার বিকালে তৃণমূলের এসসি এসটি সেলের তরফে জেলা সভাপতির প্রস্তুতি সভার পাল্টা সভা ডাকেন কৃষ্ণ দাস। গোটা শহর থেকে হাজার দশেকের বেশি অনুগামী তাঁর সভায় যোগ দেন। মিছিল আসে শহরের নানা প্রান্ত থেকে। তবে তাঁর ডাকা সভায় তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের কেউ হাজির ছিলেন না। এতে রাজ্যের শাসকদলের অন্দরের কোন্দল প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। মঞ্চ থেকেই কৃষ্ণ দাস জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের উদ্দেশ্যে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। বলেন, ‘‘ক্ষমতা থাকলে জেলা সভানেত্রী একটা সভা করুন। আমিও একটি সভা করব। কার সভায় কত লোক হল, তা প্রমাণ হয়ে যাবে।’’ খোঁচা দেন সদ্য দলের এক নেতা আর বিজেপি নেত্রীর সঙ্গে গাড়িতে মদ্যপানের প্রসঙ্গ নিয়ে। যে ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই ওই নেতাকে শোকজও করা হয় দলের তরফে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও জেলা নেতৃত্বের উপর তোপের পর তোপ দাগতে থাকেন তিনি। বলেন, ‘‘যে নেতারা জনগণের সঙ্গে থাকবেন না তাঁরা ছিটকে যাবেন। আমি অপ্রিয় সত্যি কথা বলি দেখে আমাকে অনেকেই সহ্য করতে পারে না।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘কর্মীরা মার খাবে। আর নেতা রাতের বেলায় বিজেপি নেত্রীর সঙ্গে গাড়িতে বসে মদ্যপান করবেন। যদি এটাই হয় তবে তৃণমূলকে কেন ভোট দেবে মানুষ।’’

খোয়া গিয়েছিল রথযাত্রায় পাওয়া ৭ লক্ষের ডোনেশন! বাইকের নম্বর ট্র্যাক করে

দুরন্ত বার্তা, এগরা, ১৩ জুলাইঃ ব্যাগে ছিল ৭ লক্ষ টাকা। পাঠিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে জমা দিতে। কিন্তু কে জানত এগরার ইস্কনের ওই প্রভুর জন্য রাস্তাতেই অপেক্ষা করছে বড় বিপদ। এক ভক্ত বাইকে করেই ওই টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তাতেই আচমকা ব্যাগ ভর্তি টাকা রাস্তায় পড়ে যায়। ফের সেই ব্যাগের খোঁজ করলেও তা আর পাওয়া যায়নি। তারপরই তিনি সোজা দ্বারস্থ হন এগরা থানার। পুরো ঘটনা শুনে লিখিত অভিযোগ নেয় পুলিশ। টাকার খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি। গোটা তদন্ত প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন এগরা থানার আইসি অরুন কুমার খাঁ। খতিয়ে দেখা হয় রাস্তার আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ। কিছু সময়ের মধ্যেই হয়ে যায় কিনারা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার হয় হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ। টাকার সঙ্গে ছিল একটি চেকবুক। সেটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এক ব্যক্তি এগরার ইস্কনের মহাবীর মধুসূদন দাস প্রভুর ওই ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই সেটি উদ্ধার করে পুলিশ। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে গোটা ঘটনার কথা জানান

এসডিপিও দেবীদয়াল কুন্ডু। অন্যদিকে পুলিশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ইস্কনের ওই প্রভু। মহাবীর মধুসূদন দাস বলছেন, ‘‘৯ দিনব্যাপী যে বিশাল রথযাত্রার আয়োজন হয়েছিল তাতেই বিভিন্ন ভক্তের কাছ থেকে ৯ লক্ষ টাকার ডোনেশন পেয়েছিলাম। ৭ তারিখ এক ভক্ত ওটা ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাচ্ছিল। রাস্তায় ওই ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় দু'জন বাইকওয়ালা সেটা পায়। পুলিশ বাইকের নম্বর ট্র্যাক করে দ্রুত টাকাটা উদ্ধার করে। এই কাজের জন্য পুলিশকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই।’’

বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্রে স্নানে গিয়ে তলিয়ে গেলেন যুবক

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ জুলাইঃ তাজপুরে সমুদ্রস্নানে নেমে তলিয়ে যাওয়া পর্যটক যুবকের দেহ উদ্ধার হলো মন্দারমণি থেকে। মৃত পর্যটক যুবকের নাম সুবোধ বিশ্বাস (৩২)। বাড়ি নিউ বারাকপুর। জানা গিয়েছে, শনিবার বন্ধুদের সঙ্গে তাজপুর বেড়াতে গিয়েছিলেন সুবোধ। বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্র স্নানে নামেন। বিকেল নাগাদ তলিয়ে যান। বিষয়টি স্থানীয় থানায় জানানো হয়। খোঁজাখুঁজি করার পরেখোঁজ পাওয়া যায়নি। রবিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ মন্দারমণি বীচে একটি দেহ সমুদ্রে ভাসতে দেখা যায়। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে মন্দারমণি উপকূলীয় থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। শনিবার তাজপুর থেকে তলিয়ে যাওয়া নিখোঁজ পর্যটক বলে শনাক্ত করে পুলিশ। মন্দারমণি উপকূলীয় থানার পুলিশ দেহটি ময়না তদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। দিঘায় জগন্নাথ ধাম গড়ে ওঠার পর থেকে দিঘা সহ তাজপুর, মন্দারমণি, শঙ্করপুর প্রভৃতি পর্যটনকেন্দ্রে ভিড় বাড়ছে। সমুদ্রে স্নানে নেমে তলিয়ে অঘটন ঘটে চলেছে। পুলিশ প্রশাসনের নজর এড়িয়ে সমুদ্রস্নানে নেমেই ঘটছে বিপত্ত। এমনটাই জানাচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

বন্যা হলে খুশি হন বাংলার এই এলাকার লোকজন, কারণ জানলে অবাক হবেন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ জুলাইঃ বর্ষায় বন্যা পরিস্থিতি বাংলায়। ইতিমধ্যেই বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। তবে এই বন্যাতেও জলের সঙ্গে ভেসে আসা বিপুল পরিমাণ মাছ ধরে বছরভরের বাড়তি উপার্জন ঘরে তোলেন ওই এলাকার মানুষ। একেই বোধহয় বলে কারো

কারও পৌষ মাস, তখন আবার কারও সর্বনাশ। বস্তুত, দামোদরের-দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে সেচ দফতর জল ছাড়া শুরু করলেই বন্যার আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে এ রাজ্যের বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, হুগলি এমনকি হাওড়া জেলার একাংশের মানুষ। কিন্তু দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া শুরু হলেই বাড়তি উপার্জন শুরু হয় বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের নিত্যানন্দপুর এলাকার নদী পাড়ের বাসিন্দাদের। ব্যারেজ থেকে ছাড়া পৌষমাস তো কারো সর্বনাশ। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া জলে ফি বছর ডুবে যায় এ রাজ্যের পাঁচটি জেলার একাংশ। বন্যায় বসত বাড়ি সহ ঘটি বাটি হারিয়ে কার্যত পথে বসে ওই পাঁচ জেলার হাজার হাজার মানুষ। ফলে বর্ষা এলেই জল ছাড়ার আশঙ্কা তাঁদের তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া শুরু হলেই মুখে হাসি ফোটে বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের নিত্যানন্দপুর গ্রামের মানুষদের। কারণ দুর্গাপুর ব্যারেজের নিচে দামোদর নদে সারা বছর জল থাকে না। ফলে হাজার চেষ্টা করেও সে সময় মাছের দেখা পান না নিত্যানন্দপুর গ্রামের মৎস্যজীবী মানুষেরা। তবে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়লেই দামোদর নদ বইতে শুরু করে কানায় কানায়। সঙ্গে নিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ মাছ। রুই, কাতলা, মৃগেলের পাশাপাশি জলের তোড়ে নদীতে আসে বোয়াল, কাজলি, ট্যাংরা সহ অন্যান্য মাছও। মাঝেমধ্যে নদীতে দেখা মেলে পথ ভুলে চলে আসা ইলিশ, ভেটকিরও। স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া শুরু হলেই নিজেদের পালতোলা নৌকা প্রয়োজন মতো মেরামত করে বিভিন্ন ধরনের জাল নিয়ে নদীতে নেমে পড়েন নিত্যানন্দপুরের মৎস্যশিকারীরা। দিনভর ভরা দামোদরে বুকে জাল ফেলে তুলে আনেন কুইন্ট্যাল কুইন্ট্যাল মাছ। এই সময় নিত্যানন্দপুর এলাকায় দামোদরের ঘাটে যেন মাছের মেলা বসে যায়। সারাবছর হা পিত্যেশ করে বসে থাকা মৎস্যজীবীরা এই সময় বছর ভরের উপার্জন ঘরে তোলেন। বাড়তি উপার্জনে কিছুটা হলেও এই সময় মুখে হাসি ফোটে গরিব মৎস্যজীবীদের পরিবারে।

বৈঁক ऑफ महाराष्ट्र / Bank of Maharashtra
A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING
एक परिवार एक बैंक

মুম্বই দক্ষিণ জোনঃ ২য় তল, জনমঙ্গল, ৪৫/৪৭, মুম্বই সমাচার মার্গ, ফোর্ট, মুম্বই-৪০০০০১ ফোন- ০২২-২২৬৭৫৮৯৯, **ইমেলঃ** legal_mcr@mahabank.co.in
হেড অফিসঃ- লোকমঙ্গল, ১৫০১, শিবাজীনগর, পুনে-৫

দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [নিয়ম 8(I)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের অনুমোদিত কর্মকর্তা, ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের তাদের প্রতিনিধিদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ এবং ব্যয় নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন।

ঋণগ্রহীতারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ০৯.০৭.২০২৫ তারিখে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং উক্ত বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে নীচে উল্লেখিত পরিমাণের চার্জ এবং তার উপর সুদ এবং ব্যয় বহন করা হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য

ঋণগ্রহীতার নাম / সহ-আবেদনকারী (রা) জামিনদার(রা) / (শাখা কাফ প্যারেড)	১৩(২) তারিখের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি / বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নির্দিষ্ট তারিখে প্রদেয় দায়বদ্ধতা
১) শ্রী বৈস্যম্পায়ন চৌধুরি ২) শ্রীমতি জয়া চৌধুরি	৩২,১০,২৫৮.৯৯/- টাকা (বত্রিশ লক্ষ দশ হাজার দু'শো আটান্ন টাকা নিরানব্বই পয়সা মাত্র) এবং ২৮.০৪.২০২৫ পর্যন্ত অপ্রয়োগযোগ্য সুদ এবং তার উপর সুদ, চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, প্রযোজ্যদায়ী হতে হবে এমন চার্জ সহ।

সম্পত্তির বিবরণ
ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ফেজ ১, অর্কিড রেসিডেন্সি, ভারদ বিনায়ক হলের কাছে, দেশালে পাড়া, ভোপার ডোম্বিভালি পূর্ব, তাল কল্যাণ থানে- ৪২১২০১-এর সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল

তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৫
স্থানঃ মুম্বই

চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

PROFECTUS CAPITAL প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেটঅফিস ঠিকানাঃ বি/১৭, ৪র্থ তল আর্ট গিল্ড হাউজ, ফোনিক্স মার্কেটসিটি মলের পিছনে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই, ৪০০০৭০
শাখাঃ ৪র্থ তল, সুগম প্যারাগন, ৫/১ মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

পরিশিষ্ট-IV (নিয়ম ৮(১)
দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী হিসেবে প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের ৩ নম্বর বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যাতে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের নোটিশে উল্লিখিত ৪৩,৪৫,১৮৩/- (তেতাল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো তিরাশি টাকা) ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং PFMLKOL0041557 এর অধীনে মঞ্জুর করা বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধককারীদের (‘ঋণগ্রহীতা’) বিবরণ — ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধককারীদের নাম (ঋণগ্রহীতা)
১	**ভবতোষ বিশ্বাস (ভবতোষ হস্তশিল্প)** প্রাঙ্গণ নং ১৬১, পাবনা কলোনি, ওয়ার্ড নং. ১৪, নদীয়া, পোলাগাঝা মোড়ের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২২২ **এছাড়াও এখানে**- ওয়ার্ড নং. ১৪, চাকদহ, নদীয়া, মা কালী মন্দিরের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২২২ **এছাড়াও এখানে**- হোল্ডিং নং ১১১, কলিতলা রোড, মৌজা-বালিয়ডাঙ্গা, থানা-চাকদহ, ওয়ার্ড নং. ১৪, দাগ নং. ২৯৩/১০০৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫০৫, এখন ২১৭৪, চাকদহ পৌরসভার অধীন জে.এল. নং ২১, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২২২
২	**সরস্বতী বিশ্বাসঃ**- প্রাঙ্গণ নং ১৬১, পাবনা কলোনি, ওয়ার্ড নং. ১৪, নদীয়া, পোলাগাঝা মোড়ের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২২২। **এছাড়াও এখানে**- ১৪ নং ওয়ার্ডে, চাকদহ, নদীয়া, মা কালী মন্দিরের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২২২ **এছাড়াও এখানে**- হোল্ডিং নং ১১১, কলিতলা রোড, মৌজা-বালিয়ডাঙ্গা, থানা-চাকদহ, ওয়ার্ড নং. ১৪, দাগ নং. ২৯৩/১০০৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫০৫, এখন ২১৭৪, চাকদহ পৌরসভার অধীন জে.এল. নং ২১, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২২২
	অন্যান্য ঠিকানা ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের উল্লিখিত চাহিদা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতারা উপরোক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদার এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **১১ জুলাই, ২০২৫** তারিখে উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধির ৮ নম্বর বিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচের তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (স্থাবর সম্পত্তি) দখল করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদার এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উপরোক্ত স্থাবর সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং স্থাবর সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের চার্জ প্রযোজ্য হবে, মোট পরিমাণের জন্য **২৩শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে ৪৩,৪৫,১৮৩/- (তেতাল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো তিরাশি টাকা মাত্র)** বকেয়া এবং তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার উপর আরও সুদ প্রদেয়।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদারদের উক্ত আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

প্রস্তাবিত ভিটির সমস্ত অংশ- বালিয়াডাঙ্গা মৌজা জে.এল. নং. ২১, খতিয়ান এলআর-১৫০৫ (এক হাজার পাঁচশো পাঁচ), দাগ নং. এল.আর ২৯৩/১০০৫ (দুশো তিরানব্বই বাই/বাটা এক হাজার পাঁচ) এবং ০৫ (পাঁচ) ডেসিমেল/সাতক বাড়ি শ্রেণিবদ্ধ জমি এবং/অথবা তার চেয়ে কিছুটা কম বা কম ৩ (তিন) কাঠা, চাকদহ পৌরসভার হালনাগাদ ওয়ার্ড নং ১৪, হোল্ডিং নং ১১১ (ব্ল্যাক-টপ, কালীতলা রোডের উপরে এনএইচ ৩৪) হাল তৌজি নং ১২, পরগনা পাজনৌর জেলা নদীয়া, এডিএসআর এবং থানা চাকদহ, পশ্চিমবঙ্গ এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং নীচের মতো বাঁকানো এবং সীমানাযুক্তঃ **উত্তরেঃ** কালীতলা রোড, কালীতলা টাওয়ার এনএইচ ৩৪, **দক্ষিণেঃ** পানু সরকারের বাড়ি **পূর্বেঃ** জীবন সর্দারের বাড়ি, **পশ্চিমেঃ** মায়া মল্লিকের বাড়ি

তারিখঃ ১১.০৭.২০২৫
স্থানঃ চাকদহ, নদীয়া

শ্রী জয়ন্দ মন্ডল
অনুমোদিত অফিসার,
প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN: L70101WB1983PLC036161
Regd Office: 7,P.K Tagore Street, Kolkata - 700006.
E-mail id: shranchi@yahoo.com
Website: www.hallmarkpropertiesandtraders.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2025

(Rs. in Lakhs)

SL No.	Particulars (Refer Notes Below)	Quarter Ended 30.06.2025 Unaudited	Quarter Ended 31.03.2025 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited	Year Ended 31.03.2025 Audited
1	**Income**				
	(a) Revenue from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Income [a+b]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**Expenses**				
	(a) Purchase of stock-in-trade/services	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Employee benefits expense	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Finance Cost	—	—	—	—
	(d) Depreciaion and amortisation expense	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Other expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expenses [a+b+c+d+e]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**Profits/(Loss) before Exceptional Items (1-2)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	Exceptional items	—	—	—	—
5	**Profits/(Loss) before Extraordinary Items and Tax(3-4)**	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Extraordinary Items	—	—	—	—
7	**Profits/(Loss) before tax (5-6)**	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**Tax Expense**				
	(a) Current Tax	—	—	—	—
	(b) Deferred Tax	—	—	—	—
9	**Net Profit/Loss for the period after tax (7-8)**	—	—	—	—
10	**Others Comprehensive Income**				
	Items that will not be reclassified to Profit or (Loss)				
	a) Changes in Fair Value of Equity Instruments through Other Comprehensive Income	—	—	—	—
	b) Income tax relating to item (a) above	—	—	—	—
11	**Total Other Comprehensive Income (net of tax)**	—	—	—	—
12	**Total Comprehensive Income for the period (9+11)**	—	—	—	—
13	Paid-up equity share capital (Face value: Rs.10 per share)	24.00	24.00	24.00	24.00
14	Other Equity (excluding Revaluation Reserves)				-24.00
15	**Earnings per Equity Share (not annualised)**				
	(a) Basic (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Diluted (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00

Notes :

1. The audited standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
2. The above audited standalone financial results for the quarter ended June 2025 were reviewed by the Board and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 12th July, 2025. These results have been subjected to a Limited Review carried out by the Statutory Auditors.
3. The figures for the corresponding periods have been regrouped, reclassified & restated wherever necessary, to conform to the figures of the current period.
4. The Company derives revenue primarily from engaged in business of deal in freehold, leasehold, ground rents and interest received from lending money services.There are no other reportable segment in terms of IND AS-108 Segment Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)
DIN: 00612517

Place : Kolkata
Date : 12.07.2025

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender by two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/99/V/Z-II/25-26
Name of the work: **Improvement work of lighting arrangement by installation of poles, LED light fittings along with other electrical works at Princep Ghat areas under Riverfront areas.** Estimate amount: **₹ 2,99,800.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : LTG/91/42/V/Z-II/25-26
Name of the work: **Improvement of street lighting system with LED light fittings, poles and other electrical accessories at various places of Ward No.-42 under BR-V.** Estimate amount: **₹ 4,99,776.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **23.07.2025 up to 4 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **12.07.2025 at 6 P.M.** from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : LTG/69/46/VI/Z-II/25-26
Name of the work: **Renovation of lighting arrangement at different Uttaran areas in Ward No.-46.** Estimate amount: **₹ 1,99,568.93.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(4) NIT No. : LTG/68/47/VI/Z-II/25-26
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings at various places in Ward No.-47.** Estimate amount: **₹ 4,99,627.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **26.07.2025 up to 1 P.M. (For Sl. No. 3 & 4).** Bid opening date: **28.07.2025 (For Sl. No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **16.07.2025 (1 P.M.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 3 & 4).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/169/25-26
Name of the work: **Electrical repairing works of high-masts and street lights at different areas under BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,69,209.34.** Earnest money: **₹ 3,500.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/176/25-26
Name of the work: **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Borobagan area, Khasmahal area, Hogla Para, Kolabagan area, Jhoro Bustee, Madartala area, Jhilmil area, R. P. Colony and Shantigar Colony and surrounding areas in Ward No.-94, KMC.** Estimated amount: **₹ 2,73,303.98.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/179/25-26
Name of the work: **Development of lighting arrangement at Sunny Park and adjacent areas in Ward No.-81, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,79,759.66.** Earnest money: **₹ 3,600.00.** Period of completion: **20 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/180/25-26
Name of the work: **Repairing and other works of Park lighting system at 10 No. Netajinagar Children Park etc. areas in Ward No.-98, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,27,534.72.** Earnest money: **₹ 2,600.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/182/25-26
Name of the work: **Repairing works of street lighting arrangement at Chasipara Math areas in Ward No.-98, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,45,596.55.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/181/25-26
Name of the work: **Renovation works of street lighting arrangement at 170/148 N.S.C. Bose Road and Khanpur Dhalu areas in Ward No.-98, BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,39,010.84.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/183/25-26
Name of the work: **Development of Bustee lighting system at Gabindapur, Daspara, Adibasi Para and other Colony areas EE in Ward No.-93, BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,87,920.15.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/184/25-26
Name of the work: **Installation of street lighting system at Ganguly Pukur in Ward No.-92, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,49,751.69.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of completion of bid: **24.07.2025 up to 9 A.M. (For Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **12.07.2025 from 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 8).**

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/09/25-26/AB
Name of the work: **Development of Bustee lighting arrangement at Bagan Bari Road Bustee, K. K. Mazumder Road Kali Bari Lane Bustee etc. slum areas in Ward No.-104, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 2,98,384.70.** Earnest money: **₹ 6,000.00.**

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/08/25-26/AB
Name of the work: **Repairing and replacement work for high mast and mini mast light and other electrical accessories in Ward No.-104 under BR-XI.** Estimated amount: **₹ 3,48,809.48.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Last date and time of completion of bid: **23.07.2025 (3 P.M.) (For Sl. No. 9 & 10).** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 (3 P.M.) (For Sl. No. 9 & 10).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, BR-III, KMC invites e-tender online percentage bid system for the following work:

NIT No. : LTG/201/WD-30/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work: **Improvement of Uttaran lighting system at M. M. Road Uttaran and other Uttarans in Ward No.-30.** Estimated amount: **₹ 1,98,064.77.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date of submission of bid: **22.07.2025 (1 P.M.).** The bid forms and other details are available on & from **12.07.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (643/25-26)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

লালগ্রহের কঠিন মাটিতে প্রাচীন নদীপথের অস্তিত্ব পেলেন বিজ্ঞানীরা

গঙ্গার চেয়েও বড় নদী ছিল একসময়। আর্দ্রতায় ভরে যেত রুখাশুখা মাটি। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ছিল সেই নদীপথ। সেসব অবশ্য প্রাচীনকালের কথা। এখন তো প্রতিবেশী মঙ্গল শুস্ক। উপল-বন্ধুর মঙ্গলপৃষ্ঠের জন্য তাকে লালগ্রহ বলা হয়। এই গ্রহ আদৌ বসবাসযোগ্য কিনা, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চলছে। আর সেই গবেষণার ফলেই সম্প্রতি মঙ্গলে নদীপথের অস্তিত্ব মিলেছে বলে দাবি করলেন বিজ্ঞানীরা। বলা হচ্ছে, ১৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল সেই জলভাগ। যা ভাবা হচ্ছিল, তার চেয়েও বেশি আর্দ্র ছিল মঙ্গলের মাটি। পৃথিবীর চেয়েও বেশি। বিজ্ঞানীদের এহেন দাবির পর প্রতিবেশী গ্রহটিকে নিয়ে নতুন ভাবনার জন্ম দিচ্ছে।

ইংল্যান্ডের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সাহায্যে ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা মঙ্গল নিয়ে একটি গবেষণা চালাচ্ছেন। সেই টিমের প্রধান বিজ্ঞানী অ্যাডাম লুসকুট জানাচ্ছেন, তাঁরা হাই রেজলিউশন ক্যামেরা ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মূলত তিনটি যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে গবেষণার কাজ চলেছে। কনটেক্সট ক্যামেরা, মার্স অরবিটার লেসার আলটিমিটার এবং হাই রেজলিউশন ইমেজিং সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট। মঙ্গলের ‘ টেরা’ এলাকার অবস্থান, নদীপথের রূপ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে যা জানা

যাচ্ছে, তা অনেকটা এরকম - একসময়ে লালগ্রহে বিস্তৃত নদীপথ ছিল। পারস্পরিক সংযোগ ছিল তাদের মধ্যে। জলে ভরা ছিল সেসব এলাকা। আর এসব থেকে ইঙ্গিত, কোনও এক সময়ে জীবনধারণের যোগ্য ছিল মঙ্গল গ্রহ।

প্রায় একশো কোটি বছর আগে কেমন ছিল সেসব দিন? সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী, বিশাল এলাকা দিয়ে কয়েক হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথ ছিল। মাটি থেকে তার উচ্চতা ছিল ১০ মিটার প্রায়। নদীপথের মধ্যে পারস্পরিক সংযুক্তি এবং তাদের প্রবাহ শুধুমাত্র গ্রহের একটি দশাকেই চিহ্নিত করে না। তার ভূতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। ৩৭০ কোটি বছর আগে মঙ্গলে এটাই ছিল জলের মূল উস। তখনও বরফ গলা জলে সিক্ত হয়নি তার মাটি।

বিজ্ঞানী লুসকুটের কথায়, মঙ্গলের নোয়াচিস টেরা এলাকা, যা নিয়ে সবচেয়ে কম গবেষণা হয়েছে, তা আমাদের চমকে দিচ্ছে। যা পেয়েছি তা আসলে একটা টাইম ক্যাপসুল! পৃথিবীতে বসে এর চেয়ে বেশি পাওয়া সম্ভব ছিল না। সাম্প্রতিক গবেষণা মঙ্গল সম্পর্কে ধারণাগত সাহায্য করছে, তা নয়। তার এমন পরিবর্তনের কারণ নিয়েও বহু প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন, মঙ্গল কি বসবাসযোগ্য ছিল নাকি হয়ে উঠতে পারবে?

আগামী ১৪ জুলাই ড্রাগন ক্যাপসুল আলাদা হবে স্টেশন থেকে, শুভাংশু শুক্লারা রওনা দেবেন পৃথিবী অভিমুখে

গত মাসে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রথম ভারতীয় হিসেবে পা রেখেছেন শুভাংশু শুক্লা। তারপর থেকে সেখানেই কাটছে তাঁর দিনকাল। তবে এবার ঘরে ফেরার পালা। আগামী ১৪ জুলাই ড্রাগন ক্যাপসুল আলাদা হবে স্টেশন থেকে। তারপর তাঁরা রওনা দেবেন পৃথিবী অভিমুখে।

২৬ জুন ইতিহাস তৈরি করেন ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযানের অংশ হিসাবে অন্য তিন মহাকাশচারীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পৌঁছান শুভাংশু। তারপর গত কয়েকদিন ধরে মহাকাশ থেকে একাধিক বিষয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। এবার ঘরে ফেরার প্রস্তুতি। ১৪ জুলাই ভারতীয় সময়ানুসারে ৪টে ৩৫ মিনিটে (আমেরিকার সময় ভোর ৭টা বেজে ৫ মিনিটে) ড্রাগন স্টেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। তারপর পৃথিবীর অভিমুখে যাত্রা করবে ড্রাগন। প্রথম ভারতীয় হিসাবে স্পেস

স্টেশনে পা রাখতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেখানে আগে থেকে উপস্থিত মহাকাশচারীরা। অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযানে অংশ নেওয়া শুভাংশু-সহ চার মহাকাশচারীকে ‘ওয়েলকাম ড্রিংক’ (স্বাস্থ্যকর খাবার) দিয়ে স্বাগত জানান তাঁরা। তবে মহাকাশে পৌঁছনোর পর শুভাংশু জানান, তাঁর মাথা ভারী লাগছে। আসলে যে কোনও মহাকাশচারীর প্রথম মহাকাশে গিয়ে একটু শারীরিক অস্বস্তি হয়। তবে দ্রুত সেই অবস্থা কাটিয়েও ফেলেন তিনি। কাজের পাশাপাশি নিজেকে ফিট রাখতে জিম করতেও দেখা যায় তাঁকে।ফুটবল মাঠের আয়তনের মাধ্যাকর্ষণহীন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র থেকে দ্রুত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে পেয়েছেন তিনি। ৪০০ কিলোমিটার উঁচু থেকে পৃথিবীকে দেখতে কেমন লাগছে? এ প্রসঙ্গে শুক্লার জবাব, পৃথিবীকে এমন স্থান থেকে দেখার সুযোগ পাওয়াটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়। যাত্রাটা অসাধারণ ছিল। অসাধারণ! মহাকাশে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রবেশ করলাম, এই ক্রু সদস্যরা আমাকে এমন স্বাগত জানাল! তোমরা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের জন্য তোমাদের ঘরের দরজা খুলে দিলে।

৬ কোটি বছরের পুরনো ‘গোপন ঘড়ি’র মধ্যে! বিস্মিত গবেষকরা

বদলেছে পৃথিবী। বদলেছে এই গ্রহের জীববৈচিত্র। যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে ফসিলস তথা জীবাশ্ম। কিন্তু এবার গবেষকরা আরও গভীরে নেমেছেন। দাবি করেছেন, মাটির গভীরে থাকা এক ‘গোপন ঘড়ি’ই নাকি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।ভূতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর ইতিহাসকে নানা পর্বে ভেঙেছেন। যেমন জুরাসিক কিংবা ক্রিটেশিয়াস প্রভৃতি। আর এই বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলত জীবাশ্ম-প্রমাণই ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী থেকে প্রাণের বিলুপ্তির দিকে নজর রেখেছেন বিজ্ঞানীরা। আর এই সব বিলুপ্তির ক্ষেত্রে গ্রহাণুর আছড়ে পড়ার পাশাপাশি আরও বহু কারণ উঠে এসেছে। যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন কিংবা অগ্নুৎপাতের মতো প্রাকৃতিক ঘটনাও রয়েছে।কিন্তু ‘ আর্থ

অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট’-এ প্রকাশিত নতুন গবেষণাপত্র বলছে এই ‘ আসল ’ রয়েছে মাটির অনেক গভীরে- টেকটনিক প্রক্রিয়া। ৬ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর জীববৈচিত্র ও নানা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এখান থেকেই। সহজ ভাবে বললে ভূত্বকীয় পাত সংস্থান মহাদেশগুলির চলন কিংবা অগ্নুৎপাতের মতো ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমনও প্রভাবিত হয়।ভূতাত্ত্বিক নানা তথ্য এবং পৃথিবীর সময়-সারণীর নানা দিক খতিয়ে দেখে তবেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন গবেষকরা। দেখা যাচ্ছে প্রতি ৬ কোটি বছরে নানা পরিবর্তনের ফলে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। নিছক জীবাশ্ম বা প্রাণের অবলুপ্তি নয়, তার গভীরে গিয়ে করা এই পর্যবেক্ষণ আগামিদিনে পৃথিবীকে আরও ভালোভাবে বুঝতে এবং এর আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সম্পর্কে নতুন ধারণায় পৌঁছতে সাহায্য করবে বলেই মনে করছেন গবেষকরা।

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে অদ্ভুত যুক্তি পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

১৩ জুলাই ঃ সিঁদুরের মারে কোমর ভেঙে গিয়েছে পাকিস্তানের। লজ্জার হারের পর এবার দোষ দিচ্ছে সেনা বাহিনীর ওপরে। দেশের সেনাকে বলির পাঁঠা করে হারের জন্য অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছিলেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাওয়াজা আসিফ। পুরনো সেই ভিডিও সম্পরতি ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। যেখানে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাবি করছেন, আমাদের সেনাবাহিনী ভারতের ছোড়া ড্রোন ইচ্ছে করেই আটকায়নি যাতে আমাদের অবস্থান ওদের কাছে প্রকাশ না পায়। আসিফের এহেন যুক্তি সামনে আসার পর সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে কটাক্ষ করতে শুরু করল খোদ পাকিস্তানের জনতাই।

অপারেশন সিঁদুর চলার পর সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছিল শাহবাজ শরিফের সরকার। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, গতকাল যে ড্রোন হামলা চলেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের অবস্থান জানা। এটা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। ফলে এখানে স্পষ্টভাবে সবটা আমি বলব না। তবে সেই ড্রোন আমাদের সেনা আটকায়নি যাতে আমাদের অবস্থান ভারতের কাছে প্রকাশ না হয়। খোদ

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এমন যুক্তি সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ হতেই হাসির রোল ওঠে।সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও তুলে ধরে একজন লিখেছেন, ভারত-পাক যুদ্ধের আপনারা কী কমেডি শো দেখতে চান? আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী একটি বয়ান দিয়েছেন। যেখানে তিনি বলেছেন, ওরা ভারতের ড্রোন আটকায়নি যাতে ওদের অবস্থান ভারতের কাছে স্পষ্ট না হয়।’ অদ্ভুত এই যুক্তি উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছে গোটা বিশ্বে। যদিও সেই ঘটনার পর ভারতের উপর ব্যাপক হামলা চালানো হয়েছে বলে বারবার দাবি করা হয় পাকিস্তানের বহু নেতার তরফে। কেউ দাবি করেন পাক সেনার হামলায় ভারতের সেনাঘাঁটি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কারও দাবি ছিল, পাকিস্তানি সাইবার আক্রমণের কারণে ভারতীয় স্টেডিয়ামের বিদ্যু চলে গেছে, বিমান ধ্বংস হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের সেই দাবি যে সর্বৈব মিথ্যা ছিল তা প্রমাণ হয়ে যায়।উল্লেখ্য, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর বদলে নিতে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারত। সেই হামলায় গুঁায়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯ জঙ্গিঘাঁটি। সেই হামলার পালটা ভারতের মাটিতে ড্রোন হামলা চালায় পাক। যার পালটা পাকিস্তানের ১৩টি সেনাঘাঁটি গুঁায়ে দেওয়া হয়। সেই প্রেক্ষিতেই হারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই যুক্তি তুলে ধরেছিলেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

এফবিআই এর অভিযান, আমেরিকায় গ্রেপ্তার ৮ খলিস্তানি জঙ্গি

১৩ জুলাই ঃ মার্কিন মুলুকে খলিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব।স। অভিযান এফবিআই-এর। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হল ৮ খলিস্তানি জঙ্গিকে। এই তালিকায় রয়েছে এনআইএ-এর হিটলিস্টে থাকা খলিস্তানি জঙ্গি পবিত্র সিং বাটালা। মার্কিন প্রশাসনের তরফে

জানা গিয়েছে, এক অপহরণ ও নির্যাতন মামলার তদন্তে নেমে এই খলিস্তানি দলের সন্ধান পায় মার্কিন পুলিশ। সেইমতো গত ১১ জুলাই আমেরিকার একাধিক পুলিশ বিভাগের সঙ্গে মিলে সান জোয়াকুইন কাউন্টির ৫ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয় এফবিআই-এর তরফে। সেই অভিযানেই গ্রেপ্তার হয় এই ৮ খলিস্তানি জঙ্গি। অভিযুক্তরা হল, দিলপ্রীত সিং, অর্শপ্রীত সিং, অমৃতপাল সিং, বিশাল, পবিত্র সিং, গুরতাজ সিং, মনপ্রীত রন্ধাওযা এবং সরবজি সিং। এই অপরাধীদের কাছ থেকে ৫টি হ্যান্ডগান, একটি অ্যাসল্ট রাইফেল, প্রচুর পরিমাণে গুলি ও ১৫ হাজার মার্কিন ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এই তালিকাতেই রয়েছে পবিত্র সিং বাটালা। দীর্ঘদিন ধরে এনআইএ’র হিটলিস্টে থাকা খলিস্তানি জঙ্গি পবিত্র পাঞ্জাবে একাধিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। পাঞ্জাবের এই গ্যাংস্টার নিষিদ্ধ সংগঠন বব্বর খালসার সঙ্গে যুক্ত। এনআইএ’র হাত থেকে বাঁচতে আমেরিকায় চলে যায় অভিযুক্ত। সেখান থেকেই ভারতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাত। এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন পুলিশ।

যমুনার শুদ্ধিকরণে পথ দেখাচ্ছে ফ্রান্সের নদী

দিল্লির বুক চিরে বয়ে যাওয়া যমুনা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে যমুনার দূষণে দিল্লিবাসী অতিষ্ঠ। গত ফেব্রুয়ারিতে সরকার বদলেছে রাজধানীর। প্রশ্ন উঠেছে, এবার কি যমুনা সংস্কার করা হবে? এই পরিস্থিতিতে যমুনাকে পথ দেখাচ্ছে ফ্রান্সের শ্যেন নদীর সংস্কার। ১০২ বছর পরে প্রথমবার সেই নদীতে জনসাধারণকে স্নানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেখানে। যা যমুনাকেও পথ দেখাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ অলিম্পিকে শ্যেন নদীতে সাঁতার কাটেন প্রতিযোগীরা। সেই শুরু। এবার সাধারণের জন্যও অনুমতি মিলল স্নানের। অথচ ১৯২৩ সাল থেকে ‘ নদীটি। কেবল স্নানই নয়, এই নদীর জল স্পর্শ করাতেও ‘ দেখছিলেন বিশেষজ্ঞরা। অভিযোগ ছিল, নদীতে প্রচুর পরিমাণে মলের খণ্ড ভাসতে দেখা যাচ্ছে। কার্যতই দূষণে ভরা সেই শ্যেন নদীই এবার সকলের সামনে নতুন নিদর্শন তৈরি করছে। বিশেষ করে যমুনার মতো দূষিত নদীর কাছে আজকের পরিচ্ছন্ন শ্যেন পৌঁছে দিচ্ছে নয়া বার্তা।গত শতকের নয়ের দশকে শুরু হয়েছে শ্যেন পরিষ্কার করার কাজ। ভারতীয় মুদ্রায় সব মিলিয়ে ১৪০৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল ফ্রান্স প্রশাসন। জল পরিশ্রুত করতে নেওয়া হয়েছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য। অবশেষে ফল মিলেছে। গত সপ্তাহেই প্যারিসের বাসিন্দারা বহু দশক পর প্রথমবার স্নান করেছেন শ্যেন নদীতে।এহেন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, দিল্লি কি এই সংস্কার থেকে শিক্ষা নেবে না? এপ্রসঙ্গে বলা যায়, ক্ষমতায় আসার আগেই প্রচারে যমুনাকে দূষণমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। এমনকী এই ইস্যুতেও কাঠগড়ায় তুলেছিল আম আদমি পার্টিকে। প্রচার চালানো হয়েছিল, দু-দুবার নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা রাখেনি কেজরিওয়াল সরকার। ক্ষমতায় এসে ইতিমধ্যেই ৩১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছে রেখা গুপ্তার সরকার। যমুনা পরিষ্কারের জন্য দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় ২৭টি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে বলে দিল্লি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। আপাতত তাই আশা, যমুনাও হয়তো একদিন শ্যেন নদীর মতো সকলের স্নানের যোগ্য হয়ে উঠবে।

গলছে বরফ, জাগছে আগ্নেয়গিরি!

জলবায়ু পরিবর্তন এই পৃথিবীর কাছে কত বড় বিপদ বয়ে আনছে সেটা কারও অজানা নয়। কিন্তু উষ্ণায়নের ধাক্কায় যেভাবে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলছে তাতে আগামিদিনে বড় বিপদ ঘনিয়ে আসবে। জেগে উঠবে বহু আগ্নেয়গিরি। এমনটাই হুঁশিয়ারি বিজ্ঞানীদের!

প্রাগে অনুষ্ঠিত গোল্ডস্মিদ ভূরসায়ন সম্মেলনে এই সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র পেশ করা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, চিলির আন্দেজ পর্বতমালার ভূতাত্ত্বিক তথ্য খতিয়েদেখে বোঝা যাচ্ছে কীভাবে বরফ গলতে শুরু করায় তার নিচে চাপা পড়ে থাকা আগ্নেয়গিরিকে জাগিয়ে তুলছে। এর ফলস্বরূপ অচিরেই আরও ভয়াবহ ও ঘনঘন অগ্নুৎপাত হতে পারে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, ইতিমধ্যেই আইসল্যান্ডে যা দেখা গিয়েছে তা সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।

মুর্শিদাবাদের আইন কলেজে বেআইনি কাজ, গ্রেপ্তার তৃতীয় বর্ষের মহিলা ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, ১৩ জুলাই ঃ কলকাতার একটি বিখ্যাত আইন কলেজে এক ছাত্রীর সঙ্গে ধর্ষণের ঘটনার পর এবার মুর্শিদাবাদ জেলায়. কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি বেসরকারি আইন কলেজে এক সিনিয়র দাদার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার করায় দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি , মারধর এবং র‍্যাগিং করার অভিযোগ উঠল কয়েকজন তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রবিবার কান্দি থানার পুলিশ সোমা শীল নাম ওই আইন কলেজে তৃতীয় বর্ষের এক মহিলা ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত এই ছাত্রীকে রবিবার কান্দি আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তার জেল হেফাজতে নির্দেশ দেন। আগামী ১৮ তারিখ ওই ছাত্রীকে ফের আদালতে পেশ করা হবে।

প্রসঙ্গত গত ১১ তারিখ কান্দি বিমল চন্দ্র ল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া তৃনা মজুমদার নামে এক ছাত্রী অভিযোগ করেন, ওই কলেজেটি তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া জনৈক অর্ক কুন্ডু নামে এক ছাত্রের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তার উপর কয়েকজন সিনিয়র অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে। যদিও সেই দিনই তৃণার বিরুদ্ধে সোমা শীল নামে তৃতীয় বর্ষের এক পড়ুয়া তাকে কুকথা বলা এবং শারীরিকভাবে হেনস্থা করার অভিযোগ করেছিলেন। দুই পক্ষই কান্দি থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কান্দি থানার এক আধিকারিক জানান তৃণা মজুমদারের তরফ থেকে সোমা শীল মোট ছ’জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। কলেজের সিসিটিভি ফুটেজ এবং বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখার পর সোমা শীলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা , গুরুতর আঘাত ,শ্লীলতাহানি, হুমকি প্রদর্শন এবং র‍্যাগিংয়ের ধারায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে।

তৃণা মজুমদারের আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন,’আমার মক্কেলকে শ্লীলতাহানি, মারধর এবং র‍্যাগিং করা নিয়ে কান্দি থানায় মামলা করা হয়েছিল। সেই মামলায় আজ পুলিশ সোমা শীল নামে এক ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ পুলিশ ওই ছাত্রীকে আদালতে পেশ করেছিল। কিন্তু মাননীয় বিচারক তার জামিনের আবেদন খারিজ করে আগামী ১৮ তারিখ ফের আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে।’তৃনা মজুমদার বলেন,’ এই মাসের ৮ তারিখে আমি যখন কলেজে গিয়েছিলাম সেই সময় আমার এক সিনিয়র দাদা, গৌরব এবং অন্য কয়েকজন এসে আমাকে কাছেই একটি ক্যাফেতে যেতে বলে। কিন্তু আমি সেখানে যেতে রাজি হয়নি। এরপর তারা কয়েকজন বহিরাগতকে কলেজে নিয়ে আসে। আমি ক্লাসে ঢুকে যাওয়ার পর আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ’থ্রেট’ করে কমনরুমে যেতে বলে। এর কিছুক্ষণ পর অর্ক নামে আমার এক সিনিয়র দাদা এসে আমাকে ওই কমন রুমে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদের উপর শারীরিক অত্যাচার করা ছাড়াও র‍্যাগিং করা হয়।’ তিনি বলেন,’ এর দু’দিন পর ১১ তারিখে আমি কলেজে ফর্ম পূরণ করতে এবং কিছু ’অ্যাসাইনমেন্ট’ জমা দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার উপর ফের একবার অত্যাচার শুরু হয়। কিন্তু আমি সবকিছু অবজ্ঞা করে যখন কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে যাচ্ছিলাম সেই সময় অর্ক আমার পিঠে ধাক্কা মারে।’ ওই ছাত্রী বলেন,’ একজন মহিলা ছাত্রীর সঙ্গে পুরুষ ছাত্র এ ধরনের ঘটনা ঘটানোয় আমি প্রতিবাদ করি। এরপর সোমা শীল সহ আরও কয়েকজন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রী এসে আমাকে লাথি ঘুসি মারতে থাকে।’ দ্বিতীয় বসের ওই পড়ুয়া অভিযোগ করেন,’ অর্ক কুন্ডু নামে তৃতীয় বর্ষের ওই পড়য়া আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল আমি তাতে রাজি হইনি বলেই আমার সঙ্গে এই ধরনের কান্ড ঘটানো হয়েছে।’১১ তারিখে কলেজে এই ঘটে যাওয়া ঘটনার পর সোমা এবং তৃনা দুজনেই কান্দি হাসপাতালে চিকিসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন।

রেলওয়ে সমস্ত কোচে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাবে

১৩ জুলাই ঃ যাত্রী কোচে পরীক্ষামূলকভাবে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের ইতিবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে, রেলওয়ে সমস্ত কোচে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদক্ষেপ যাত্রীদের নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। দুর্বৃত্তরা এবং সংগঠিত চক্রগুলি সরল যাত্রীদের সুযোগ নেয়। ক্যামেরার মাধ্যমে, এই ধরনের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। যাত্রীদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য, দরজার কাছে সাধারণ চলাচলের জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী শ্রী রবনীত সিং বিট্টু লোকোমোটিভ এবং কোচে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। শনিবার ১২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রেলওয়ে বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।৩৬০ ডিগ্রির ব্যাপক কভারেজরেলওয়ে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে উত্তর রেলওয়ের লোকো ইঞ্জিন এবং কোচগুলিতে সফল পরীক্ষামূলকভাবে এটি সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ৭৪,০০০ কোচ এবং ১৫,০০০ লোকোতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছেন। প্রতিটি রেলওয়ে কোচে ৪টি গম্বুজ ধরণের সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে - প্রতিটি প্রবেশপথে ২টি এবং প্রতিটি লোকোমোটিভে ৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। এর মধ্যে লোকোমোটিভের সামনে, পিছনে এবং উভয় পাশে ১টি করে ক্যামেরা থাকবে।

Name Change

I, Nimai Ghosh (Old Name) S/O– Gopal resident of Tehatta Paschimpara Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741160 do hereby decrale that I have changed my name from-Nimai Ghosh to Nemai Ghosh and henceforth I shall be known as Nemai Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on11/07/2025. My name Nemai Ghosh & Nimai Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

I, Khalil (Old Name) S/O–Md Jakari-aresident of Chandnichak Hat,Suti, Dist-Murshidabad,West Bengal, Pin-742223 do hereby decrale that I have changed my namefromKhalilto Abdul Khaliland henceforth I shall be known asAbdul Khalil(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary publicBerhampore court on11/07/2025. My name Abdul Khalil & Khalilboth are same and one identical person.

Name Change

I, Nakaraddin Sk(Old Name)S/O– Mannan Skresident of MuniadihiPS-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742161 do hereby decrale that I have changed my namefrom-Nakaraddin Skto Nakaruddin Sk and henceforth I shall be known as-Nakaruddin Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on11/07/2025. My nameNakaruddin Sk & Nakaraddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Azad Mandal(Old Name)S/O– Nantu Mandal residing at Vill-Siddi Nagar , Po-Daulatabad , Ps-Daulatabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby decrale that I have changed my namefromMd Azad Mandal to Azad Mandal and henceforth I shall be known as Azad Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on11/07/2025. My name Azad Mandal & Md Azad Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Jahiruddin Sk(Old Name)S/O–Ajijul Skresident of Habaspur Khasmahal Dakshinpara,PS-Bhagwangola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby decrale that I have changed my name from Jahiruddin Sk to Jahiruddin Sekh and henceforth I shall be known as Jahiruddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on11/07/2025.My name Jahiruddin Sekh & Jahiruddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Purnendu Kr Thakur S/o Lalit Mohan Thakur Residing at A1/5, Dankuni Govt Housing Estate, P.o - Dankuni, P.s - Dankuni, District - Hooghly, Pin - 712311, West Bengal India shall henceforth be known as Purnendu Thakur. I declare that Purnendu Kr Thakur and Purnendu Thakur is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-07-2025.

Name Change

I, Avijit Kar S/o Late Manoranjan Kar Residing at 32/2, Matri Mandir Lane, P.o - Alambazar, P.s - Baranagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700035, West Bengal India shall henceforth be known as Abhijit Kar. I declare that Avijit Kar and Abhijit Kar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-07-2025.

Name Change

I, Ujjal Majumder S/o Late Mohan Lal Majumdar Residing at A1 Sukanta Pally Durgapur, P.s - Durgapur, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713201, West Bengal India shall henceforth be known as Ujjal Majumdar. I declare that Ujjal Majumder and Ujjal Majumdar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-07-2025.

Name Change

I, Md Jamil Ansari S/o Abdul Ghafoor Ansari Residing at 3/2, Anna Street, P.o+P.s - Jolarpettai, District - Tirupattur, Pin - 635851, Tamil Nadu, India shall henceforth be known as Jamil Ahmed Ansari. I declare that Md Jamil Ansari and Jamil Ahmed Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-07-2025.

Name Change

I, Zufi D/o Imamuddin W/o Md Arif Khan Residing at 19, Syed Amir Ali Avenue, P.o - Circus Avenue, P.s - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal India shall henceforth be known as Falak Arif. I declare that Zufi and Falak Arif is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-07-2025.

Name Change

I, REZAUL ISLAM (Old Name) S/O MD HAYAT ALI GAZI Residing at Vill - Joygram, P.o - Chakpatli, P.s - Hasnabad, District - North 24 Parganas, Pin - 743426, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD REZAUL ISLAM (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Basirhat, vide affidavit no 10201/25 dated 21-06-2025. REZAUL ISLAM (Old Name) and MD REZAUL ISLAM (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, PAPIYA JANA DAS (Old Name) W/O PRASHANTA DAS Residing at 9/14, Nabinchandra Das Road, P.O - Noapara, District - North 24 Parganas, Pin - 700090 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PAPIYA JANA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 11-07-2025. PAPIYA JANA DAS (Old Name) and PAPIYA JANA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, BIMAL DEVI JAIN (Old Name) W/O MOTILAL JAIN Residing at 21/1K, Chandranath Simlai Lane, P.O - Cossipore, District - Kolkata, Pin - 700002 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as BIMALA DEVI LUNIA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 11-07-2025. BIMAL DEVI JAIN (Old Name) and BIMALA DEVI LUNIA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Gulnaz Parveen (Old Name) W/o Riyaz Ahmad Residing at Vill - Adra, P.o - Adra, Adra South Near Se Rly Hospital, Adra(Ct), Adra, District - Puruliya, Pin - 723121, West Bengal shall henceforth be known as Baby Gulnaz Perveen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 48/2025 Dated 11-07-2025. Gulnaz Parveen (Old Name) and Baby Gulnaz Perveen (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mariam Ahmad (Old Name) W/o Nazir Ahmed Residing at Adra Railway Colony, Adra, District - Purulia, Pin - 723121, West Bengal shall henceforth be known as Marium Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 47/2025 Dated 11-07-2025. Mariam Ahmad (Old Name) and Marium Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kashmira Bibi (Old Name) W/o Gaosul Alam Molla Residing at Kankhuly Madhya Para, Maheshtala (M), Bidhannagar, District - South 24 Parganas, Pin - 700066, West Bengal shall henceforth be known as Kashmira Khatun Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 22/2025 Dated 11-07-2025. Kashmira Bibi (Old Name) and Kashmira Khatun Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Gousul Alam Molla alias Gausul Alam Molla (Old Name) S/o Anwar Molla Residing at C2-159/New, South Kankhuly, Bidhangarh, Maheshtala (M), District - South 24 Parganas, Pin - 700066, West Bengal shall henceforth be known as Gaosul Alam Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 21/2025 Dated 11-07-2025. Gousul Alam Molla, Gausul Alam Molla (Old Name) and Gaosul Alam Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sudakshina Saha Roy (Old Name) D/o Radheshyam Saha Residing at 56, Rastraguru Avenue, Nager Bazar, Vtc - South Dum Dum (M), P.o - Dum Dum, District - North 24 Parganas, Pin - 700028, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sudakshina Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 19/2025 Dated 11-07-2025. Sudakshina Saha Roy (Old Name) and Sudakshina Saha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Santosh Jaiswal (Old Name) S/o Jagannath Prasad Jaiswal Residing at Tower B 3 G Diamond Enclave, Teghoria Raajarhat Road, Lokenath Mandir, Teghoria, Rajarhat Gopalpur (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700157, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Santosh Kumar Jaiswal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 23/2025 Dated 11-07-2025. Santosh Jaiswal (Old Name) and Santosh Kumar Jaiswal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Zubair Ahmad (Old Name) S/o Mohammad Yunus Residing at Z-3/229, DR A K Road, Vtc+P.o - Badartala, District - Kolkata, Pin - 700044, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Zubair Ahmad (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 20/2025 Dated 11-07-2025. Md Zubair Ahmad (Old Name) and Zubair Ahmad (New Name) both are same and one identical person.

কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাওয়ার সময় মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি সহ এক ভারতীয়

মিঠুন হালদার, ১৩ জুলাই : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখন বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকেরা বাংলাদেশি সন্দেহে সংশ্লিষ্ট রাজ্য পুলিশের হাতে আটক হয়ে হেনস্থা শিকার হচ্ছেন ঠিক সেই সময় বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করে

কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে যাওয়ার সময় শনিবার রাতে রানীনগর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন দুই বাংলাদেশি নাগরিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ২ বাংলাদেশি নাগরিকের নাম নুরুল ইসলাম (৪০) এবং মহম্মদ বাদশা (৩০) তাদের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানার চর বাগডাঙ্গা ও নরেন্দ্রপুর গ্রামে। ওই দুই বাংলাদেশি নাগরিককে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করতে সাহায্য করার অভিযোগে রানীনগর থানার খামারপাড়া এলাকার বাসিন্দা, লালন শেখ নামে বছর বত্রিশের অপর এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, 'ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধে পুলিশ সুও-মোটো মামলা রুজু করেছে। তাদের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে রবিবার লালবাগ আদালতে পেশ করা হচ্ছে। ' রানীনগর থানার এক আধিকারিক জানান, শনিবার রাতে তারা গোপন সূত্রে খবর পান ভারত বাংলাদেশের কাঁটাতারহীন সীমান্ত দিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক বেআইনিভাবে এই দেশে প্রবেশ করে দক্ষিণ ভারতের একটি রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাওয়ার চেষ্টা করছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রানীনগর থানার পুলিশ শনিবার রাতে কাহারপাড়া সীমান্তের লোহার সেতু এলাকায় অভিযান চালায়। সেইসময় অন্ধকারের মধ্যে তিন ব্যক্তিকে হেঁটে আসতে দেখে পুলিশ তাদেরকে আটক করে পরিচয় পত্র দেখতে চাইলে বাংলাদেশি দুই নাগরিক বৈধভাবে ভারতে ঢোকার কোনও নথি দেখাতে পারেনি। এরপরই পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি বাংলাদেশ থেকে একসঙ্গে মোট সাতজন নাগরিক ভারতে প্রবেশ করে কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এর জন্য তারা ভারতের কয়েকজন দালালকে মোট ৬৫ হাজার টাকা দিয়েছিল। রানীনগর থানার পুলিশের হাতে নুরুল এবং বাদশা ধরা পড়ে যাওয়ার পর বাকি পাঁচজন বাংলাদেশি নাগরিক আর এই দেশে প্রবেশ করতে পারেনি। পুলিশ সূত্রে খবর, লালন এবং তার আরও কয়েকজন সহযোগী গত বেশ কিছু মাস ধরে বেআইনিভাবে বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে ভারতে প্রবেশ করানোর কাজে যুক্ত রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে লালন এবং তার সহযোগীরা বিভিন্ন ভুয়ো নথি ব্যবহার করে বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে এই দেশের ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডও তৈরি করে দিতো। প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাসে ওড়িশা , মহারাষ্ট্র, দিল্লি সহ একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকেরকে বাংলাদেশি সন্দেহে বেআইনিভাবে আটক করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেইশে কয়েকজন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশি সন্দেহে বিএসএফ বেআইনিভাবে প্রতিবেশী দেশে 'পুশ ব্যাক' করে দিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গত মাসে জুন মাসে মহারাষ্ট্র পুলিশ কয়েকজন মুর্শিদাবাদের কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে বিএসএফের হাতে তুলে দিয়েছিল অভিযোগ ওঠে বিএসএফ তাদের প্রকৃত নথি যাচাই না করেই বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করে দেয়। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য প্রশাসন উদ্যোগী হয়ে মুর্শিদাবাদের ওই নাগরিকদেরকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনে।

দুর্গাপুর সেন্ট্রালের রোটারি ক্লাবের ২৮তম প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৩ জুলাই : দুর্গাপুর সেন্ট্রালের রোটারি ক্লাব ১২ জুলাই, ২০২৫ সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের পিয়ারলেস ইন হোটেলে তাদের ২৮তম প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উদযাপন করেছে। রোটারি সদস্য ডঃ অসিত চ্যাটার্জি বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। লায়ন্সের পিডিজি শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন। শ্রী সুদীপ্ত আচার্য, এজি জোন-২, ২৫-২৬, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিদায়ী সভাপতি, রোটারিয়ান অনুজা আগরওয়াল এবং বিদায়ী সচিব, রোটারিয়ান সন্তোষ মহেশ্বরী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। ২৮তম অভিষেক অনুষ্ঠানে, বিদায়ী সভাপতি, রোটারিয়ান অনুজা আগরওয়াল, নতুন সভাপতি, রোটারিয়ান মনতার সিং-এর হাতে চার্টার এবং কলার তুলে দেন, এবং বিদায়ী সচিব, রোটারিয়ান সন্তোষ মহেশ্বরী, সম্মানিত অতিথি এবং এক মহান সমাবেশের সামনে রোটারিয়ান বীরেন মণ্ডলের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এডিডিএ-র চেয়ারম্যান রোটারিয়ান কবি দত্ত রোটারিয়ান রিন্টু গুহ নিয়োগী , পিডিজি রোটারিয়ান নির্মল্য ঘোষ রোটারিয়ান মনদীপ সিং এবং সেন্ট মাইকেলস স্কুলের অধ্যক্ষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দুর্গাপুর স্মার্ট সিটি, দুর্গাপুর এলিট, দুর্গাপুর অ্যারো সিটি, দুর্গাপুর ক্লাব, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, উখড়া, রোটার্যাক্ট ক্লাব অফ দুর্গাপুর, ইন্টারেক্ট ক্লাব অফ দুর্গাপুর, ইনার হুইল ক্লাব অফ দুর্গাপুর এবং ইনার হুইল জিভা ক্লাব সহ নিকটবর্তী রোটারি ক্লাবগুলির প্রায় সকল সভাপতি এবং সচিব উপস্থিত ছিলেন। রোটারিয়ান অনুজা আগারওয়াল , ২০২৪-২৫ সালে

অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি যে নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কাজগুলি করেছিলেন সেগুলি সম্পর্কে অবহিত করেন। নবনির্বাচিত সভাপতি, রোটারিয়ান মনতার সিং, এই বছর গৃহীত নতুন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির উপর আলোকপাত করেন এবং সকল সদস্যকে সেগুলিতে সমন্বয় ও সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান অতিথি, শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জি, বিদায়ী সভাপতি, রোটারিয়ান অনুজা আগরওয়ালের প্রশংসা করেন এবং নতুন সভাপতি, রোটারিয়ান মনতার সিংকে স্বাগত জানান, চলতি রোটারি বছরের ২৫-২৬-এ তার সাফল্য কামনা করেন। সম্মানিত অতিথি, রোটারিয়ান সুদীপ্ত আচার্য, বিদায়ী. সভাপতির কাজের প্রশংসা করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতিকে কিছু দায়িত্ব দেন। এই অনুষ্ঠানে তিনজন নতুন সদস্য, রোটারিয়ান অনুপম দে, রোটারিয়ান সুমালিকা লাহিড়ী এবং রোটারিয়ান পাপিয়া বন্দোপাধ্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রোটারিয়ান সুতপা মুখার্জি এবং রোটারিয়ান রাজেশ চোপড়া পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। এই অনুষ্ঠানে, রোটারিয়ান টি কে দত্ত এবং রোটারিয়ান ডঃ অসিত চ্যাটার্জির সহায়তায় প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত অতিথি কর্তৃক একটি বিশেষ স্মারক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। রোটারিয়ান সন্তোষ মহেশ্বরী ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে অর্জিত অগ্রগতির একটি অডিও-ভিডিও উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন, যা সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়। ফেলোশিপের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয় এবং রোটারিয়ান অতনু মুখার্জি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের মালবাহী লোডিঙে ক্রমাগত বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৩ জুলাইঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার গ্রাহকদের পরিসেবা প্রদান করতে এবং প্রান্তীয় ব্যবহারকারীদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করতে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলছে। ২০২৫ সালের জুন মাসে, এই জোনে সফলভাবে ০.৯৬৮ মিলিয়ন টন (এমটি)পণ্য লোড করেছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.৬ বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে। ২০২৫-এর জুন মাসে বেশ কয়েকটি সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। সিমেন্ট লোডিং ৫৩.১ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে কয়লা লোডিং ৩৭.৫, সারের লোডিং ৯.১, পিওএল লোডিং ৪১.৭, কন্টেইনার লোডিং ১১.১ এবং অন্যান্য সামগ্রীরলোডিং ৩৬.২ বৃদ্ধি পেয়েছে।এছাড়াও,গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অন্যান্য সেগমেন্ট, যেমনপাথরের চিপস লোডিঙে উল্লেখযোগ্য ২৭৫ বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্য সামগ্রী লোডিঙের ক্রমাগত বৃদ্ধি এই অঞ্চলে বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রতিফলিত করে। এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুধুমাত্র এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী করেনি বরং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। ভবিষ্যতে, পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা পণ্য পরিবহনে টেকসই বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

মাতৃরূপেণ, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, স্বরূপেণু চিন্ময়ী মা আনন্দময়ীর আগমনী বার্তার পূর্বকল্পে সমগ্র পল্লীবাসী, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষকদের আন্তরিক ভালোবাস শুভেচ্ছা ও শুভকামনাকে সঙ্গে নিয়ে আজ টালা ফ্রেন্ডস্ অ্যাসোসিয়েশন শরতের আকাশে শ্বেতশুভ্র মেঘমন্ডলীর নীচে শুভ খুঁটিপুজে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র, অতীন ঘোষ সহ অন্যান্য কাউন্সিলর ও আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। থিম-শতবর্ষে সলিল

অজয় নদে পাইপলাইনে আটকে যাত্রী বোঝাই নৌকা, জামুরিয়ায় চলছে উদ্ধারকাজ

আসানসোল, ১২ জুলাই ২০২৫ : বীরভূম থেকে জামুরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করা একটি যাত্রীবোঝাই নৌকা অজয় নদের মাঝখানে পানীয় জলের প্রকল্পের পাইপলাইনে আটকে পড়ায় বড় ধরনের বিপত্তি দেখা দিয়েছে। নৌকার ইঞ্জিনে যান্ত্রিক সমস্যার কারণে এটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাইপলাইনে আটকে যায়, ফলে নৌকাটি কোনও দিকে এগোতে পারছে না। নৌকায় থাকা প্রায় ১২ জন যাত্রীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ নদীর জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। ঘটনাস্থলে জামুরিয়া থানার পুলিশ এবং আসানসোল থেকে সিভিল ডিফেন্সের উদ্ধারকারী দল পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। জানা গেছে, শনিবার ভোরে বীরভূমের দিক থেকে নৌকাটি জামুরিয়ার সিদ্ধপুর-বাগডিহা ঘাটের দিকে আসছিল। নৌকার ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় এটি নদীর মাঝে থাকা পানীয় জলের প্রকল্পের পাইপলাইনে আটকে যায়। নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে, কারণ জলস্তর আরও

বাড়লে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নৌকায় থাকা যাত্রীদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে, যারা এই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে আতঙ্কিত। জামুরিয়া থানার পুলিশ ঘটনার খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পাশাপাশি, আসানসোল থেকে সিভিল ডিফেন্সের একটি দক্ষ উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নৌকাটি পাইপলাইনে আটকে থাকায় এটিকে নিরাপদে সরানোর জন্য বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল নৌকাটিকে পাইপলাইন থেকে মুক্ত করে নিরাপদে তীরে আনার চেষ্টা করছে।

উদ্ধারকাজ এখনও চলছে, এবং প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে যে জলস্তর আরও বাড়ার আগে যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ১৩ জুলাই : উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বরূপকাঠি আদিবাসী এম এল এ স্কুল ৫১ জন পড়ুয়া অভিভাবক অবিভাবিকারা বিক্ষোভ দেখান। কারণ বিদ্যালয়ের ছাদের চাঙর ভেঙে ভেঙে পড়ছে যেকোনো মুহূর্তে বাচ্চাদের মাথায় পড়তে পারে, ক্লাসরুমের মধ্যে বর্ষার সময়ে রুম ভর্তি জল বাচ্চাদের মিড ডে মিলে দেওয়া হচ্ছে পোকা চাল অস্বাস্থ্যকর খাবার যাকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে বহু বাচ্চারা সমস্ত জায়গাতে জানিয়ে কোন শুরুহা হয়নি তাই তারা এদিন বিক্ষোভ দেখান। এমনটা জানিয়েছেন গার্জিয়ানরা। এই প্রশ্ন করলে প্রধান শিক্ষক দেবদাস দাস আমি আমার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি সত্যি বাচ্চারাই পড়াশুনা করতে পারছে না বিল্ডিং এর ভগ্ন দশা রয়েছে।

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে , শ্রী ঋন্টু দীর্ঘাঙ্গী পিতা -বিশ্বনাথ দীর্ঘাঙ্গী হাওড়া জেলা বড়গাছিয়া সাব রেজিস্ট্রি অফিস- এ ০৩ / ০১/২০২৪ তারিখে ১ নম্বর আমমোক্তার নাম পত্র দ্বারা হাওড়া জেলার জগবল্লভপুর ব্লক অন্তর্গত পাঁতিহাল মৌজার ৬৭২২ খতিয়ান অন্তর্ভুক্ত আর এস ও এল আর ৩০৭৭ দাগে ২৬.০০ শতক জমির মালিক নমিতা ঘোষ,স্বামী-সুহাস ওরফে সুহাস কুমার ঘোষের থেকে জমি দেখাশোনা, বিক্রয় এবং অন্যান্য কাজকর্ম করার ক্ষমতা পান। এখন উক্ত জমিটি আমার ক্লায়েন্ট গৌরাঙ্গ বালি, সুজন ভান্ডারী, অধীর দাস এবং মৌমিতা দাস ১১৪৫ / ২০২৪, ২৮৯৮/ ২০২৪, ২১২৯/ ২০২৪, ২১২৮/ ২০২৪, ইত্যাদি দলিল মুলে ক্রয় করেন।যেটি বর্তমানে জগৎবল্লভপুর বি এল আর ও তে মিউটেশনধী। যদি কারোর কোনো প্রকার আপত্তি থাকে তবে জগৎবল্লভপুর বি এল আর ও তে যোগাযোগ করুন।

ইতি ধন্যবাদান্তে
কৌশিক পাকড়ে
হাওড়া জাজেস কোর্ট।

আত্মঘাতী হয়ে বেঁচে গিয়েও ছেলের কাছে ফিরতে চায় না ৭০ বছরের বৃদ্ধ সন্নাসী কর্মকার

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ১৩ জুলাই : নিজের জীবন শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন, প্রাণ ফিরেও বাড়ি ফিরতে নারাজ বৃদ্ধ। বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার পরে অবশেষে সুস্থ হয়েছেন ৭০ বছরের সন্যাসী কর্মকার।আত্মীয়দের কাছে ফিরতে চাইলেও একমাত্র ছেলের কাছে ফিরতে চান না তিনি। ছেলের আর তাঁর স্ত্রীর হাতে আর অত্যাচারিত হতে চান না। কিন্তু, ভাগ্যের এমনই পরিহাস, আত্মীয়রা ও বৃদ্ধের ছেলের ভয়ে নিজের বাসস্থান থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন।তাই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে ওই বৃদ্ধর দাবি হোমে পাঠানো হোক তাঁকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই দাবি মেনেই হোমে পাঠানোর প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করছেন।হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে সন্যাসীবাবু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছেন উনি হোমে ফিরতে চান। ইতিমধ্যেই নিজের সহধর্মিণীকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন সন্যাসীবাবু।প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহের শনিবার সন্ধ্যায় অভাবের তাড়নায় বারুইপুর স্টেশনে এসে বিষ কিনে খেয়ে নিয়েছিলেন ৭০ বছরের সন্যাসী কর্মকার ও তাঁর স্ত্রী ৬৫ বছরের ঝর্ণা কর্মকার। স্টেশনে অসুস্থ হয়ে পড়লে বারুইপুর জি আর পি তাঁদের বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে রাতে মারা যান স্ত্রী ঝর্ণা কর্মকার।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রথমে তিনি তাঁর বাড়ি ডায়মন্ডহারবার বললেও পরে তাঁর এক পরিচিত যুবকের সূত্র ধরে জানা যায় তাঁর বাড়ি রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গড়িয়ায়। তাঁর এক ছেলেও আছে। সে বাইপাসের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে কর্মরত। গড়িয়ার বাড়িতেই ফ্যান সারানোর কাজ করতেন সন্যাসীবাবু। সেই বাড়ি জোর করে বিক্রি করে দিয়ে, মারধর করে সন্যাসীবাবু ও তাঁর স্ত্রী কে বার করে দেয় তাঁর ছেলে ও তাঁর স্ত্রী। টাকা পয়সাও কেড়ে নেওয়া হয়।এই ঘটনার পরে ওই দম্পতি নবদ্বীপে চলে গিয়ে ছিলেন। সেখানে ৫ মাস কাটানোর পরে অভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে বারুইপুর স্টেশনে এসে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দম্পতি। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় থেকেই সন্যাসীবাবুকে বাড়ি ফেরানোর উদ্যোগ নেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁরাই চেষ্টা করে সন্যাসীবাবুর ভাগ্নের খোঁজ পায়। ছেলের নাম জানলে ও ছেলে কোথায় থাকে জানেন না সন্যাসীবাবু। ছেলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সন্যাসী কর্মকার। এখন তিনি তাকিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দিকে। কবে হোমে পাঠাবে তাঁরা। হাসপাতালের ভূমিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সন্যাসীবাবু। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে সাধুবাদ জানান তিনি। এখন সরকারি নিয়ম মেনে হোমে পাঠানোর উদ্যোগ নিতে চলেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

মেয়ের ন্যাশনাল খেলতে যাবার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন মায়ের

দুরন্ত বার্তা, পাতুলিয়া, ১৩ জুলাই : প্রায় বছরের কাছাকাছি হয়েছে রহড়া ভবনাথ ইন্সটিটিশন ফর গার্লসের ছাত্রী ঐশী পাওয়ার লিফ্টিং খেলা শুরু করেছে। বিখ্যাত পাওয়ার লিফটার কোচ রাখী হালদারের কাছে ঐশী প্রশিক্ষণ করে চলেছে বহুদিন । রাখী দীর্ঘ দিন ধরে মূলত নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা সমাজের পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের খড়দহ পাতুলিয়াতে নিজের বাড়ীতেই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন এই ব্যয় বহুল খেলার,সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা খেলোয়াড়দের তৈরী করে চলেছেন তিনি তার যথা সাধ্য দিয়ে। তাদের মধ্যেই একজন পাতুলিয়ার পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়ে ঐশী ভকত। পড়াশোনায় ভালো হওয়ার পাশাপাশি ঐশী ও তার মা এই গেমেই প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের আগামীদিনে সু ন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য স্বপ্ন দেখছেন এই খেলার মাধ্যমে, পড়াশোনার ঘাটতি করে খেলাধূলায় সময় দেওয়া বর্তমান সময়ে কার্যত অমিল।ইতিমধ্যে ঐশী ৪৫কেজি স্তরে জেলা স্তরে ও রাজ্য স্তরে জয় পেয়েছে এবং জাতীয় স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে জুলাইয়ের শেষে গুজরাটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারই মধ্যে বাঁধ সেধেছে আর্থিক অসঙ্গতি,যাওয়ার পয়সা জোগাড় করতে হিমসিম অপারগ ঐশীর মা। জাতীয় স্তরে খেলতে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছে থাকলেও টাকার অভাবে তা বিশ বাও জলে যেতে চলেছে। ঐশীর মা ও প্রশিক্ষক এবিষয়ে সকল ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ সহ সাধারন মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং আগামীদিনেও ঐশীর খেলাধুলার ব্যয় বহন করার জন্য যদি কেউ এগিয়ে আসেন তার জন্যও অপেক্ষায় থাকবেন।

বলে জানিয়েছেন তারা। আর্থিক অভাবে প্রতিভাবান খেলোয়াড়েরা হারিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচুর কিন্তু বর্তমান প্রগতির যুগে অসাধ্যকে সাধিত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা অবিরাম চলতে থাকবে বলে বলেন এখানকার প্রশিক্ষণ নেওয়া খেলোয়াড়েরা।

আরামবাগে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ২ বাইক চালকের

বনস্পতি দে, আরামবাগ,১৩ জুলাই : দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ২ বাইক চালকের। আহত আরও ১ জন। ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা আরামবাগে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ-বর্ধমান রাজ্য সড়কের বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের ষষ্ঠীপুর এলাকায়। মৃতদের নাম শেখ সাহিল (২৪) ও সুদীপ পাত্র (২৩)। সাহিলের বাড়ি তারকেশ্বর থানার চাঁপাডাঙ্গায়। অন্যদিকে সুদীপ পাত্রের বাড়ি আরামবাগ থানার চকফাজিল গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সুদীপ হায়দরাবাদে একটি কোম্পানিতে কাজ করতেন। বেশ কয়েক মাস আগে বাড়ি এসেছিলেন। অন্যদিকে সাহিলও বাইরে কাজ করতেন। বকরি ইদে বাড়ি এসেছিলেন। কয়েকদিন আগে তাঁর আত্মীয়র বাড়ি আরামবাগের ঘিয়া এলাকায় এসেছিল। অন্যদিকে শেখ সাহিল তাঁর এক বন্ধুকে বাইকে চাপিয়ে মুথাডাঙা থেকে বর্ধমান প্রধান সড়কে যাচ্ছিল। কিন্তু কে জানত পথেই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে আছে বড় বিপদ! আর ফেরা হবে না বাড়ি! স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, সাহিল যে অভিমুখে আসছিলেন সুদীপ তাঁর বিপরীত দিক থেকে আসছিলেন। এরইমধ্যে লরিকে সাইড দিতে গিয়ে ষষ্ঠীপুর এলাকায় দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন মোট তিন জন। স্থানীয় পুলিশ তাদের উদ্ধার করে আরামবাগ প্রফুল্লচন্দ্র সেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সাহিল ও সুদীপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সাহিলের বন্ধু ভর্তি হাসপাতালে। ঘটনায় শোকের ছায়া দুই যুবকেরই পরিবারে।

বাড়ি মালিকের বিরুদ্ধে হেনস্তা ও অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে প্রশাসনের দ্বারস্থ শিক্ষিকা

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৩ জুলাই : বাড়ি মালিকের বিরুদ্ধে হেনস্তা ও অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে প্রশাসনের দ্বারস্থ শিক্ষিকা,সিকিউরিটি মানি ফেরত না দিয়ে স্কুল বিল্ডিং ছাড়ার চাপ বাড়ি মালিকের,সমস্যা মেটাতে ব্যর্থ পুলিশ,অসহায় শিক্ষিকা দ্বারস্থ বিডিওর কাছে। নন্দীগ্রামের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দেবীপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষিকা পিপাশা প্রামাণিক শেঠ। ২০২৩ সালে পিপাশা প্রামাণিক শেঠ রতনপুর বাসস্ট্যান্ডে সুকুমার দুয়ারী নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে তার বাড়ির দোতলা ভাড়ায় নিয়ে তিনি একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল শুরু করেন। শিক্ষিকার অভিযোগ, স্কুল শুরু করার কিছুদিন পর থেকেই বাড়ির মালিক বিভিন্নভাবে তার সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করে, কখনো জল বন্ধ করে দিতেন আবার কখনো কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের রাস্তা আটক করে দিতেন। বাড়িটি খালি করে দেওয়ার জন্য তাকে চাপ দিতে থাকেন। পিপাসা দেবীর দাবি, তিনি ১১ বছরের জন্য আদালতের সমস্ত নিয়ম মেনে সুকুমার বাবুর কাছ থেকে বাড়িটি ভাড়ায় নিয়েছিলেন। ভাড়া নেওয়ার সময় বাড়ির মালিককে তিনি দু লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন। চুক্তি হয়েছিল যখন বাড়িটি ছেড়ে দেবেন তখন দু লক্ষ টাকা সুকুমারবাবু পিপাসা দেবীকে ফেরত দেবেন। বর্তমানে বাড়ির মালিকের সঙ্গে সমস্যা শুরু হতে তিনি বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র তার স্কুল স্থানান্তরিত করতে চান। সমস্যা হল বাড়ির মালিক সুকুমারবাবু তিনি বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সময় যে ২ লক্ষ টাকা জমা রেখেছিলেন সেই টাকা এখন ফেরত দিতে চাইছেন না। বেজায় সমস্যায় পড়েছেন ওই শিক্ষিকা। প্রথমে থানাতে বিষয়টি নিয়ে তিনি সমাধানের জন্য আবেদন করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় থানাতেই কোন সমাধান হয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্থাৎ বিডিওর দারস্ত হয়েছেন। অপরদিকে বাড়ির মালিক সুকুমারবাবু তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট তো জানিয়ে দেন তার এই মুহূর্তে ওই দু লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষিকা পিপাসা দেবী বর্তমানে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে একটাই দাবি জানিয়েছেন, বাড়ি ভাড়ায় নেওয়ার সময় তার দেওয়া ওই দু লক্ষ টাকা তিনি যেন ফেরত পান তার ব্যবস্থা যেন প্রশাসনের আধিকারিকরা করে দেনকারণ ওই টাকা ফেরত পেলে তিনি তার স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য খরচ করতে পারবেন। নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন বণিক সংবাদ মাধ্যমকে বলেন তার কাছে একটি অভিযোগ এসেছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

পার্পল লাইনে ৭২টি পরিষেবা চালু

১৩ জুলাই :মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! জোকা এবং মাঝেরহাটের মধ্যে পার্পল লাইন মেট্রো পরিষেবা আবারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ১৪.০৭.২০২৫ (সোমবার) থেকে জোকা এবং মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনের মধ্যে পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা এবং পরিষেবার সময় বৃদ্ধি করতে চলেছে।ওই দিন থেকে এই প্রান্তে মোট ৭২টি পরিষেবা (৩৬টি ইউপি ৩৬ ডিএন) প্রতি ২১ মিনিট (২৪ মিনিটের পরিবর্তে) ব্যবধানে পরিচালিত হবে। বর্তমানে, পার্পল লাইনে প্রতিদিন সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ৬২টি পরিষেবা (৩১টি ইউপি ৩১ ডিএন) পরিচালিত হচ্ছে। এই করিডোরে পরিষেবার সময় ০৭,৫৭ ঘন্টা থেকে ২০,১৭ ঘন্টার পরিবর্তে ০৭.৫৭ ঘন্টা থেকে ২০,৩২ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. - **KMC/EE(C)/Br-VIII/088/022/2025-2026/R**
Name of Work : **Shifting of conservancy office from 113/1, Kabisekhar Kalidas Roy Road with renovation and other ancillary civil work at 52/C, Kabisekhar Kalidas Roy Road, in ward no.-88, under borough-VIII**. Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,98,416.61.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
2. . NIT No. - **KMC/EE(C)/Br-VIII/087/04/2025-2026/R**
Name of Work : **Improvement of road surface by lowering of M.H & allied civil works (Asphaltum Surface lowering done by Mech Rd's Dept) near 1A-32B Dr. S. Banerjee Road & others in ward-87.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 4,99,948.99.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of bid: **25.07.2025 - 12:00 noon** (for Sl. 1&2). Date of opening of tender: **28.07.2025 - 12:00 noon** (for Sl. 1&2).The bid forms and other details are available on and from **16.07.2025 (5:00 p.m.)**(for Sl. 1&2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil) / Br IV/KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following works :-
1. NIT No. - **KMC/EE(C)/Br.-IV/23/E7/25-26/UTTARN**
Name of Work : **Repairing of Uttaran Latrine at 48, Bortala Street, 2, Samsil Lane, 10, Tansuk Lane and other places etc. in ward no.-23 under Br.-IV.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 1,87,312.66.** Earnest Money: **Rs. 3,800.00**. Period of Completion: **30 days**.
2. NIT No. - **KMC/EE(C)/IV/039/E-16/25-26/R (2nd call)**
Name of Work : **Maintenance of drainage line at different places such as 10, Marcus Sq. 102/H/7 M. M. Burman Street and other places in ward no.-39.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 1,98,789.10.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of bid: **14.07.2025 - 11:00 a.m.**(for Sl. 1) & **19.07.2025 - 11:00 a.m.** (for Sl. 2). The tender will be opened on: **16.07.2025 - 11:00 a.m.** (for Sl. 1) & **22.07.2025 - 11:00 a.m.** (for Sl. 2). The bid forms and other details are available on and from **04.07.2025 (5:00 p.m.)** (for Sl. 1) & **11.07.2025 (5:00 p.m.)**(for Sl. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C) Borough-III, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following work :-
NIT No. - **KMC/EE-III/32/BBG/CC/25-26 (2nd Call)**
Name of Work : **Engagement of empaneled conservation architect for repairing of Janaza Room at Bagmari Muslim Burial Ground, 52 Bagmari Road in ward no.-32.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Not Applicable.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **120 days**. Last date and time of submission of bid: **22.07.2025 up to 12:00 noon.** Date and time of opening bid: **24.07.2025 after 12:00 noon**. The bid forms and other details are available on and from **12.07.2025 (5:00 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The **Executive Engineer (C) / Br.-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. - **KMC/EEC/VII/63/17/25-26/D**
Name of Work : **Restoration of footpath and other ancillary works disturbed by CESC Ltd. at a portion of Park Street, Shakespeare Sarani, Wood Street, AJC Bose Road and its surroundings area in Wr.-63.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,90,896.04.** Earnest Money: **Rs. 5,900.00**. Period of Completion: **45 days**.
2. NIT No. - **KMC/EEC/VII/63/12/25-26/R**
Name of Work : **Maintenance of road side garden (including watering) along Anandi Lal Poddar Sarani (Russel Street) in ward-63.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 1,99,829.77.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **45 days**.
3. NIT No. - **KMC/EEC/VII/58/16/25-26/R**
Name of Work : **Improvement of passage (Disturbed due to laying of sewer line) at 11, Tangra 2nd lane and its surrounding area in ward-58.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 1,64,886.63.** Earnest Money: **Rs. 3,300.00**. Period of Completion: **30 days**.
4. NIT No. - **KMC/EEC/VII/66/10/25-26/U**
Name of Work : **Repairing of Uttaran Passages at 11, 16, 16/12 South Tangra Road and surroundings in ward-66** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,98,443.27.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
5. NIT No. - **KMC/EEC/VII/57/31/25-26/U**
Name of Work : **Construction of latrine at 46, D. C. Dey Uttaran area and its surrounding bustee in ward-57.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,78,147.96.** Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of Completion: **30 days**.
6. NIT No. - **KMC/EEC/VII/56/30/25-26/U**
Name of Work : **Supplying, fitting and fixing pit covers at Motijhil Lane, Kamardanga and its surrounding of Uttaran areas in ward-56.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,80,102.29.** Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion: **60 days**.
7. NIT No. - **KMC/EEC/VII/59/7/25-26/U (2nd Call)**
Name of Work : **Repairing of Uttaran passage at 37/1, 39, 47 Tiljala Road and its surrounding area in ward-59.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,32,544.14.** Earnest Money: **Rs. 4,700.00**. Period of Completion: **30 days**.
8. NIT No. - **KMC/EEC/VII/67/22/25-26/R (2nd Call)**
Name of Work : **Maintenance of drainage system at Dr. G. S. Bose Road, B. D. 1st Lane, B. D. 2nd lane and its surrounding area in ward no.-67** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,99,684.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of bid: **22.07.2025 up to 2:00 p.m.** (Sl. No. 1 to 8). Tender will be opened on: **24.07.2025 at 2:00 p.m.** (sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **14.07.2025 at (06:55 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8).

641/25-26

কামব্যাকের বিষয়ে অজিত আগরকরের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েও সাড়া পাননি অজিঙ্কে রাহানে

লন্ডন, ১৩ জুলাইঃ বহুদিন ধরে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারের স্তম্ভ ছিলেন অজিঙ্কা রাহানে। বহু ম্যাচে টিম ইন্ডিয়াকে খাদের কিনারা থেকে তুলে এনে হার বাঁচিয়েছেন এই মুম্বইকর। তাঁরে ব্যাটে ভর করে এসেছে অনেক স্মরণীয় জয়ও। কিন্তু সেই রাহানে এখন ভারতীয় টেস্ট দলে অতীত। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার পর থেকে তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছেন। তবে ৩৭ বছরের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার এখনও লাল বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন দেখছেন। সাদা জার্সি পড়ে মাঠে নামতে তিনি করছেন কঠোর পরিশ্রম। রাহানে সম্প্রতি রয়েছেন ইংল্যান্ডে। ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিন উপস্থিত ছিলেন মাঠেও। সেখানেই তিনি জাতীয় দলে ফিরে আসার বিষয়ে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে জানিয়েছেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল আথারটন এবং নাসের হুসেনের সঙ্গে লর্ডসে বসে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন রাহানে। সেখানে নিজেকে কোথায় দেখতে চান জানতে চাইলে, তিনি দ্রুত উত্তর দেন, প্রত্যাবর্তনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখনও রয়েছে। ভারতের হয়ে ৮৫টি টেস্ট খেলা এই ডানহাতি ব্যাটার আরও জানান, তিনি নির্বাচকদের সঙ্গেও নিজের অবস্থান সম্পর্কে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভারতের প্রাক্তন পেসার অজিত আগরকরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি থেকে তিনি কোনও সাড়া পাননি। তবে, তিনি এই বিষয়ে চিন্তিত নন, কারণ তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের হয়ে ভাল কিছু করার উপরই মনোনিবেশ করতে চাইছেন। রাহানে স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''আমি এখনও টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চাই। আমি টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রতি সত্যিই আগ্রহী। এবং এই মুহূর্তে, আমি আমার ক্রিকেট উপভোগ করছি। মাত্র কয়েকদিনের জন্য এখানে এসেছি আমি। নিজেকে ফিট রাখার জন্য আমি আমার প্রশিক্ষকদের ও নিজের প্রশিক্ষণের কিটও বহন করেছি। আমাদের ঘরোয়া মরশুম শুরু হতে চলেছে। তাই প্রস্তুতি সবেমাত্র শুরু হয়েছে।'' রাহানে আরও বলেন, ''দেখুন, আমি সেই বিষয়গুলিতেই মনোনিবেশ করতে পারি যেগুলি আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সত্যি বলতে, আমি নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আবারও, একজন খেলোয়াড় হিসাবে এমন কিছু জিনিস আছে যা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমি কোনও সাড়া পাইনি। আমার জন্য, একজন খেলোয়াড় হিসাবে, আমি যা করতে পারি তা হল ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাওয়া, খেলা উপভোগ করা এবং প্রতিবার আমার সেরাটা দেওয়া।''

ইস্টবেঙ্গলের ড্রেসিংরুমে আশিয়ানজয়ী গোলকিপার, সুদিনের আশায় সমর্থকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে ইস্টবেঙ্গলের ড্রেসিংরুমে ফিরলেন সন্দীপ নন্দী। এবার নতুন ভূমিকায় ফিরলেন আশিয়ান কাপজয়ী এই গোলকিপার। ফুটবল ছাড়ার পর কোচিং জীবনকে বেছে নেন সন্দীপ। রয়েছে এএফসি গোলকিপিং 'এ' ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট। এবার ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপিং কোচ

হিসেবে কাজ শুরু করলেন জাতীয় দলের প্রাক্তন গোলকিপার। নতুন গোলকিপিং কোচ বাছাইয়ের জন্য বেশ কয়েকজনের ইন্টারভিউ নেন ইস্টবেঙ্গলের প্রধান কোচ অস্কার ব্রুজো আর হেড অব ফুটবল থাংবই সিংটো। লাল-হলুদের হয়ে নতুন দায়িত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে চান সন্দীপ নন্দী। ডুরান্ড কাপই প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। রবিবার থেকেই শুরু হল ইস্টবেঙ্গলের ডুরান্ডের প্রস্তুতি। নিয়মিত ভারতীয় ফুটবলের বিভিন্ন লিগের খেলা দেখেন সন্দীপ। ইস্টবেঙ্গলের খেলাও নিয়মিত ফলো করেছেন এতদিন। এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের প্রধান গোলকিপার প্রভসুখন গিল। গত মরসুমে অবশ্য বেশ কয়েকটি ম্যাচে তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। ইস্টবেঙ্গলের সংসারে ফিরে আগে সেই দিকেই নজর দিচ্ছেন আশিয়ানজয়ী গোলকিপার। দেশের প্রতিশ্রুতিমান গোলকিপারদের মধ্যে গিল অন্যতম। অ্যারোজে যখন ও খেলতেন, তখন থেকেই তাঁকে চেনেন সন্দীপ। নিজের অভিজ্ঞতাকেই এবার কাজে লাগাতে চান। মূলত গিলের ফিটনেস, পজিশনিং সেন্স, গেম মেথোড দেখার পরই দুর্বলতা নজরে পড়লে তা শুধরে দিতে চান। ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেওয়ার অনেক আগে ভারতের প্রাক্তন গোলকিপার একটা কথা প্রায়শই বলতেন। যদি কখনও কোনও দলের দায়িত্ব নেন, তাহলে নিজেরা ঠিক যেভাবে বড় হয়েছেন, সেভাবেই নতুন গোলকিপারদের গড়ে তুলতে চান। গিল ছাড়াও দেবজিতের মতো অভিজ্ঞ গোলকিপারও আছে ইস্টবেঙ্গলে। শেষ কয়েকবছর ধরেই আইএসএলে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। গত বছর ট্রফিহীন থাকতে হয়েছে সিনিয়র টিমকে। এবছর শুরু থেকেই দলগঠনে জোর দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। বড় নামের পিছনে না ছুটে সঠিক পজিশনের জন্য সঠিক ফুটবলার রিক্রুটের কাজে নেমেছেন কর্তারা। অন্যান্য পজিশনের জন্য কোচ বা সাপোর্ট স্টাফের নজর থাকলেও, তিন কাঠির তলায় গোলকিপারদের সচেষ্ট রাখার কাজ করতে হবে সন্দীপকেই। গত বছর গোলকিপিং কোচের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল। এবারে সন্দীপের কাজটা তাই চ্যালেঞ্জিং। ২০১২ তে চার্চিলে খেলার সময় থেকে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোকে চেনেন সন্দীপ নন্দী। সেই সময় অস্কার স্পোর্টিংয়ে কোচিং করাতেন। গোয়াতে সেই সময় থেকেই দু'জনের পরিচয়। কোচ সুভাষ ভৌমিকের আমলে ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন সন্দীপ। সেই সময়ই আশিয়ান কাপ জেতে লাল-হলুদ। গোটা টুর্নামেন্টে দুরন্ত গোলকিপিং করেন এই বঙ্গতনয়। পরবর্তীতে মরগ্যান জমানায় ফের ইস্টবেঙ্গলে ফিরে আসেন। সেবারও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় লাল-হলুদ।

আহত ঋষভকে নিশানা করে ইংল্যান্ডের শর্ট বল

ষড়যন্ত্রে ক্ষুব্ধ গাভাসকর

লন্ডন, ১৩ জুলাইঃ ফের আলোচনায় বডিলাইন। ফের আলোচ্য ইংল্যান্ড। কিন্তু এবার আর ব্র্যাডমান কিংবা ব্র্যাডমানের দেশ অস্ট্রেলিয়া নয়। টার্গেট টিম ইন্ডিয়ার ঋষভ পন্থ। তিনি আহত, বাঁ-হাতের আঙুলে চোট পেয়েছেন জেনেও, নাগাড়ে শর্ট বল করে গেল ইংরেজ বাহিনী। যাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন সুনীল গাভাসকার। টেনে আনলেন বডিলাইনের প্রসঙ্গ। ১৯৩২-৩৩ সিরজে স্যার ডন ব্র্যাডম্যানকে আউট করতে শরীর লক্ষ করে বল ছোড়ার রণকৌশল বেছে নিয়েছিল ইংল্যান্ড। যাকে ঘিরে একসময় দানা বাঁধে অজস্র প্রশ্ন। নতুন করে ক্রিকেটের নিয়ম পর্যন্ত লেখা হয়। লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিনে ঘনিয়ে উঠল ৯২ বছরের পুরনো স্মৃতি। বইল বিতর্কের ঝড়। বাঁ-হাতে চোট পেয়েও ব্যাট করতে নামা উইকেটকিপারকে লক্ষ্য করে বাউন্সারের বৃষ্টি নামালেন বেন স্টোকস অ্যান্ড কোং। পন্থকে বেসামাল করতে ছ'জনকে লেগ সাইডে রেখে সাজানো হল ফিল্ডিং। আর সেই দৃশ্য দেখে কমেন্ট্রি বক্সে সোজাসাপটা মন্তব্য করে বসলেন সুনীল গাভাসকর-''এটা ক্রিকেট নয়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যদি শোনেন, তাহলে এই নিয়ম এবার খতিয়ে দেখা হোক!'' শনিবার, ম্যাচের তৃতীয় দিনে প্রথম সেশনেই স্পষ্ট হয়ে যায় ইংল্যান্ডের শর্ট বল পরিকল্পনা। স্টোকস নিজের হাতে বল তুলে নেন। চোট পাওয়া বাঁ-হাতে ফের বল লাগায় ফিজিও ছুটে আসেন। কিন্তু ইংরেজরা তাদের প্ল্যান থেকে একচুল সরেনি। প্রথম সেশনে ইংল্যান্ডের মোট ডেলিভারির ৬০ শতাংশই শর্ট অফ লেংথ। বল ধরার জন্য চার ফিল্ডার সরাসরি বাউন্ডারিতে। সঙ্গে ছ'জন লেগ সাইডে। স্পষ্টতই ক্রিকেটের আইন আর খেলার স্পিরিট-দুই-ই প্রশ্নের মুখে। ধারাভাষ্যে তখন সুনীল গাভাসকর। বর্ষীয়ান এই ক্রিকেটার সাফ বলেন, ''এটা ক্রিকেট নয়। আজকের দিনে ৫৬ শতাংশ শর্ট বল। এটা তো ভয় দেখানোর মতো বোলিং। যদি ১৯৮০-৯০-র দশকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঠেকাতে আইসিসি এক ওভারে দু'টি

শর্ট বলের নিয়ম তৈরি করতে পারে, তাহলে আজ এই ধরনের ফিল্ডিং কৌশল নিয়ে কেন চুপ করে থাকবে?'' তিনি আরও যোগ করেন, ''লেগ সাইডে ছয়জন ফিল্ডার কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়। সৌরভ গাঙ্গুলী যদি সম্প্রচার শুনে থাকেন, তাহলে অনুরোধ করব, এই বিষয়ে আলোচনা করে নিয়ম স্পষ্ট করা হোক।'' গাভাসকরের এই মন্তব্যে ফের সামনে আসে ১৯৩২-৩৩ সালের ঐতিহাসিক 'বডিলাইন' বিতর্ক। ব্র্যাডম্যানকে রুখতে সেই সময় শর্ট বল আর লেগ সাইডে ফাঁদ পেতেছিল ইংল্যান্ড। সমালোচনার ঝড় ওঠে। বাধ্য হয়ে এমসিসি বিবৃতি দিয়ে জানায়- ব্যাটারের শরীর লক্ষ করে বল করা ক্রিকেটের স্পিরিটের পরিপন্থী। নিয়মে বদল আসে। বলা হয়, স্কোয়ার লেগের পিছনে দু'জনের বেশি ফিল্ডার রাখা যাবে না। কার্যত নিষিদ্ধ হয় বডিলাইন কৌশল। কিন্তু লর্ডসে আবার যেন ফিরে এল সেই পুরনো অধ্যায়। এদিন অবশ্য ভারতের প্রথম ইনিংস ছিল নজরকাড়া। কেএল রাহুলের সেঞ্চুরি। তিন টেস্টে তিনটি হাফ সেঞ্চুরি করা রবীন্দ্র জাডেজার আবারও অর্ধশতক। আর চোট নিয়ে নেমে ঋষভ পন্থ খেললেন ৭৪ রানের লড়াকু ইনিংস। তাঁর ও রাহুলের ১৪১ রানের পার্টনারশিপের উপর ভর করে ভারত ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে তোলা ৩৮৭ রানের সমান স্কোর দাঁড় করায়। তবে লাঞ্চের আগে-পরে পন্থ ও রাহুল ফিরে গেলে ব্যাটিং ধস নামে। শেষ চার উইকেট পড়ে যায় মাত্র ১৮ রানে। দিনশেষে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে। খেলা হয় মাত্র এক ওভার। রান ওঠে ২। উইকেট না পড়লেও ম্যাচের থেকে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সেই বিতর্ক-শর্ট বলের নামে কি আবার ফিরে আসছে পুরনো দিনের ভয়ংকর বোলিং কৌশল? গাভাসকরের প্রশ্ন খুব সরল-আজ যখন প্রযুক্তি ও সুরক্ষার এত উন্নতি হয়েছে, তখনও কি শরীর নিশানা করে বল ছুড়ে ব্যাটারকে ভয় দেখানো যাবে? আইসিসির বর্তমান ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে ক্রিকেট দুনিয়া। নিয়ম কি বদলাবে? নতুন করে কি সংজ্ঞা তৈরি হবে শর্ট বল আর ফিল্ডিং সীমাবদ্ধতার? সওয়াল কিন্তু থেমে থাকবে না। গাভাসকর বল ঠেলেছেন সৌরভের কোর্টে। এখন জবাবের অপেক্ষা।

সেন্টার ব্যাক পোল মোরেনোকে দলে টেনে নিল এফসি গোয়া

পানাজি, ১৩ জুলাইঃ এই নয়া ফুটবল সিজনে ভারতের হয়ে এএফসির টুর্নামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করবে গোয়া ফুটবল দল। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সমর্থকরা। এই সমস্ত কিছু মাথায় রেখে অনেক আগে থেকেই নয়া সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজে হাত দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে পল মোরেনোর নাম। গত সিজনে স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব রেসিং স্যান্টান্ডারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বছর একত্রিশের এই সেন্টার ব্যাক। সেই দলের হয়ে খেলে ফেলেছিলেন একাধিক ফুটবল ম্যাচ। তবে কিছুদিন আগেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছিল এই ফুটবল ক্লাবের। মনে করা হচ্ছিল তাঁর পরেই এই ডিফেন্ডারকে দলে টানতে চাইছে মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়া। সেইমতো কথাবার্তা ও নাকি এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা দূর। সেটাই হল শেষ পর্যন্ত। এবার ভারতের এই প্রথম ডিভিশনের ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন এই স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক। এবার শুধুমাত্র সরকারি ঘোষণার অপেক্ষায় সমর্থকরা। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো ঘোষণা করা হতে পারে ক্লাবের তরফে। এই বিদেশি ডিফেন্ডারের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলবে দলের রক্ষণভাগকে। বলাবাহুল্য, গত সিজনের শুরু থেকেই দাপটের সাথে ফুটবল খেলেছিল মানোলো মার্কুয়েজের ছেলেরা। প্রথমে ডুরান্ডে ছিটকে যেতে হলেও পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে প্রভাব বিস্তার করেছিল এই ক্লাব। যারফলে একটা সময় মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পাশাপাশি শিল্ডের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে আসতে শুরু করেছিল এই দলের নাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল না সেই ধারাবাহিকতা। অনায়াসেই হাতছাড়া হয়েছিল শিল্ড। তবুও লিগ কাপ নিশ্চিত করতে মরিয়া ছিল ফুটবলাররা।তবে আটকে যেতে হয়েছিল সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসির কাছে। দ্বিতীয় লেগের সেমিফাইনালে জাতীয় দলের এই অধিনায়কের করা গোলেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল বেঙ্গালুরু। সেই হতাশা কাটিয়ে পরবর্তীতে কলিঙ্গের বুকে আসে সাফল্য। খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে হারিয়ে এসেছিল ট্রফি। যা নিঃসন্দেহে খুশি করেছিল সমর্থকদের।

ডায়মন্ড হারবার নিয়ে বিশেষ পোস্ট, কত নম্বর জার্সি পড়বেন ক্লেটন?

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ১৩ জুলাইঃ স্প্যানিশ কোচ কিবু ভিকুনার তত্ত্বাবধানে বর্তমানে যথেষ্ট ভালো ছন্দে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। গত বছর কলকাতা লিগে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি লিগ জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল এই ফুটবল ক্লাব। পরবর্তীতে তৃতীয় ও দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগে চূড়ান্ত সাফল্য পায় বাংলার দল। যারফলে প্রথ ডিভিশন আইলিগ খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। তাই গতবারের তুলনায় দলকে আরও শক্তিশালী করাই প্রধান লক্ষ্য ম্যানেজমেন্টের। পূর্বে একাধিক দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের নিশ্চিত করেছে ডায়মন্ড হারবার। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সূচি অনুসারে আয়োজিত হবে দেশের দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইলিগ। এই সমস্ত টুর্নামেন্ট গুলিতেও ভালো ফল করতে মরিয়া অভিষেক ব্যানার্জির এই ফুটবল দল। এক্ষেত্রে দলের আক্রমণভাগের ধার বাড়াতে এবার এক ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারের খোঁজে ছিল কলকাতার এই শক্তিশালী ক্লাব। সপ্তাহ কয়েক আগে সেক্ষেত্রে তাঁরা চূড়ান্ত করেছে ক্লেটন দা সিলভেরাকে। একটা সময় ব্রাজিলের একাধিক ফুটবল ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। অনবদ্য পারফরম্যান্সের দরুন পরবর্তীতে মালয়েশিয়ার প্রথম ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব পেরাক এফসিতে যুক্ত হয়েছিলেন এই ফরোয়ার্ড। সেখান থেকেই এবার যোগদান করেছেন ভারতের এই ফুটবল ক্লাবে। কিছুদিন আগেই এসে পৌঁছান কলকাতায়। তারপর যোগ দিয়েছেন দলের অনুশীলনে। সব ঠিকঠাক থাকলে ডুরান্ড কাপের শুরু থেকেই দলের জার্সিতে খেলতে দেখা যেতে পারে ক্লেটনকে। তাঁর আগেই গত শনিবার সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে এই ব্রাজিলিয়ান তারকার হাতে তুলে দেওয়া হয় ডায়মন্ড হারবার এফসির জার্সি। সেই অনুযায়ী এই নয়া মরসুমে '৯' নম্বর জার্সিতে খেলতে দেখা যেতে চলেছে এই দাপুটে ফুটবলারকে। কিছু ঘণ্টা আগেই নিজের সোশ্যাল সাইটে দলের জার্সি নিয়ে আবেগঘন পোস্ট করেন এই তারকা। সেখানে তিনি লেখেন, 'ঈশ্বর সবকিছুর দায়িত্বে আছেন। আশা রাখি এটি একটি আশীর্বাদপূর্ণ এবং বিজয়ী মরসুম হবে। দলের জন্য নিজেকে মেলে ধরতে চাই।'

দি মারিয়া ফিরলেন শৈশবের ক্লাবে, করলেন গোল, মাঠ ছাড়লেন স্ট্রেচারে

রোজারিও, ১৩ জুলাইঃ আনহেল দি মারিয়া এমনিতেই আবেগপ্রবল মানুষ। তাই ১৮ বছর পর শৈশবের ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে ফেরা দি মারিয়া বরণের দিনে যে আবারও আবেগে ভেসে যাবেন, তা অনুমেয়ই ছিল। দি মারিয়ার জীবনে সেই মুহূর্ত এসেছে গতকাল রাতে। রোজারিও সেন্ট্রালের হয়ে আবারও খেলতে নামার আগে তাঁকে রাজসিকভাবে বরণ করে নিয়েছেন এস্তাদিও জিহান্তে দে আরোয়িতোয় উপস্থিত ৪৬ হাজারের বেশি দর্শক। তাঁদের ভালোবাসার সিক্ত এই আর্জেন্টাইন তারকা নিজেকে সামলাতে পারেননি। হাত নেড়ে অভিবাদনের জবাব দেওয়ার সময় তাঁর দুই চোখ বেয়ে ঝরেছে জল। তবে আর্জেন্টিনার শীর্ষ লিগের (প্রিমেরা ডিভিশন) ম্যাচটি শুরু হতেই দি মারিয়া আবার হয়ে ওঠেন সত্যিকারের পেশাদার ফুটবলার। ঘরের মাঠে সমর্থকদের

ভালোবাসার প্রতিদান দেন গোল করে। ৭৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করা দি মারিয়ার গোলেই এগিয়ে যায় রোজারিও সেন্ট্রাল। গোলবারের ডান পাশ দিয়ে তাঁর নিচু করে নেওয়া শট ঝাঁপিয়ে পড়েও ঠেকাতে পারেননি প্রতিপক্ষ গোদোই ক্রুজের গোলকিপার। সেই গোলের পর দর্শকদের গগণবিদারি চিৎকার যেন সবকিছুর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। উচ্ছ্বাস ছুঁয়ে গেছে ভিআইপি বক্সে থাকা তাঁর পরিবারকেও। এরপরও দি মারিয়ার দিনটা অম্লমধুর কেটেছে। ম্যাচের ৮৯ মিনিটে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড় বাজেভাবে ট্যাকল করলে আঘাত পেয়ে স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়েন ৩৭ বছর বয়সী উইঙ্গার। এ সময় তাঁকে আবারও কাঁদতে দেখা যায়। দি মারিয়া মাঠের বাইরে যাওয়ার পর ম্যাচের মোড়ও ঘুরে যায়। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে গোদোই ক্রুজের ভিসেন্তে পোল্লি গোল করলে রোজারিও সেন্ট্রালকে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়তে হয়। অবশ্য স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়তে হলেও গুরুতর কিছু ঘটেনি বলে ম্যাচ শেষে জানিয়েছেন দি মারিয়া। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আর্জেন্টিনার এই বিশ্বকাপজয়ী তারকা শৈশবের ক্লাবে ফেরা নিয়ে লিখেছেন, 'এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের জন্য এত বছর অপেক্ষা করেছি। এতটা ভালোবাসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা যে ফল (জয়) চেয়েছিলাম, তা এই ম্যাচে পাইনি। তবে এটি সবে শুরু। এখনো অনেক পথ বাকি। চলো, এগিয়ে যাই সেন্ট্রাল।' ১৯৮৮ সালে দি মারিয়ার জন্ম আর্জেন্টিনার সান্তা ফে প্রদেশের সর্ববৃহৎ শহর রোজিরিওতে। ১৯৯২ সালে মাত্র ৪ বছর বয়সে তিনি রোজারিও সেন্ট্রাল একাডেমিতে যোগ দেন। ১৩ বছর ক্লাবটির বয়সভিত্তিক ও যুব দলে খেলার পর ২০০৫ সালে মূল দলে তাঁর অভিষেক হয়। ২০০৭ সাল পর্যন্ত মূল দলের হয়ে ৩৯ ম্যাচ খেলেন, ৬ গোলের পাশাপাশি ২টি অ্যাসিস্ট করেন। ওই বছরই ইউরোপে পাড়ি জমান দি মারিয়া। নাম লেখান পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকায়। এরপর রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, পিএসজি, জুভেন্তাস এবং আবার বেনফিকায় খেলে কদিন আগে ফেরেন শৈশবের ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে। দি মারিয়ার দলের পরের ম্যাচ আগামী শনিবার লানুসের বিপক্ষে।

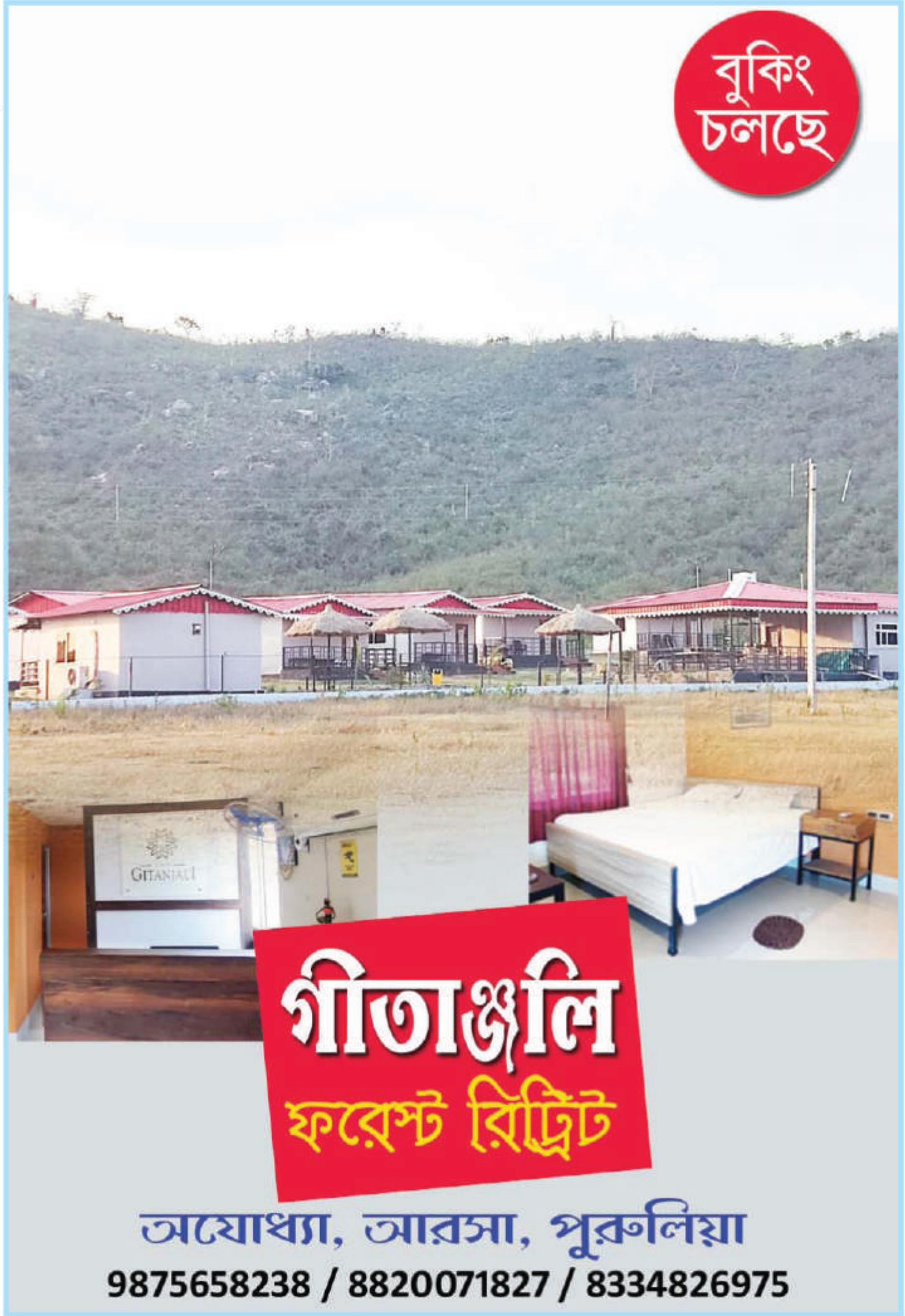

অপ্রতিরোধ্য মেসির টানা ৫ ম্যাচে জোড়া গোল, জয় মায়ামির

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) গোলের নেশায় বুঁদ হয়েছেন লিওনেল মেসি। আরও একবার মাঠে নেমে তিনি দুবার পেয়েছেন জালের দেখা। বাড়িয়ে নিয়েছেন টানা গোল করার রেকর্ড।

ফ্লোরিডা, ১৩ জুলাইঃ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে যেভাবে চেয়েছিলেন, সেভাবে হয়নি। কিন্তু মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) একরকম অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন লিওনেল মেসি। ক্লাব বিশ্বকাপের আগে এমএলএসে মন্ট্রিয়ল ও কলম্বাস ক্রুর বিপক্ষে দুটি করে গোল করেছিলেন মেসি। ক্লাব বিশ্বকাপের পরেও ছন্দটা ধরে রেখেছেন। মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ফিরতি লেগের পর নিউ ইংল্যান্ড রেভলুশন এবং সর্বশেষ আজ ন্যাশভিলের বিপক্ষেও জোড়া গোল করেছেন ইন্টার মায়ামির প্রাণভোমরা। বৃহস্পতিবার নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এমএলএসে টানা চার ম্যাচে কমপক্ষে দুই গোল করার রেকর্ড গড়েন মেসি। ৩৮ বছর বয়সী আজ ন্যাশভিলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেরই রেকর্ড ভেঙে সেটাকে টানা পাঁচ ম্যাচে জোড়া গোলে নিয়ে গেছেন। লিগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে ১০ গোলের সঙ্গে ৪টিতে সহায়তাও করেছেন মেসি। ইন্টার মায়ামি জিতেছে এই পাঁচ ম্যাচেই। ডেভিড বেকহামের মালিকানাধীন ক্লাবটি ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে উঠে এসেছে। বর্তমানে তাদের পয়েন্ট ৩৮। শীর্ষে থাকা ফিলডেলফিডার পয়েন্ট ৪৩ হলেও মায়ামি তাদের চেয়ে তিন ম্যাচ কম খেলেছে। তাই গতবারের মতো এবারও সাপোর্টার্স শিল্ড জয়ের দৌড়ে তারা ভালোভাবেই টিকে আছে।

এই বয়সেও মেসি যেভাবে খেলে যাচ্ছেন, তাতে মুগ্ধ ইন্টার মায়ামির কোচ জাভিয়ের মাচেরানো। আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনা দলে একসময়ের সতীর্থ মাচেরানোর মনে হচ্ছে, মেসির এখন প্রতি তিন দিন পরপর রেকর্ড ভাঙছেন। আজ ন্যাশভিলের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর কোচ বলেছেন, ''সে (মেসি) অবিশ্বাস্যভাবে নিজের কাজ করে চলেছে। প্রতি তিন দিনে (একটা করে) রেকর্ড ভাঙছে। সে এই দলের পতাকা বাহক, আমাদের নেতা এবং আমরা কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দল, সেটার মান সে-ই স্থাপন করেছে। ওর ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ের অংশ হতে পারা (আমার জন্য) সত্যিই আশীর্বাদ।'' মেসির জন্য টানা পাঁচ ম্যাচে জোড়া গোল করা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এর আগে ২০১২ সালে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে লা লিগায় বার্সেলোনার হয়ে টানা ছয় ম্যাচে (মায়োর্কা, রিয়াল জারাগোজা, লেভান্তে, অ্যাথলেটিক বিলবাও, রিয়াল বেতিস ও আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে) দুটি করে গোল করেন। সেই ছয় ম্যাচেই বার্সা জিতেছিল। ২০১২-১৩ মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫০ ম্যাচে ৬০ গোল করেছিলেন মেসি। ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে এমএলএসে নিজেদের পরের ম্যাচে সিনসিনাটির মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। সেই ম্যাচেও জোড়া গোল করতে পারলে বার্সায় প্রায় ১৩ বছর আগের কীর্তি আবারও গড়তে পারবেন মেসি। মেসি আজ ফ্রি-কিক থেকে নিজের ৬৯তম গোল পেয়েছেন। ফ্রি-কিক থেকে সবচেয়ে বেশি গোলের বিশ্ব রেকর্ডটা (৭৮টি) ব্রাজিলের প্রাক্তন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার মার্সেলিনিও কারিওকার। ফ্রি-কিক থেকে আর ১০ গোল পেলে আরেকটি বিশ্ব রেকর্ডের মালিক হয়ে যাবেন আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী মেসি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com